ক্ষীরোদপ্রসাদ

নর-নারায়ণ

পৌরাণিক নাটক

নাট্য-মন্দিরে প্রথম অভিনীত

উদ্বোধন রজনী—১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

নবম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৬৬

পরম ভক্তিভাজন—

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শিবানন্দ

স্বামীজীর করকমলে—

নিবেদন

নানা কারণে স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই জনপ্রিয় নাটকটীর ষষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রণে বিলম্ব হইল, সেজন্য নাট্যানুরাগী সুধীবৃন্দের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই নাটক প্রণয়নের একটি ইতিহাস আছে—সেইজন্য আমার এই নিবেদন লেখার ধৃষ্টতা। নাট্যকার মহাভারত হইতে পাঁচটি চরিত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন ও ঐ পাঁচটি চরিত্রের নাটকীয় ব্যক্তিত্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কেন্দ্র করিয়া নিজের মনোমত নাটক লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। চরিত্রগুলি এই :—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ। ১৯১২।১৩ সালে ৺কাশীধামে তিনি "ভীষ্ম" নাটক লেখা শেষ করেন, এবং তাহা নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহার পর তিনি "দ্রোণ" ও "কৃপ" লেখা আরম্ভ করেন। কিছু কিছু অংশ লেখার পর মহাভারতের "কর্ণ" চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য তাঁহাকে অভিভূত করায় তিনি "কর্ণ" লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিভিন্ন রঙ্গালয়ের তাগিদে "কিন্নরী" প্রভৃতি ২।৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য "কর্ণ" লেখা বন্ধ হয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নবগঠিত "আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্" কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের "কর্ণার্জ্জুন" নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে "কর্ণ" লেখা বন্ধ করিয়া "আলমগীর" প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখিতে বাধ্য হয়েন, কারণ "কর্ণ" অভিনয় করিবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়া যায়।

পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে—নিজের মনোমত নাটক লিখিতে হইলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাহিয়া বা তত্রস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিকে

লক্ষ্য করিয়া লিখিতে গেলে চলিবে না। অথচ এইরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত হইয়া একখানি নিজ মনোমত যথার্থ নাটক লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় তাঁহার সোদরপ্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ্ নিমতিতার নাট্যকলা ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের সাগ্রহ অনুরোধে ও আনুকূল্যে ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় একাগ্রভাবে "কর্ণ" লেখা আরম্ভ করেন।

গ্রন্থকার ১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই নাট্যরসিকগণ নাট্যকারের নিজের উক্তিতেই "কর্ণ" নাটক লেখার ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন।

"প্রিয় মহেন্দ্র ভাই, * * * তোমার কথামত সেই দৃশ্যগুলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তৃতীয় অঙ্ক সত্বর শেষ করিয়া পাঠাইতেছি। * * * আমি পুস্তক শেষ না করিয়া এখন কোথাও যাইতে পারিতেছি না। আমি এবারে নিজের মনোমত করিয়া এ পুস্তক লিখিতেছি। অভিনয় হউক বা না হউক কাহারও কোন suggestion লইতে ইচ্ছা নাই। এই পুস্তকই মনে হইতেছে আমার শেষ। দেহ স্বাভাবিক ভাবেই দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে। এখন বিশেষ দুর্ব্বল।

"কর্ণ" সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনী। পয়সার জন্য তাহা কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা নাই। কতকগুলা অর্ব্বাচীনের মতের তলায় নিজের চিরপোষিত কল্পনাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব না। কেহ না লয় তুমি কাছে রাখিও, তোমার ষ্টেজে (বাড়ীর) নিশ্চয়ই তা উপাদেয় হইবে। এই তৃতীয় অঙ্ক পাইলেই আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। যখন বই

ধরিয়াছি এবার ইহাকে শেষ না করিয়া আমি অন্য বই লিখিতেছি না। কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈব-নিগৃহীত বোধ করিতেছি। সুতরাং ভাই, তার চরিত্র রহস্যই আমার এখন প্রিয় বোধ হইতেছে। * * ইতি।”

১৯২৫ সালে “কর্ণ” লেখা শেষ হয়। ইতিপূর্ব্বে স্বনামধন্য প্রথিতযশা নট-নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা ও নাম-ভূমিকা-অভিনয়ে “নর-নারায়ণ” নামে ইহা ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬ তারিখে “নাট্যমন্দির লিমিটেড্” কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়।

পরে নাট্যকার “কৃষ্ণ” নাটকের প্রথম দৃশ্য মাত্র লেখেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত ও নিরুৎসাহ হইয়া এবং নিজের স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়ায় লেখা বন্ধ করেন। মৃত্যুর ২।১ দিন পূর্ব্বে (জুলাই, ১৯২৭) তিনি বলিয়াছিলেন, “কৃষ্ণ চরিত্র যতই উপলব্ধি করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি যে “কৃষ্ণ” চরিত্র এপারে লিখিবার নহে।” ইহাই নাটক সম্বন্ধে তাঁহার শেষ কথা।

আর এক কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নাটকখানিকে একাধিকবার বি, এ, পরীক্ষায় বঙ্গভাষার অতিরিক্ত পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। সেজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নিবেদক

শ্রীশচীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়া—১১।১০।৫০

প্রথম অভিনয়

নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্ত্তৃক

বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সাল

উদ্যোক্তা

প্রযোজক, শিক্ষক ও নাট্যাচার্য্য	···	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
মঞ্চ-মালাকার	···	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	···	শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত-শিক্ষক	···	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
নৃত্য-শিক্ষক	···	শ্রীব্রজবল্লভ পাল

অভিনেতা

শ্রীকৃষ্ণ	···	শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
সূর্য্য ও সাত্যকি	···	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্র ও বিদুর	···	শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী
পরশুরাম ও অর্জ্জুন	···	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অকৃতব্রণ	···	শ্রীবিভূতিভূষণ গোস্বামী
সঞ্জয়	···	শ্রীমিহিরকুমার নন্দী
দ্রোণাচার্য্য	···	শ্রীঅমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কৃপাচার্য্য	···	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
ভীষ্ম ও তাপস	···	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
ধৃতরাষ্ট্র	···	শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

যুধিষ্ঠির	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
ভীম	...	শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
নকুল	...	শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
সহদেব	...	শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
অভিমন্যু	...	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দুর্য্যোধন	...	শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
দুঃশাসন	...	শ্রীসুহাসকুমার সরকার
শকুনি	...	শ্রীনৃপেশনাথ রায়
কর্ণ	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
বৃষকেতু	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
ঘটোৎকচ	...	শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী
বৈতালিক	...	শ্রীকৃষ্ণকান্ত দে (অন্ধগায়ক)

অভিনেত্রী

গান্ধারী	...	শ্রীমতি হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
দ্রৌপদী	...	শ্রীমতী চারুশীলা
পদ্মাবতী	...	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
অস্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-বেশী চারিণী	...	শ্রীমতী উষাবতী (পটল)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
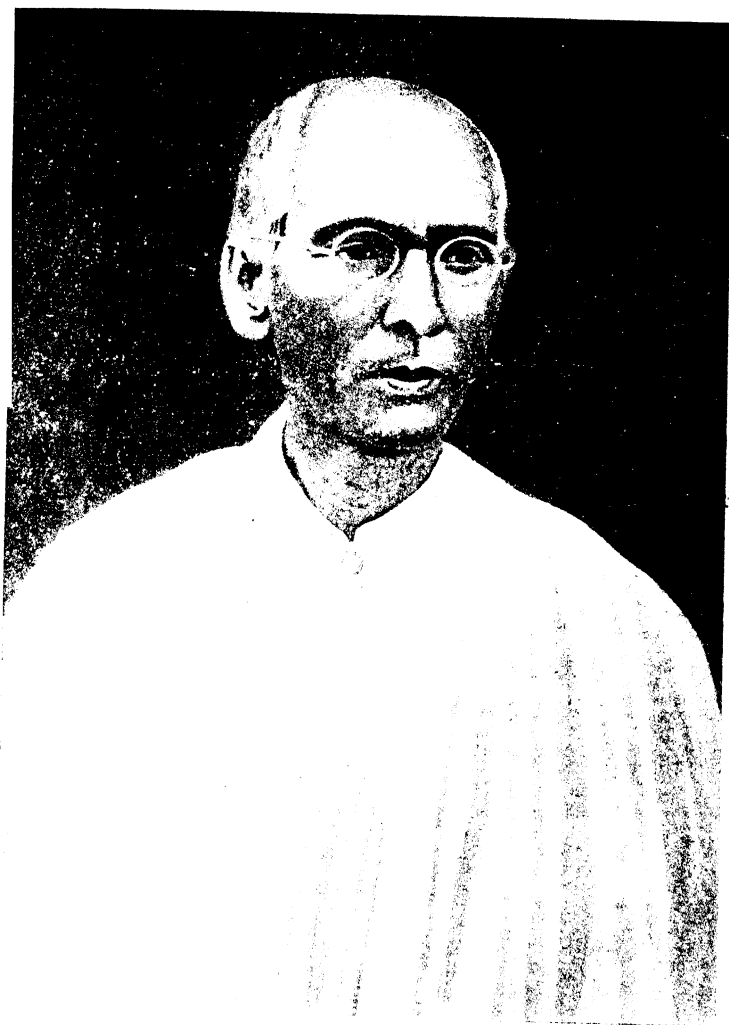
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ,
পরশুরাম, তাপস, অকৃতব্রণ, সাত্যকি,
ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র,
শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম,
অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কর্ণ, ঘটোৎকচ,
অভিমন্যু, বৈতালিক, প্রতিহারী, প্রভৃতি

স্ত্রী

গান্ধারী, দ্রৌপদী, পদ্মাবতী,
অস্তি, চারণীগণ ইত্যাদি

[অভিনয় সৌকর্য্যার্থে পুস্তকের কোন কোন অংশ
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হয়]

প্রস্তাবনা

ওই যে বিরাট আকাশ পুলক
ওই যে তারার আবরণ—
কোথায় তাদের কনক কিরণ
কাহারে করিছে অন্বেষণ ?
ওই যে ব্যাকুল সিন্ধু—
সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত নাদ-বিন্দু—
কাহার সূচনা, কাহার রচনা,
কাহার অনাদি সম্বোধন ?
দৈব কিম্বা পুরুষকার—
বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার ?
কাহার বিরাট্, কাহার স্বরাট্ ।
কাহার প্রকাশ—সঙ্গোপন ?
দৈব কিম্বা পুরুষকার—
নিদান, বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম্ম-সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ ?

নর-নারায়ণ

সূচনা

আশ্রম-সান্নিধ্য

তাপস

তাপস। তোমার বধের ব্যবস্থা না ক'রে আমি জলগ্রহণ ক'রব না—দুরাত্মা গো-বধকারী রাক্ষস! (চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ)

তাপস-কন্যা অস্তির প্রবেশ ও তাপসের হস্তধারণ

ছাড়্—হাত ছাড়্—হাত ছেড়ে দে, অস্তি!

অস্তি। এমন ধারা পাগলের মত কোথায় ছুটে চ'লেছেন?

তাপস। ত্রিভুবন। এ পৃথিবীতে না পাই স্বর্গে যাব. স্বর্গে না পাই রসাতলে প্রবেশ ক'রব। সে গো-বধকারী দুরাত্মাকে শাস্তি না দিয়ে আমি আর আশ্রমে ফিরবো না। ছাড়্ অস্তি, হাত ছাড়্।

অস্তি। এরূপ অসম্ভব কথা কইবেন না বাবা, সে কি আপনার অভিশাপ নেবার জন্য পথের মাঝে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? গো-বধ ক'রেই আপনার অভিসম্পাতের ভয়ে সে পালিয়েছে। সে চোর—

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। না দেবি, সে চোর নয়।

অস্তি। বাবা—বাবা! (কর্ণকে বিস্মিত নেত্রে দেখিল)

তাপস। দেহধারী অংশুমালী সম
স্বতেজে স্বরূপে সুপ্রকাশ
কে আপনি পুরুষ প্রধান ?

কর্ণ। নহি অংশুমালী,
তাহার সেবক আমি দ্বিজ।
কর্ণ মোর নাম, হস্তিনা নগরবাসী।
বনমধ্যে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ
দূর হ'তে নিক্ষেপিনু শব্দভেদী বাণ।
না ছিল গোচর, দ্বিজবর,
এ অরণ্য মধ্যে ছিল তোমার আশ্রম।
মৃগভ্রমে বধিয়াছি ধেনু।

অস্থি। চ'লে এসো পিতা।
সহজাত কবচ কুণ্ডল,
জ্যোতির্ম্ময় সুঠাম সুন্দর দেহধারী,
সত্যবাদী, নির্ভীক, দেবতারূপী নর।
অনুরোধ পিতা, ক্ষমা কর ভ্রম তার।

কর্ণ। সংহর সংহর ক্রোধ ঋষি ! একমাত্র
ধেনু গেছে, প্রতিশ্রুতি করিতেছি,
পরিবর্ত্তে তার—রত্ন স্বর্ণ দিব
ভারে ভার, সহস্র সহস্র দিব ধেনু।

তাপস। (গম্ভীরভাবে) কি বলিলে নাম—কর্ণ ?

কর্ণ। 'বসুসেন' পিতৃদত্ত নাম—
লোক মুখে কর্ণ নামে প্রসিদ্ধি আমার।
হস্তিনা-নিবাসী আমি।

তাপস। হস্তিনা-নিবাসী তুমি ?

অস্থি। শুনিয়াছি, সে ত বহুদূরে—
শতাধিক যোজন অন্তর।
হস্তিনা ত্যাজিয়া ভদ্র, ঘটাতে আপদ,
কি হেতু এ সুদূর দক্ষিণে?

কর্ণ। ভগবান রামের নিকটে
শিখিতে এসেছি ধনুর্বেদ।

অস্থি। তুমি কি রাজার পুত্র?

কর্ণ। নহি।

তাপস। রাজার আত্মীয়-পুত্র?

কর্ণ। নহি।

তাপস। তবে?

কর্ণ। ইহার অধিক প্রশ্ন ক'র না ব্রাহ্মণ!
হ'লেও সমর্থ, আমি দিব না উত্তর।
বলিবার—সমস্তই বলিয়াছি আমি।
প্রাণভয়ে করি নাই সত্যের গোপন।
অভিশাপ—সত্য যদি তোমার বিচারে,
প্রাপ্তিযোগ্য হই আমি—
অভিশাপ ভয়ে নহি ভীত।

তাপস। নাহি জানি কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন,
বিশ্বের বিধাতা, জীবন্ত চলন্ত এই
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হ'তে
ক'রেছে প্রেরণ। মনে লয়, এই বিশ্ব
মাঝে কোন শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরে
পরাজিত করিতে সমরে
গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিখিয়াছ তুমি।

মনে লয়, সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার—
রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ।
শুন, হে নিতান্ত ভাগ্যহীন,
নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম সর্ব্ব শিক্ষা আজ
তব করিল নিষ্ফল। মনে মনে যারে
তুমি রণাঙ্গনে প্রতিযোদ্ধা করিয়াছ
স্থির, কাল তব পূর্ণ হবে যবে
সেই মহাবীর সনে দ্বৈরথ সমরে
তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী।
সেই প্রমত্ততা বশে তুমি
আজি মোর হোম-ধেনু ক'রেছ বিনাশ,
সেই প্রমত্ততা, মৃত্যু-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
তোমারে ঘেরিবে সেই দিন।
কন্যার সদৃশ গাভী, নৃত্যশীলা,
আসিতে নিকটে তোমার নিষ্ঠুর বাণে
ছিন্নকণ্ঠ—প্রাণহীন যেই মত
মুক্ত আঁখি—পড়িল ভূতলে, রে নিষ্ঠুর!
তুমিও তেমনি—ছিন্নকণ্ঠ, মুক্ত-আঁখি—
নির্ম্মম মেদিনী-কোলে লইবে আশ্রয়।
আয় অস্তি, চলে আয়।
অভাগ্যের মুখ নিরীক্ষণে
নিজেরে ক'রনা ভাগ্যহীনা।

উভয়ের প্রস্থ

কর্ণ। তীব্র অভিশাপ!
অস্ত্রশিক্ষা পূর্ণ যেই দিনে

সেই দিনে লভিলাম মৃত্যু-আশীর্ব্বাদ !
ভাল—ভাল। নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম যদি,
যদ্যপি আমার নাশ অভিপ্রায় তার,
অভিমান করি কার 'পরে ?
কিন্তু মোহাচ্ছন্ন যদ্যপি ব্রাহ্মণ ?
গাভী-শোকে আত্মহারা—অভিশপ্ত ক'রে
থাকে মোরে ? বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাহি হবে !
মোহাচ্ছন্ন দ্বিজ তাতে নাহিক সংশয়।
প্রতিদ্বন্দ্বী মোর ধনঞ্জয়—
সমরে পাড়িতে তারে
এত ক্লেশে আয়ত্ত ক'রেছি ধনুর্ব্বেদ।
মূর্খ ব্রাহ্মণের এই শাপের প্রলাপে
সেই শিক্ষা হইবে নিষ্ফল ?
বলে কিনা—নারায়ণ নরদেহ-ধারী !
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর ! সর্ব্বগ,
অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন ক'রে আছে অনন্ত ভুবন,
বলে কিনা—
সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে।
মূর্খ—মুগ্ধ—ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ।

প্রস্থান

(নেপথ্যে) পরশুরাম। কর্ণ, কর্ণ !

কর্ণ ও পরশুরামের উভয় দিক দিয়া প্রবেশ

রাম। এই যে, এই যে, তুমি এসেছ, তোমার অন্বেষণে হারীতকে বহুপূর্ব্বে পাঠিয়েছি। বালকটাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি।

কর্ণ। কি জন্য, গুরুদেব, তাকে আমার অন্বেষণে পাঠিয়েছিলেন ?

রাম। শুধু তাকে ? অকৃতব্রণ পর্যান্ত তোমার অনুসরণে গিয়েছিল। সমস্ত দিন আমার উদ্বেগে কেটে গেছে !

কর্ণ। কেন গুরুদেব ?

রাম। কেন, এই স্থানে পদচারণ ক'রতে ক'রতে শোন। প্রকৃত শব্দজ্ঞান এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কারও হ'তে পারে না। কেন না, ব্রাহ্মণ নিত্য শব্দ-ব্রহ্মের উপাসক। ক্ষত্রিয় বাহুর অধিকারী—জ্যোতির্ব্রহ্ম তার উপাস্য। এইজন্য কোন ক্ষত্রিয় এই শব্দভেদী বাণ-শিক্ষায় সুফল লাভ করেনি। ত্রেতায় রাজা দশরথ এই বাণ-প্রয়োগ শিক্ষা ক'রেছিলেন। তার ফলে হস্তী মনে ক'রে তিনি একটি তাপস-কুমারকে হত্যা ক'রেছিলেন। হা বৎস, তাপস-কুমার। তার পিতা মাতা ছিলেন অন্ধ। বালক তাদের সেবার জন্য, কুম্ভ নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ঘোরারণ্য, তাতে রাত্রিকাল। বালকের ভাগ্যদোষে কোনও কারণে সেই কুম্ভে আঘাত লেগে গম্ভীর শব্দ হয়েছিল। সেই শব্দ হস্তীর ধ্বনি মনে ক'রে রাজার বাণপ্রয়োগ। ফলে সেই ননীর মত কোমল বালকের মৃত্যু। পুত্রশোকে অন্ধ মুনিদম্পতি অচিরে দেহত্যাগ ক'রলেন। তাদের অভিশাপে রাজা দশরথেরও পুত্রবিরহে শোচনীয় মৃত্যু। তা হ'লে বোঝ, বৎস, শব্দতত্ত্ব জানা না থাকলে, এ বাণ থেকে কত অনর্থ উৎপন্ন হ'তে পারে। একি কর্ণ, একথা শুনে তোমার মুখ মলিন হ'ল কেন ? তোমার ভয় কি ? তুমি ভার্গব। ই—মুখ প্রফুল্ল কর। প্রকৃত শব্দজ্ঞান এখনো লাভ করনি যদি মনে কর, এ বাণ প্রয়োগ ক'র না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বুঝে আমি গঙ্গানন্দকে এই অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে চেয়েছিলুম। ভীষ্ম শিক্ষা করেন নি। ব'লেছিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, বাহুর উপরই আমার সর্ব্বদা নির্ভর। ও শব্দতত্ত্ব সম্যকরূপে জানা আমাদের সাধ্য নয়। কি জানি কোন দিন শব্দ শুনে বাণ ছুড়তে গিয়ে বন্য জন্তুর পরিবর্ত্তে গো-বধ ক'রে

ফেলবো।” একি বৎস, তুমি এসব কথা শুনে বিচলিত হ'চ্ছ কেন? তোমার ভয় কি? তুমি ভার্গব।

কর্ণ। হারীতের ক্লেশের কথা শুনেই আমার মনে কষ্ট হ'চ্ছে। তার উপর আবার অকৃতব্রণকে ক্লেশ দিলেন কেন প্রভু?

রাম। শুধু তোমার জন্য বৎস, তোমার জন্য। মমতা বশে তোমাকে এই অতি গুহ্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি। দিয়েই কিন্তু মনে হঠাৎ একটা শঙ্কা জেগে উঠল! তুমি যে বালক! তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া তো হ'ল না! তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন হ'ল। আশ্রম থেকে বেরিয়ে দেখি, তুমি আশ্রমে নেই। তাই তোমার অন্বেষণে হারীতকে প্রেরণ করেছিলুম। ব'লেছিলুম, যে অবস্থায় তোমাকে পাবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে। কেন না, একথা ত তাকে ব'লতে পারিনি!

কর্ণ। হাঁ গুরুদেব, আমি আপনার অভয় চরণতলে ফিরে এসেছি।

রাম। বেশ ক'রেছ। তুমি রামের সগোত্র—ভার্গব। ধনুর্ব্বেদের সমস্ত জ্ঞান তোমাকে দিয়ে আমি ভাণ্ডার শেষ ক'রেছি। কর্ণ, সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী তুমি—ধরাতলে সূর্য্যের সচল প্রতিমূর্ত্তি! পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই শিক্ষা! ভার্গব! এ ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবে না, হ'তে পারে না।

কর্ণ। আমি কি এখন ইচ্ছা ক'রলে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি?

রাম। একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রতে হয় ভার্গব—এত কথা শোন্‌বার পর? (কর্ণ বার বার রামকে প্রণাম করিল) নাও, ব'স দেখি—এইখানে একটু ব'স। আমি আজ বড় ক্লান্ত হ'য়েছি। তোমার জানুতে মাথা দিয়ে একটু শয়ন করি।

কর্ণের উপবেশন ও তাহার জানুতে মস্তক রাখিয়া রামের শয়ন

রাম। জান না ভার্গব—কি উদ্বেগে গেছে মোর
দিন! চিরকাল বিচার-বিহীন আমি।
মনে পড়ে, পিতৃবধে ল'তে প্রতিশোধ
একাধিক বিংশ বার কি নির্ম্মম ভাবে
নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছি ধরণী।
কি নির্ম্মম ভাবে করিয়াছি—হে ভার্গব,
কত ক্ষুদ্র—দুগ্ধপোষ্য বালক সংহার।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে যত মত্ত-দৃষ্টি মাতা,
নিম্নদৃষ্টি স্তব্ধীভূত যতেক দেবতা।
মুহূর্ত্ত স্মরণে এখনো প্রচণ্ড তেজে
তীব্র প্রতিক্রিয়া তার ছুটে আসে এ মর্ম্মে
করিতে ভস্মরাশি। শুনিতেছ প্রিয়তম?

কর্ণ। শুনিতেছি গুরু!

রাম। এই ধরাতলে আসিয়াছিলাম আমি
দেবত্ব লইয়া। কর্ণ! শুনিতেছ?

কর্ণ। ব'লে যান প্রভু!

রাম। এই মন্দির ভিতরে (বক্ষে হস্ত দিয়া) বৈকুণ্ঠপতির
ছিল যষ্ঠ অধিষ্ঠান! বিচার অভাবে
সে দেবত্ব দিছি ডালি সুকোমল
রাঘব রামের পদতলে। বিষ্ণুলোক
পথ তার ফলে—চির জীবনের তরে
নিরুদ্ধ আমার! তারপর—কত ক্ষুদ্র
ভ্রম, অপার ক্রন্দনে—ভীষ্মসনে—রণ,
কত ক্ষুদ্র—সর্ব্বশেষে—ক্ষুদ্র (নিদ্রিত হইলেন)

কর্ণ। যাক, গুরু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কইলে হয় ত সত্য গোপন রাখ্‌তে পারতুম না। কোনও প্রকারে আজকের রাত্রিটা কাটাতে পার্‌লে হয়। প্রভাত হ'তে না হ'তে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে এ স্থান ত্যাগ। উঃ—উঃ! (মুখে বিষম যন্ত্রণা প্রকাশ) একি ভীষণ কীট! শত বৃশ্চিকের এক সঙ্গে দংশন! উঃ! হে ভাস্কর, ধৈর্য্য দাও—গুরুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য।

রাম। উঃ! (উত্থান ও গলদেশে হস্ত দিয়া রক্ত পরিদর্শন) একি?

কর্ণ। রক্ত।

রাম। কার রক্ত?

কর্ণ। আমার।

রাম। আঃ! আমি অশুচি হলুম। তোমার রক্ত আমার গলায় কি ক'রে এলো!—তুমি কি কর্ম্ম ক'রেছ? বলতে সঙ্কোচ কেন?

কর্ণ। আমার জানু থেকে বেরিয়েছে।

রাম। বুঝতে পারলুম না! ভয় ত্যাগ ক'রে শীঘ্র বল।

কর্ণ। আপনার যেমন নিদ্রা এসেছে, অমনি এক ভীষণ কীট কোথা থেকে কেমন ক'রে আমার জানুর নিচে এসে আমাকে দংশন ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। প্রভু, এরূপ যাতনা আমি জীবনে আর কখন পাইনি! মনে হ'তে লাগল, যেন শত সহস্র বৃশ্চিক এক সঙ্গে দংশন ক'রছে; কিন্তু পাছে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য আমি অচঞ্চল হ'য়ে সমস্ত যাতনা সহ্য ক'রেছি। সেই কীট আমার জানুর মাংস ভেদ ক'রে আপনার গলদেশ আক্রমণ ক'রেছে—ওই গুরু, সেই কীট।

রাম। এ যে বজ্রকীট! (পদতলে কীট দলন) এই ভীষণ কীটের দংশন তুমি নীরবে সহ্য ক'রেছ! যার দংষ্ট্রার স্পর্শ-মাত্র আমি পাগলের মত লাফিয়ে উঠেছি!—তুমি কে?

কর্ণ। আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য।

রাম। (সক্রোধে) তা নয়, তুমি কি ?

কর্ণ। প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারছি না যে প্রভু !

রাম। বুঝতে পারছ না মূর্খ ? তুমি ঐ কীট দংশনে যে কষ্ট সহ্য ক'রেছ, ব্রাহ্মণ কখনও সেরূপ দেহের কষ্ট সহ্য ক'রতে পারে না, ক্ষত্রিয়ের মত তোমার সহিষ্ণুতা দেখছি। এখনি তুমি আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। (কর্ণ নতজানু হইলেন) ও কি ক'রছ ? শীঘ্র আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। ব্রাহ্মণ তুমি কখন হ'তে পার না। কে তুমি ? ভূমি ত্যাগ ক'রে ওঠ—বল।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ ! আমি সূতপুত্র !

রাম। অকৃতজ্ঞ !

কর্ণ। প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হ'য়েছি। বেদ বিদ্যা-দাতা গুরু পিতার তুল্য। এই জন্য আপনার নিকটে আমি ভৃগুবংশ-জাত ব'লে পরিচয় দিয়েছি।

রাম। মিথ্যাবাদী !

কর্ণ। হে ভার্গব ! প্রসন্ন হ'য়ে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন, শাস্ত্র-মতে আমি মিথ্যা কইনি।

রাম। মিথ্যা—মিথ্যা—শাস্ত্রকে ক'রেছ প্রতারণা।
আরও মিথ্যা—হীন—প্রতারণা ! সত্যের এ
তুচ্ছ আবরণে অন্তরের মর্ম্ম কথা
করিয়া গোপন, সরল-বিশ্বাসী দেখে
মোরে মিথ্যাবাক্য হ'তে হীন—
এ বৃদ্ধে ক'রেছ প্রতারণা। রে অভাগা,
বুঝিতে নারিনু এ অপূর্ব্ব তোমার সৃজনে—
কি উদ্দেশ্য ছিল বিধাতার।

সহজাত কবচ-কুণ্ডল,
বিমল আদিত্য-জ্যোতি-মুখে,
নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ
দেহে ধ'রে জীবন প্রারম্ভ পথে—
সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন !

কর্ণ। রক্ষা কর হে গুরু ভার্গব,
করুণায় কর সিক্ত কঠোর নয়ন।

রাম। করুণা—করুণা ? এই দেখ হতভাগা,
ক্ষীণ কঠোরতা আবরণে কত অশ্রু
রেখেছি সঞ্চিত। সূতপুত্র ! সূতপুত্র
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা করুণা আমার ?
'সূত' যে তোমার হ'তে শ্রেষ্ঠ পরিচয় !
'চণ্ডাল' বলিয়া যদি—শিক্ষা আশে
দাঁড়াইতে সম্মুখে আমার,—মায়াবশে
বুঝি আমি সর্ব্বস্ব দিতাম ঢেলে
চণ্ডাল-নন্দনে। দাঁড়াও—প্রস্তুত হও।

কর্ণ। ক্ষমা নাই ? অভিশাপ দিতে হবে গুরু ?

রাম। তব কর্ম্ম দিতেছে তোমারে অভিশাপ।

কর্ণ। কর ক্ষমা, সূতপুত্র জন্ম সঙ্গে হীন—
তা হ'তে হীনতা গুরু দিয়োনা আমারে।

রাম। এখনো এখনো প্রতারণা ?
ওরে মিথ্যাবাদী ! বৃদ্ধ রাম দৃষ্টিহীন
নহে। সূতপুত্র কভু নহ তুমি।

কর্ণ। সূতপুত্র, সূতপুত্র আমি। সূতকন্যা রাধা

মোর মাতা, মহারাজ পাণ্ডুর সারথি—
সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথ জনক আমার।
স্বদেশে 'রাধেয়' নামে পরিচয় মম।

রাম। কোথা হে অকৃতব্রণ?

অকৃতব্রণের প্রবেশ

শীঘ্র আনো জলপূর্ণ কমণ্ডলু।

অকৃত। একি গুরু! রক্তাক্ত কি হেতু বস্ত্র তব?
একি—একি! রক্তচিহ্ন কেন কণ্ঠদেশে?

রাম। উত্তরের সময় নাই—অগ্রে আনো—
শীঘ্র আনো কমণ্ডলু।

অকৃতব্রণের প্রস্থান

কর্ণ। আর মিথ্যা বলি নাই।
হে ব্রহ্মজ্ঞ, হে ঋষি মহান্!
সত্য—সত্য—যথা ব্রহ্ম, সূতপুত্র আমি।

অকৃতব্রণের কমণ্ডলু হস্তে পুনঃ প্রবেশ

রাম। হস্তে অগ্রে দাও জল—শুচি হই আমি।

মস্তকে জল স্পর্শ করিয়া কমণ্ডলু গ্রহণ ও অকৃতব্রণকে প্রস্থানের ইঙ্গিত—তাহার প্রস্থান

সূতপুত্র তুমি?

কর্ণ। সত্য—সত্য—যেই মত তোমারে সম্মুখে
দেখি গুরু, এই মত—সত্য—সত্য।

রাম। ভাল, সত্যই—সত্যই যদি
সূতপুত্রের শোণিতে

অশুচি হইয়া থাকি আমি,
এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে।
নহে, দ্বিজ-পুত্র জ্ঞানে জগৎ কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে,
তোমারে ক'রেছি আমি অজেয় ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কট কালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।

প্রস্থান

কর্ণ। আশ্রমে আবদ্ধ রাখ তব অভিশাপ।
বিষাদে বিপুল হর্ষ—
সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনা—সভামণ্ডপ

একদিক দিয়া ভীষ্মাদি সহ ধৃতরাষ্ট্র, অন্যদিক দিয়া কর্ণাদি সহ দুর্যোধনের প্রবেশ। সকলে নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে দ্বারবান সঞ্জয়ের আগমনবার্তা জানাইল ও ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে সঞ্জয় প্রবেশ করিল

বৈতালিক

গীত

মণিময় আসনে মণিময় মন্দির মাঝে
রবি-কোটি মনোহর, কেও পুরন্দর মনোমদ স্বরূপে বিরাজে।
কমনীয় কণ্ঠে কত যে কান্তমণি
তারকার হারে হারে গাঁথা
মোহিত নয়নে, ধ্যান মগন মুনি
ছন্দে ছন্দে গাহে গাথা।
বিশ্ব পুলক লয়ে পড়িয়াছে দুই পায়ে—
উচ্ছলিত কোটি দ্বিজরাজে।
"অভীঃ" "অভীঃ" রবে গম্ভীর আরাবে
অনাহত দুন্দুভি বাজে।

সঞ্জয়। হে কৌরবগণ, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হ'তে প্রত্যাগত হয়েছি। সমস্ত পাণ্ডব সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রম অনুসারে প্রত্যাভি-

বাদন ক'রেছেন! তাঁরা বয়োবৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়স্যোচিত সম্ভাষণ ও যুবদিগকে প্রতিপূজা ক'রেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাদের যে সকল কথা ব'লতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি ব'লেছি।

ভীষ্ম। এইবার প্রশ্ন কর মহারাজ।

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন, তুমি প্রশ্ন কর।

দ্রোণ। আপনি প্রধান, আপনি এস্থানে বর্ত্তমান থাকতে অন্য কেহ সঞ্জয়কে প্রশ্ন ক'র্‌তে অধিকারী নয়।

ভীষ্ম। বিশেষতঃ রাজা যুধিষ্ঠির, যা কিছু বক্তব্য তার, তোমারই কাছে নিবেদন ক'রেছেন।

ধৃত। ধনঞ্জয় কি ব'লেছেন সঞ্জয়?

দুঃশা। ধনঞ্জয় কেন, সে অনেক বড় বড় কথা ব'লতে পারে।— পিতা, যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে—জিজ্ঞাসা করুন।

ধৃত। হে সঞ্জয়! অদীনসত্ত্ব যোদ্ধৃগণের নেতা, দুরাত্মাগণের সংহর্ত্তা মহাত্মা ধনঞ্জয় কি ব'লেছেন? আমি রাজগণ সমক্ষে তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি।

শকুনি। (অনুচ্চস্বরে) হ'য়েছে দুর্যোধন,—রাত্রিকালে বিদুরের আগমন—রাজার সঙ্গে কথোপকথন—আর অমনি রাজার মস্তিষ্ক আলোড়ন।

দুঃশা। ওই ভক্তবিটেল বিদুর রাজাকে অর্জ্জুন সম্বন্ধে হয় ত কোনও একটা গোলমেলে কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

শকুনি। আবার 'হয় ত' কেন দুঃশাসন, 'নিশ্চয়' বল!

সঞ্জয়। তারই কথা আগে ব'লব মহারাজ?

বিদুর। সর্ব্বাগ্রে তারই কথা শুনতে রাজার ইচ্ছা হ'য়েছে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মহারাজ, যুদ্ধার্থী নির্ভীক অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে কেশবের সম্মুখে আমাকে ব'লেছেন যে, দুর্ভাষী, দুরাত্মা, অতিমূঢ়, আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থী হ'য়েছে, আর যে সকল

রাজা পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার জন্য আনীত হ'য়েছে, তাদের ও কুরুগণের সমক্ষে দুর্য্যোধন আর তার অমাত্যগণকে ব'লবে, 'যদি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করে—'

দুর্য্যো। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—তাহলে দুর্য্যোধনের মস্তক—

শকুনি। খণ্ড-বিখণ্ড-চূর্ণ-বিচূর্ণ—ভূপতিত—আর শকুনি পক্ষ-সঞ্চালনে উর্দ্ধগত।

দুর্য্যো। সে দাম্ভিক বহুভাষী অর্জ্জুনের কথা আমাদের শোনবার প্রয়োজন নেই। যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে শুনিয়ে দাও।

সঞ্জয়। কি বলিব মহারাজ?

ধৃত। দুর্য্যোধন, বস বিজ্ঞ তোমার সম্মুখে—

দুর্য্যো। দেখেছি—জেনেছি মহারাজ!

ধৃত। বলহে সঞ্জয় তুমি,
কি ব'লেছে বীর ধনঞ্জয়।

সঞ্জয়। "অপহৃত রাজ্য যদি দুষ্ট
দুর্য্যোধন না করে অর্পণ—মহারাজে,
ভীষ্মে, দ্রোণে, কৃপে করিয়া প্রণাম, আমি
অবতীর্ণ হব রণস্থলে। যুদ্ধ যদি
চায় দুর্য্যোধন, বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই,
হ'লে যুদ্ধ, আপ্তকাম হইবে পাণ্ডব।
কিন্তু যুদ্ধ যেন নাহি চায় দুর্য্যোধন,
জ্ঞাতির সংহারে তার নাহি অভিলাষ।"

দুর্য্যো। (হাস্য) সখা, সখা কি বিরাট বিভীষিকা!

কর্ণ। স্থির হ'য়ে শুন সখা—এ নয় সময়
উত্তরের। সঞ্জয়ের এখনো বক্তব্য আছে।

ভীষ্ম। বক্তব্যের আর নাহি প্রয়োজন,

শুন দুর্য্যোধন, আমার রহস্য কথা—
ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্ম্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হ'ন তাঁরা অবতার।
আমি শুনিয়াছি বেদবিৎ নারদের মুখে—

কর্ণ। সেই এক পুরাতন কথা—
নর-নারায়ণ—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন।
সখা দুর্য্যোধন, এ সব প্রলাপবাক্য
শুনিতে আসিনি সভাস্থলে।

ভীষ্ম। মিথ্যা নহে—বুঝিয়া উত্তর দাও। ওই
হীনজাতি সূতপুত্র, সুবলনন্দন,
ক্ষুদ্রাশয় নীচ-আত্মা ওই তব ভাই
দুঃশাসন—হে বৎস, যদ্যপি চল তুমি
এ তিন সর্ব্বথা ত্যাজ্য উপদেষ্টা মতে—

কর্ণ। অন্যায় অযথা তিরস্কার—তব মুখে
শোভন না হয় পিতামহ! সত্য বটে
ক্ষাত্রধর্ম্ম ক'রেছি আশ্রয়, কিন্তু আমি
স্বধর্ম্ম করিনি পরিহার। সেই রঙ্গস্থলে,
যে প্রতিজ্ঞা ক'রে আমি দুর্য্যোধনে করিয়াছি
সখা সম্বোধন—বল রাজা, এই সব—
পরম হিতৈষী—এই সব সত্যধর্ম্মী সুবিজ্ঞ প্রবীণে,
আজিও পর্য্যন্ত ক'রেছি কি কোনদিন
মনেরও অক্ষর দিয়া অনিষ্ট তোমার?

দুর্য্যো। ক্ষুব্ধ হইয়ো না সখা, পিতামহ উনি।

কর্ণ। এরূপ অন্যায় কথা, আর যেন কভু,
তব মুখে শুনিতে না পাই পিতামহ।
নিশ্চিন্ত থাকহে সখা,—জেনো স্থির তুমি,
যুদ্ধে আমি বিনাশিব সমস্ত পাণ্ডবে।

দ্রোণ। মহারাজ, ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যা ব'লেছেন, তাই আপনি শুনুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না। গাঙ্গেয় যা বল্লেন, আমিও তা শুনেছি। অর্থলিপ্সু দের কথা শুনে কার্য্য ক'রবেন না। আমার জ্ঞানের দিক থেকে আমিও ব'লছি, ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনে নাই।

ভীষ্ম। পাণ্ডবগণকে সংহার ক'রব ব'লে কর্ণ সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা ক'রে থাকে, কিন্তু আমি ব'লছি পাণ্ডবগণের যে ক্ষমতা, কর্ণে তার ষোড়শ ভাগের একভাগও নাই।

কর্ণ। পাণ্ডবানুকূল জরাজীর্ণ গাঙ্গেয়ের মতে।

ভীষ্ম। তুমি নিশ্চয় জানবে মহারাজ, তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্ম্মতি উপস্থিত হবে, সেটা দুর্ম্মতি সূতপুত্র কর্ণের কর্ম্ম। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে সমস্ত দুষ্কর কর্ম্ম ক'রেছে, কর্ণ কি সেরূপ কোনও একটা কর্ম্ম ক'রেছে?

কর্ণ। প্রয়োজন হয়নি।

ভীষ্ম। প্রয়োজন হয়নি? ধনঞ্জয় যখন বিরাট নগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করেছিল, তখনও কি তার পুরুষোচিত কর্ম্মের প্রয়োজন হয়নি?

কর্ণ। নারীবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ, সেটা পিতামহও ক'রতে পরাঙ্মুখ।

ভীষ্ম। এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন ক'রছেন। মহারাজ! কর্ণকে একবার জিজ্ঞাসা কর, ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রদের হরণ ক'রেছিল, তখন উনি কোথায় ছিলেন?

কর্ণ। সেইস্থানেই।

ভীষ্ম। তবে? তখনও কি দুষ্কর কর্ম্ম ক'রবার প্রয়োজন হয়নি?

কর্ণ। হয়েছিল পিতামহ। ইচ্ছা হ'য়েছিল
নিমেষে গন্ধর্ব্বকুল করিতে নির্ম্মূল।

ভীষ্ম। কি হেতু দমিলে ইচ্ছা? বলো—বলো—বলো,
বলিতে সঙ্কোচ কেন রাধার নন্দন?

কর্ণ। সেই সঙ্গে হ'ত হত আর্ত্তনাদকারী
যত কৌরব রমণী। শব্দ—শব্দ—চারি
দিক হ'তে ছুটে এলো অসংখ্য শব্দের
রাশি। হাতে গন্ধর্ব্ব-বিলয়-মুখী বাণ—
সহসা উঠিল, উল্লাস ভেদিয়া নারী-
আর্ত্তনাদ। আবার—আবার—নারীহত্যা।
এ হ'তে অধিক কথা বলিতে কি হবে
পিতামহ?—

ভীষ্ম। (চিন্তিতভাবে বসিলেন)

ধৃত। হে সঞ্জয়, কি বলিল প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির?

কৃপ। রাজা,—রাজা—প্রশ্নে ক্ষান্ত দিন, আদেশ করুন
পুত্রে—পাণ্ডবে ন্যায্যাংশ দিতে দান।
প্রাজ্ঞ-সুসম্মত কার্য্য কর মহামতি।

ধৃত। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের কিরূপ আয়োজন ক'রেছেন সঞ্জয়?

সঞ্জয়। সভাস্থলে সকলের সম্মুখে এক কথায় বলি মহারাজ, তিনি যা উদ্যোগ করেছেন তাতে, যদি যুদ্ধ হয়, কৌরবকুলের বিনাশ অপরিহার্য্য। তিনি আপনাকে অনুরোধ ক'রেছেন, পুত্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত ক'র্‌তে। ব'লেছেন, দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হ'লেও একমাত্র ধর্ম্ম আমার সহায়। সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছি। আপনার পুত্রকে ব'লতে ব'লেছেন, হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরী প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হও।

ধৃত। সঞ্জয় সঞ্জয়, মন্দমতি পুত্র মোর—
শুনে না আমার কথা। বুঝি কুরুবংশ
ধ্বংস হয় একমাত্র তার অপরাধে!

কর্ণ। বৃথা তিরস্কৃত হ'তে সখা, কেন এলে?
অকারণ তিরস্কৃত দেখিতে আমারে,
মোরেই বা কি হেতু আনিলে? বৃথা তর্কে
কালক্ষেপ নীতিজ্ঞের হয় না উচিত।
বক্তব্য তোমার যদি থাকে, বল রাজা,
সাহস করিয়া বল সবার সম্মুখে!

দুর্য্যো। বৃথা ভয়ে ভীত হয়ে আমাকে কেন তিরস্কার করছেন পিতা?

ধৃত। আত্মীয় স্বজন নাশ—দুর্য্যোধন, বড় ভয়—বড় ভয়!

দুর্য্যো। আত্মীয় স্বজন নাশ কার? আমার নয়—ছন্নমতি হ'য়ে তারা যদি যুদ্ধ ক'রতে চায়, আত্মীয় স্বজন নাশ পাণ্ডবের।

ধৃত। হিতৈষিগণ তোমাকে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে ব'লছেন।

দুর্য্যো। যারা আমার ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবগণকে ফিরিয়ে দিতে বলে, পিতা, হিতৈষী নয় তারা—পাণ্ডবদের চাটুকার। দেবতারা পাণ্ডবগণের সহায়, এই কথা শুনে আপনার যে ভয় হ'য়েছে, সে ভয় আপনি পরিত্যাগ করুন।

তারা যদি দৈববলে হয় বলীয়ান—
আমিও সে দৈববলে বলীয়ান পিতা।
হুতাশন সহায় আমার। নিত্য তাঁরে
করি আমি গৃহে আমন্ত্রণ। কেহ নাহি
জানে। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পিতা,
ভস্মীভূত করিবারে শত্রুর বাহিনী
প্রশান্ত আছেন তিনি আমার ইচ্ছায়।

ইচ্ছা যদি করি, চক্ষুর নিমেষ মাত্রে
রসাতলে দিতে পারি সসাগরা ধরা।
সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে করিয়া আহ্বান
দর্শক সম্মুখে এখনি আনিতে পারি।
জলস্তম্ভ এরূপ বিরাট, মহারাজ,
মুহূর্ত্তে রচিতে পারি আমি, যার গর্ভে
প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হইতে পারে
পাণ্ডবের কতশত সপ্ত-অক্ষৌহিণী।

ধৃত। সঞ্জয়—সঞ্জয়, কি ব'লেছে ভীমসেন ?

দুর্যো। শুনিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।
আত্মশ্লাঘা করা নহে উদ্দেশ্য আমার।
হীন আত্মশ্লাঘা কখনো করিনি আমি
অর্জ্জুনের মত। আজ বলি মহারাজ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য—চাহি না সহায়
এই তিনে। তারা সুখে লউন বিশ্রাম।
এক কর্ণ—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সমান।
আমি, কর্ণ, ভাই দুঃশাসন—উপদেষ্টা
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মাতুল শকুনি—এই চারি
জনে মিলি', ভুবন করিতে পারি জয়।
এই চারি মিলি', নিশ্চয় নিশ্চয় পিতা,
সবন্ধু পাণ্ডবগণে করিব সংহার।
হে সঞ্জয়, ফিরে যাও বিরাট নগরে,
বলো' এস যুধিষ্ঠিরে, বিনা যুদ্ধে আমি
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

কর্ণ ও শকুনি সাধুবাদ করিলেন

ধৃত। বিচার—বিচার কর বৎস দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। বিচার বিতর্কে আমি করিয়াছি স্থির—
সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

কর্ণ। স্বগৃহে করুন অবস্থান হে রাজন
লয়ে সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বথামা, কৃপে।
সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে।
অর্জ্জুন-বধের ভার লইলাম আমি।

ভীষ্ম। ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ! ওরে হীন
সূতপুত্র, আত্মশ্লাঘা কর কা'র কাছে?
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুরাত্মা শকুনি,
আর ওই পুত্র মোহে আত্মহারা রাজা—
হ'তে পারে এরা মুগ্ধ তোমার প্রলাপ-
বাক্য শুনি। মুগ্ধ না হইবে ভীষ্ম, মুগ্ধ
নাহি হইবেন শস্ত্র-গুরু দ্রোণ। আমি
বুঝিয়াছি কি শক্তির তুমি অধিকারী।
তথাপি তোমারে বলি—বুঝেছি বলিয়া।
বলি শুন, এই মোর শেষ উপদেশ,
শুনিয়া—তোমার এই মোহান্ধ বান্ধব-
গণ সনে নিজাত্মাকে কর সুসংযত!
নিজের অকাল মৃত্যু করি আবাহন
অকালে কৌরব কুল নিক্ষেপ ক'র না
মৃত্যুমুখে। বাণ ও নরকহন্তা ওই
বাসুদেব পশ্চাতে যাহার, এ জগতে
কেহ নাই হেন শক্তিধর—পরাজিত
করে ধনঞ্জয়ে।

কর্ণ। শুন রাজা দুর্য্যোধন,
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি এই সভাস্থলে
করিলাম অস্ত্র পরিহার। যতদিন
জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন
কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়,
কেহ না দেখিবে দাঁড়াইতে রণাঙ্গনে।
যেই দিন সমরে পড়িবেন পিতামহ,
সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ।
সেইদিন হ'তে কর্ণের পৌরুষ রাজা,
দেখিবে জগৎ-বাসী। ক্ষুব্ধ হইয়ো না
সখা, আশঙ্কার কণা আনিয়ো না মনে।
সমরে, অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্প করিয়া
আজি হ'তে আমি ব্রতধারী। দেব, নর,
দ্বিজ, দ্বিজেতর—যে কেহ—যে কেহ প্রার্থী
আসিয়া আমার বাসে, যে বস্তু করিবে
ভিক্ষা, থাকিতে আমার দেয়, না করিব
নিরস্ত তাহারে।

প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া

পিতামহ! হীন জাতি
সূতপুত্র বলে' প্রতিদিন সভাস্থলে
হেয়জ্ঞানে আমারে করেন তিরস্কার।
শুনি, আমি মনে মনে হাসি। আমি জানি
আমি নহি হেয়, হীন। তিরস্কারে নিত্য
গর্ব্ব করি অনুভব, রাধেয় জানিয়া
আপনারে। তবে সত্য করুন শ্রবণ

সর্ব্ব সভাস্থ মণ্ডলী—
সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন,
সত্য যদি অধিরথ পিতা, বজ্রহস্তে
বাসব দাঁড়ান যদি পুত্রের পশ্চাতে,
সুদর্শন ক'রে আচ্ছাদন, বেদ যথা
সত্য, সেই মত সত্য—সত্য—এই সুতপুত্র-
কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই
তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ।

প্রস্থান

দুর্যো। এ কি করিলেন পিতামহ ?

ভীষ্ম। কোনো ভয় নাই
বৎস দুর্য্যোধন ! গাঙ্গেয় জীবিত আছে,
সে তোমার উপাচার ক'রেছে গ্রহণ।
জীবিত থাকিতে ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত—
কখন পাণ্ডব জয়ী হবে না সংগ্রামে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

যুধি। হে মাধব, দূত-মুখে এসেছে উত্তর,—
সঞ্জয় শুনায়ে গেল মোরে, বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিবে না কৌরব।

কৃষ্ণ। আমিও সঞ্জয় মুখে শুনেছি রাজন।

যুধি। চাহিলাম প্রাপ্য অধিকার, অন্ধ রাজা
পুত্রমোহে প্রাপ্য রাজ্য দিল না আমারে!
শান্তি-অভিলাষে চাহিলাম পঞ্চগ্রাম—
ভিক্ষুকের মত, ক্ষুদ্র পঞ্চ জনাবাস,
আসিল উত্তর, প্রিয়তম, বিনাযুদ্ধে
সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি পাবে না পাণ্ডব।

কৃষ্ণ। মহারাজ! এ কথাও শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ? এই মহাভয় হ'তে
পরিত্রাণ করিতে আমারে, একমাত্র তুমি।

কৃষ্ণ। ভয়? আপনার? নাম
যুধিষ্ঠির। শত যুদ্ধে, সহস্র বিপদে
সুমেরু অচলমত স্থিরত্ব যাহার,
আজ তার কারে ভয়, ধর্ম্মরাজ?

যুধি। ভয়, ভয়,
মহাভয়—মুহূর্ত্তচিন্তায়, হে কেশব,
এ হৃদয় মুহুর্মুহুঃ হ'তেছে কম্পিত।
ক্ষাত্রধর্ম্ম—নষ্ট রাজ্য করিতে উদ্ধার
পলে পলে আমারে করিছে উত্তেজিত।
কিন্তু প্রাণাধিক, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে চোখে—
যেমনি মানসে ভীম-যুদ্ধ করিহে কল্পনা,—
ফুটে ওঠে ভীম-দৃশ্য লয়ে—নিয়তির
ঘনতম অন্তরাল হ'তে, ছিন্ন, ভিন্ন,
বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে, বিনষ্ট কৌরবকুল।
স্মরণে শিহরে অঙ্গ। তাহার ভিতরে
কত যে বালক—নির্ম্মল, কোমল, শুভ্র,

কুন্দ-পুষ্পমত, জাগরিত বিকশিত
প্রাতে—মুদিত সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুর নিয়তি
গলে যেন রক্ত-রাগ করবীর মালা।
অন্যদিকে কৌরব আত্মীয়—পাণ্ডবের
গুরুজন—চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মোর তাঁরা!
আছেন মহান্ পিতামহ!

কৃষ্ণ। জানি আমি মহারাজ!

অর্জ্জুন। আছেন আচার্য্য—

কৃষ্ণ। জানি আমি। সখা! জানি আমি তোমার
নিষ্ঠুর বাণে সকলে লুটাবে ধরাতলে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কৌরব সভায় আমি যাব মহারাজ!

যুধি। তুমি যাবে!

কৃষ্ণ। অনন্য উপায়—
সর্ব্বশেষে কর্ত্তব্য বিধান, যদি পারি,—
একবার যেতে হবে মোরে হস্তিনায়
দূতরূপে। আপনার স্বার্থ অব্যাঘাতে
যদ্যপি করিতে পারি শান্তির স্থাপন,
একবার প্রয়াস করিব আমি।

যুধি। দুর্য্যোধন হিতকথা তুলিবে কি কানে?

কৃষ্ণ। না তুলুক, তথাপি যাইব মহারাজ!

যুধি। যদ্যপি অনিষ্ট করে?

কৃষ্ণ। প্রচেষ্টা করিতে পারে। পাপাভিনিবেশ
তার সবিশেষ জ্ঞাত আছি আমি।
তথাপি সঙ্কল্প মোর স্থির।

যুধি। তবে যাও ইচ্ছাময় ; কিন্তু অভিপ্রেত
নহে মোর। ছন্নমতি দুর্য্যোধন—আর
ঘেরিয়া তাহারে চারিধারে ছন্নমতি
যতেক পার্ষদ—

ভীম। আছে ঘৃণ্য দুঃশাসন—
অতি ঘৃণ্য কূটবুদ্ধি মাতুল শকুনি—

অর্জ্জুন। সবার উপর ঘৃণ্য দুষ্ট-বুদ্ধি দাতা।
আত্মশ্লাঘাকারী সেই রাধার নন্দন।

ভীম। কমললোচন! তুমি যে লোচন ভাই,
পাণ্ডবের!

দ্রৌপদী। (নতমস্তকে) বিশেষতঃ দ্রৌপদীর;
সভাস্থলে একবস্ত্রা—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
বাহ্লীক, সৌগত্ত—কত রাজা! আরো দুঃখ—
পঞ্চ-ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে
মুক্তকেশে ধরা—মুক্তচোখে সারা বিশ্ব
অন্ধতায় ভরা—বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।

যুধি। যদি ইচ্ছা জাগিয়াছে যাওহে মাধব।
কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানে পুনঃ
কর আগমন। তোমার প্রসাদে ভাই,
কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে
একত্র মিলিয়া পরানন্দে কাল যেন
করেহে যাপন। আমাদের ভ্রাতা তুমি,
অর্জ্জুন তোমার প্রিয় সখা। কি বলিব?
মঙ্গল নিদান! আশীর্ব্বাদ—সুমঙ্গল
হউক তোমার।

কৃষ্ণ। বলিয়াছি ধর্ম্মরাজ,
আপনার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বার্থ, শান্তি-
প্রতিষ্ঠার, যথাসাধ্য করিব প্রয়াস।
যদিও বিশ্বাস মোর সফল হ'ব না দৌত্যে—
কিছুতেই কৌরব না হইবে সম্মত,
তথাপি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে রাজন্!
জগতের চোখে—হবেন অনিন্দনীয়
মহারাজ যুধিষ্ঠির।—দাদা বৃকোদর?

ভীম। ধর্ম্মরাজ-ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম!

কৃষ্ণ। এই মত আপনার?

ভীম। কভু হই নাই,
হইসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-মতের বিরোধী।
কর কৃষ্ণ, কর ভাই শান্তির স্থাপন
সভায় যুদ্ধের কথা তুলি' করিয়ো না।
যেন সন্ত্রস্ত কৌরবে। কটূক্তি ক'র না
দুর্য্যোধনে। সাধুবাদে তুষ্ট ক'র তারে।
সাতিশয় কোপন স্বভাব, শ্রেয়োদ্বেষ
পাপ-পরায়ণ, ক্রূরকর্ম্মা, হীনমতি,
নীচ, শঠ, নিষ্ঠুর, কতৃত্ব-অভিমানী—
জীবন করিবে ত্যাগ তথাপি কাহারো
কাছে হইবে না নত। সাধুবাদে শান্ত
রূপে সন্তুষ্ট করিয়ো তারে। এই মত
আমার কেশব। শুধুই আমার নয়,
এই মত—পরম দয়াল অর্জ্জুনের।

কৃষ্ণ। দাদা বৃকোদর, একথা তোমার মুখে!

ক্রূরকর্ম্মা কুরুগণ সংহার মানসে,
সর্ব্বদা যাহার মুখে প্রশংসা যুদ্ধের
আপনি কি সেই বৃকোদর ?
ভীম প্রতিজ্ঞার কথা—পাছে স্বপ্নে হয়
বিস্মরণ—এই আশঙ্কায় ন্যুব্জদেহে
করিয়া শয়ন, জাগিয়া আছেন যিনি
ত্রয়োদশ বৎসর রজনী—আপনি কি
সেই ভীমসেন—ভীমব্রতধারী !
অপ্রশান্ত, সতত দারুণ—নিত্য যার
মুখ হ'তে অবিশ্রান্ত হয় বিনির্গত
সধূম অনলমত ক্রোধের ফুৎকার,
ক্রোধোচ্ছ্বাসে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় !
উন্মত্ত ছুটিতে পথে যার পদাঘাতে
নিম্মূল হইয়া বৃক্ষ পড়ে ভূমিতলে,
সেই কি আপনি বিশ্বনাশ শক্তিধর
দ্বিতীয় মারুতি ?

ভীম। (দ্রুতবেগে কিয়ৎক্ষণ গমনাগমন করিয়া উন্মত্তের মত বক্ষরক্ত পান ও উরুভঙ্গের অভিনয় করিলেন। পরে ফিরিয়া বলিলেন—)
তথাপি—তথাপি—কৃষ্ণ,
কর তুমি ধর্ম্মরাজ-আদেশ পালন।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞাতা, মহাত্মা পাণ্ডব-
শ্রেষ্ঠ রাজা করিলেন যে আজ্ঞা তোমারে,
কৌরব সভায় গিয়া, প্রতি বাক্যে, কার্য্যে
সে আদেশ পালন করিয়ো তুমি সখা।

কৃষ্ণ। বাক্যে, কার্য্যে, সন্ধির স্থাপনে

করিব প্রয়াস যথাসাধ্য—যথাশক্তি।
কিন্তু বিশ্বাস আমার সখা—

অর্জ্জুন। কৃতকার্য্য হইবে না তুমি! তোমার মধুর সখ্যে—
আমিও তা জানি বাসুদেব! জানি—জানি,
তথাপি—তথাপি—সখা—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—কৌরবের তথা পাণ্ডবের
সমান আত্মীয় তুমি—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—প্রথমে দেখাবে তুমি মৈত্র।

কৃষ্ণ। অবশ্য দেখাব মহাত্মন্।

অর্জ্জুন। কিন্তু মৈত্রে যদি কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়,—

কৃষ্ণ। বল সখা?

অর্জ্জুন। তখন শুনাবে মোর পণ।
শুনাইবে প্রতি দুরাত্মায়, শুনাইবে
সভাগত প্রতি মহাত্মায়, কপিধ্বজ-
সারথি-সহায় প্রচণ্ড গাণ্ডীব-ধন্বা
তৃতীয় পাণ্ডব এক প্রাণী রাখিবে না
কৌরবের বংশে দিতে বাতি।

কৃষ্ণ। তাই বল, হে গাণ্ডীবী, আগে হ'তে তুমি
যারে বধ্য ব'লে করিয়াছ জ্ঞান,
জানিও নিশ্চয় অগ্রেই সে হতভাগ্য
হয়েছে নিহত। প্রিয় ভ্রাতঃ চতুর্থ পাণ্ডব!
আছে কিহে তোমার বক্তব্য কিছু?

নকুল। বক্তব্য অনেক
ছিল, জনার্দ্দন, শুনাইতে আপনারে
প্রকাশ্যে—গোপনে। সন্ধি ইচ্ছা কিছুমাত্র

ছিল না আমার। তবে—জ্যেষ্ঠ ইষ্টসম,
বদান্য, ধর্ম্মের মূর্ত্তি সন্ধির প্রয়াসী।
বক্তব্য আমার আর্য্য, যেরূপে সম্ভব
সর্ব্ববিধ কুশল চেষ্টায়, হিতবাক্যে
করিবেন দুর্য্যোধনে সন্ধিতে সম্মত।

কৃষ্ণ। সাধ্যের সামান্য ত্রুটি করিব না ভ্রাতঃ।
হে তাত সাত্যকি, সত্বর প্রস্তুত হও,
প্রভাতে যাইব আমি হস্তিনা নগরে।

সহ। হে পাণ্ডব-সখা, শুনিতে কি ইচ্ছা নাই
আমার কি মত ?

কৃষ্ণ। বল প্রিয় শুনি আমি—
জীবন-মরণ প্রশ্ন, সম-অধিকার
সকলেরি মত দানে। শুনুন সকলে—
বল তুমি। হৈড়িম্বপুত্র সখা মোর—দাও
ভাই, শুনাইয়া তারে বক্তব্য তোমার।

সহ। যেন, কোনমতে সন্ধি নাহি হয়! ভিক্ষা,
এইটি আমার একমাত্র—পাদমূলে তব জনার্দ্দন!
যদ্যপি কেশব, আপনার কাছে তারা
স্বেচ্ছায় করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব—
তথাপি, তথাপি যুদ্ধ—যুদ্ধ। হে অরাতি-
নিপাতন কৃষ্ণ! কৃষ্ণার সে অপমান
রাখিতে পারেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম আবরণে,
পারেন ভুলিতে মহামতি ভীমার্জ্জুন,
আমি ভুলিব না। আর চরণে মিনতি,
তুমি যেন ভুলিয়ো না—তুমি ভুলিয়ো না।

দুঃশ্রাব্য, নিষ্ঠুর বাক্যে—যে কোন উপায়ে
উত্তেজিত করি' সেই নীচাত্মা কৌরবে
যুদ্ধের সংবাদ লয়ে এস কৃষ্ণ ফিরে।

সাত্যকি। হে পুরুষোত্তম, যা বলিলা সহদেব,
করজোড়ে আমিও তোমারে তাই বলি।
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত যতদিন প্রভু,
বৃকোদর-শ্রীঅধর না করে রঞ্জিত,
যতদিন সেই পাপমতি দুর্য্যোধন
উরুভঙ্গে ভূতলে না হয় বিলুণ্ঠিত,
আমারো না হবে শান্তি—নিদ্রা নাহি হবে,
এ জীবন রবে প্রভু মরণে জড়িত!

দ্রৌপদী। করিতে সন্ধির ভিক্ষা, হস্তিনা নগরে
এখনি কি যাইবে গোবিন্দ?

কৃষ্ণ। রজনী-প্রভাতে সখী!—

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজে শত নমস্কার। শান্তিপ্রিয়
যুদ্ধ ভীত দ্বিতীয় পাণ্ডব, তাঁহারেও
করি নমস্কার। তৃতীয় তোমার সখা—
নমস্কার তিরস্কার সমান তাঁহার।
চতুর্থ বালক—অগ্রজে ভক্তির বশে—
মর্ম্ম ছিঁড়ে সন্ধির সম্মতি মুখ হ'তে
ক'রেছে বাহির। সহদেব যদি সখা
না কহিত কথা, যদি, বিবেক-প্রেরণে
মহাত্মা সাত্যকি তার বাক্য না করিত
সমর্থন, ভূমি-লগ্ন মস্তক আমার
হে গোবিন্দ, ভূমি হ'তে আর না উঠিত।

কৃষ্ণ। ধর্ম্ম-রাজ-বাক্য সখী, কর প্রণিধান।
অনুরোধ, হ'য়োনা ব্যাকুল।

দ্রৌপদী। ব্যাকুল আমারে তুমি কোথায় দেখিলে
হে মাধব? দ্রুপদনন্দিনী আমি, দীপ্ত—
বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী,
বাসুদেব প্রিয়সখী, পাণ্ডুরাজ-স্নুষা,
ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী—
সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি ল'য়ে,
ত্রয়োদশবর্ষ ধ'রে এই পৃষ্ঠদেশে
সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি—
প্রতিপলে—অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ
মৃত্যুর নিশ্বাসে। ব্যাকুলা দেখিলে তুমি
মোরে? কখন কোথায় জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা, কেঁদোনা সখি!

দ্রৌপদী। এই ত শুনিনু কর্ণে,
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত-পান-পণকারী
ভীমসেন মুখ হ'তে শান্তির বচন!
এইত শুনিনু হে দয়াল, তব সখা,
পরম দয়াল, কি কোমল স্বর ল'য়ে
গাহিল শান্তির গান!—কি বিচিত্র—তবু
বল সখা, চঞ্চল কি দেখিলে আমারে?
কুরুসভাস্থলে ভূবিজয়ক্ষম পঞ্চ
স্বামীর সম্মুখে, একবস্ত্রা—আর, থাক্—
আর বলিব না—যে কর করিল এই

কেশ আকর্ষণ, সেই করে কর দিয়ে
প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে
বাঁধিতে কি চ'লেছ কেশব? দুর্য্যোধন-
পার্শ্বে বসে' শান্তি-স্নিগ্ধ করের পরশে,
সে বিজয়ী নৃপতির, সদস্ত চাহিতে
উরু-সেবা করিবে কি বীর বৃকোদর?
বলহে গোবিন্দ—বল—রাত্রি সুগভীর,
শুনে নিশ্চিন্ত ঘুমাই আমি।

কৃষ্ণ। অনুরোধ করজোড়ে—কেঁদোনা কেঁদোনা
তুমি—ওগো প্রিয়তমা-প্রিয়া!
এনোনা আমারো চোখে জল।

দ্রৌপদী। কাঁদিতে কি জান হৃষীকেশ?
না—না—হে সখে গোবিন্দ, কি ভ্রম আমার!
যে অশ্রু হে কমললোচন,—প্রবাহিয়া
ধারায় ধারায়, ধরিয়া বসন মূর্ত্তি
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার—
সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়,
কে ভুলাল আজি মোরে?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা কেঁদোনা,
কৃষ্ণে, এনো না কৃষ্ণের চোখে জল।

অর্জ্জুন। নারীর লোচন-জলে হইয়ো না মুগ্ধ
বাসুদেব! কৌরবের তথা পাণ্ডবের
প্রধান আত্মীয় তুমি, কৌরবের মধ্যে
আছে বহু নরনারী, যাহারা তোমারে
জীবন-সর্ব্বস্ব করে জ্ঞান। ধর্ম্মরাজ-

আজ্ঞা তুমি যথাসাধ্য করিবে পালন।
ধর্ম্মার্থ মাঙ্গল্য বাক্য যদি না সে শুনে,
তাই হবে,—অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে।

দ্রৌপদী। এই বটে—এই বটে—পাণ্ডবের এই
বটে অভিমান-তীব্রতার পরিণাম।
"তাই হবে অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে"
কি মিষ্ট আশ্বাসবাণী শুনালে কৃষ্ণারে
তব, কৃষ্ণ সখা ধনঞ্জয়! যাও, যাও
সবে নিশ্চিন্তে ঘুমাও—নিশ্চিন্ত নিদ্রার
ওই মধুর বিশ্বাসে করিয়া ভ্রান্তির
উপাদান। আর তুমি? তোমাকে ধিক্কার
দিতে সাহস না হয় বৃকোদর! সত্য
দেখিয়াছি আমি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী
অনিদ্রা তোমার—দেখিয়া কেঁদেছি। যাও,
পার যদি—পার যদি—তুমিও ঘুমাও—
বৃকোদর, ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী সেই
অনিদ্রার অন্তরালে কর প্রতিকার।
কি করিব? এই সব কথা শুনে, এই
সমস্ত আশ্বাসবাণী সম্বল করিয়া
হতাশ নিশ্বাসে বক্ষ বিচূর্ণ করিব?
কেন—কেন? অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর?
ঘুমালি কি অভিমন্যু? ওরে অগ্র; ওরে

আয়, ওরে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমার! তোর
পঞ্চ অনুচর সনে তুইও কিরে আজি
অজ্ঞ আত্মহারা মত পড়িয়া শয্যায়?
আয়—উঠে আয়—তোদের সকলে সঙ্গে
ল'য়ে কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।

সদ্য নিদ্রোত্থিত অভিমন্যুর প্রবেশ ও দ্রৌপদীসহ প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—বিশ্রাম কক্ষ

বৃষকেতু

গীত

একেলা মন্দিরে বসে
কথা কয় সে হেসে হেসে
অনুরাগে আসে ঘর বাহিরে।
শুনে আমি ছুটে যাই,
দেখা যেন পাই পাই,
আমি যে তাহার দেখা চাহিরে।
তাহার কানের কাছে
আমার কি কথা গেছে?
কেন সে লুকিয়ে আছে?
আমি ত একেলা আছি আর কেহ নাহিরে।
আমি যে তাহারি সুরে গাহিরে॥

বৃষ। হে গোবিন্দ, চারিদিকে লোকমুখে শুনি!
তুমি নাকি আসিতেছ হস্তিনা নগরে,

বড় ইচ্ছা দেখিব তোমারে। হে গোবিন্দ,
কেমনে দেখিব!

কর্ণের প্রবেশ ও বৃষকেতুকে প্রস্থানের ইঙ্গিত, বৃষকেতুর প্রস্থান

কর্ণ। অন্তর্যামী বিভু নারায়ণ! বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়,— এই
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা, এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান
তুমি। এই যে আমার দেহ-আবরণ—
এই বর্ম—সহজাত, দেবের ও অচ্ছেদ্য—
এ ত পারিবে না—কোন মতে পারিবে না,
এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা!
এই সত্য আবিষ্কারে করেছি সঙ্কল্প
দান পণ। এই সত্য আবিষ্কারে, আমি
জীবন-মরণ যুদ্ধ করিতে চলেছি
এক মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়।
হে স্বরাট্, যদ্যপি বিরাট সত্য তুমি,
নিশ্চয় একথা জান— নরের অবধ্য
হ'য়ে এসেছি ধরায়। শুধু নর? শ্রেষ্ঠ
ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ রামের সে কথা যদ্যপি
সত্য হয়, হে মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ
তোমারও অবধ্য আমি। সেই আমি
কবচ কুণ্ডলধারী রাধার নন্দন
যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে—যদি—যদি

মরি, তবে, সেই মৃত্যু-মুখে বাসুদেব,
তোমারে বলিব নারায়ণ।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

আজি, বহুদিন—বহুদিন পরে প্রিয়তমে!

পদ্মা। বহুদিন পরে—কি প্রাণেশ
বহুদিন পরে তোমাতে আমাতে দেখা?
বা! বা! কহিতে কহিতে নিরুত্তর? শূন্য
দৃষ্টি আকাশে নিভর—এত অন্যমনা?
কারণ কি শুনিতে অযোগ্যা আমি?

কর্ণ। এক মাত্র যোগ্যা তুমি—তোমারে বলিব পদ্মা।
যেদিন প্রথম এই শ্রীকর গ্রহণে
তোমারে ক'রেছি আমি জীবন-সঙ্গিনী,
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু—

পদ্মা। নাথ! জানি আমি
সে প্রতিজ্ঞা। তাই কি বলিতে চাও তুমি?
কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কখন তোমারে,
গুহ্যকথা শুনিবারে করিনি পীড়ন!

কর্ণ। সেই হেতু বলিব তোমারে।

পদ্মা। কত কথা
জানিতে আমার জেগেছিল কতদিন
কৌতূহল, প্রশ্নে—পাছে হে বিপন্ন হও
তুমি, সে সমস্ত ক'রেছি দমন।

কর্ণ। সেই হেতু বলিতে তোমারে
প্রস্তুত হ'য়েছি পদ্মাবতী!

পদ্মা। তীব্র ইচ্ছা হ'য়েছিল জানিতে রাজন্,
জগতে অতুল শক্তিধর, এই মোর
হৃদয়-ঈশ্বর বর্ত্তমানে, স্বয়ম্বর-
সভামধ্যে বিস্মিত নিশ্চল-নেত্র শত
শত রাজন্য সম্মুখে, লক্ষ্যবিদ্ধ করি'
কেমনে লভিল, প্রভু, সে অপূর্ব্ব নারী
পাঞ্চালীরে দীন দ্বিজবেশী ধনঞ্জয়!

কর্ণ। প্রথোত্তম দেখিয়া রাজন্যগণে পদ্মা,
সত্বর তুলিয়া শরাসন—যেই আমি
তাহাতে ক'রেছি জ্যারোপণ, কে অমনি
যেন কোথা হ'তে অন্তস্থ দুঃখের স্বরে
উঠিল বলিয়া, "হায়, দেবভোগ্যা নারী
পাঞ্চালী পড়িল আজি সূতপুত্র করে।"
চমকিত হইলাম সে স্বর শ্রবণে,
ঠিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির—মর্ম্ম হ'তে
আক্ষেপ করিল পদ্মাবতী। তাই শুনি,
অমনি পাঞ্চালী, সভামধ্যে উচ্চকণ্ঠে
উঠিল বলিয়া, রাজগণে শুনাইয়া,
"সূতপুত্রে কভু না বরিব আমি।"

পদ্মা। আর প্রশ্ন করিব না রাজা।—তবে—তবে কুরু—

কর্ণ। সভামধ্যে? বল বল—কৌরব-সভায়?
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, সবারি সম্মুখে
হইল যেদিন মহীয়সী দ্রৌপদীর
প্রচণ্ড লাঞ্ছনা? বল—কি হেতু সঙ্কোচ—বল—বল।

পদ্মা। মহীয়সী রমণী দ্রৌপদী—

নারীত্বের আদর্শ—গৌরব। কিন্তু নাথ,
মহীয়সী নাইবা হইল নারী! নারী
মাতৃত্বের মূর্ত্তি—দেবতা উদ্ভব নারী
হ'তে। সূর্য্য-ইন্দ্র-মাতা কশ্যপ-গৃহিণী
অদিতিও নারী।

কর্ণ। জানি আমি প্রিয়তমে!
আমি জানি মহারাজা, ঈশ্বরী-প্রেরিত,
"জগতে সমস্ত নারী আমি।" জানি আমি,
সমগ্র জগৎ-বাসী কভু করিবে না
আমার সে কার্য্য সমর্থন,—করিবে না,
করিতে পারে না। তথাপি তোমারে বলি,
দ্যূত-পণে মত্ততায় সহধর্ম্মিণীরে
দাসীত্বে নিক্ষেপ করি, সে অশুভ দিনে
সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী রাজা যুধিষ্ঠির

পদ্মা। আর প্রশ্ন করিব না রাজা!

কর্ণ। শুন রাণি,
যা কিছু আমার কথা বলিবার আছে,
বলিব তোমায় আমি সময় অন্তরে।
আজ শুন, বহুদিন পরে—এক কথা
বহুদিন পরে কহিব তোমারে, এক
অত্যন্ত নিগূঢ় মোর অন্তরের কথা।
যেদিন দ্বৈরথ যুদ্ধে নিধন করিব
আমি তৃতীয় পাণ্ডবে, সেদিন জানিব
পদ্মাবতী! শস্ত্র-শিক্ষা সফল আমার।

পদ্মা। শান্ত, শিষ্ট, ধর্ম্মনিষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব—

কি হেতু জন্মিল প্রভু, এমন বিদ্বেষ
তার 'পরে ?

কর্ণ। বিদ্বেষ কিছুই নাই—পদ্মা,
শ্রদ্ধা করি ধনঞ্জয়ে অন্তরে অন্তরে,
শ্রদ্ধা করি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হ'তে,
দেখিলে সম্প্রীতি জাগে, ইচ্ছা জাগে
বাঁধিতে বাহুর বন্ধনে—তথাপি তথাপি হয়
মরিবে গাণ্ডীবী, নয় আমি—একজন।
যদিও শেষের কথা নিত্য উঠে মনে,
তথাপি দেবত্ব-ত্রাস ভীষণ সমরে
করিব অর্জ্জুন সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা।
জন্ম সঙ্গে যে সম্পদ লয়ে—প্রিয়তমে,
এসেছি ভুবনে আমি—সে সব সম্পদে
একমাত্র অধিকারী নারায়ণ। কভু
মানবের বধ্য আমি নহি প্রিয়তমে।
বধ্য দেবতার? এ কবচ, এ কুণ্ডল—না না।
বেদ যদি সত্য হয়, ব্রহ্মর্ষি ভার্গব যদি
ন'ন মিথ্যাবাদী—

পদ্মা। দেবেরও অবধ্য তুমি!

কর্ণ। দেবের অবধ্য আমি। জ্বলন্ত সঙ্কল্প
সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত,
যুঝিতে দ্বৈরথ যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে।
এ হ'তে অধিক ভাগ্য চাহিনাকো আমি।
চাহিনাকো কর্তৃত্ব বিশ্বের। বহুদিন
পরে আজি সেই শুভদিন সমাগত।

পদ্মা। হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ ?

কর্ণ। হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ।

সত্য যদি সঙ্কল্প আমার—সত্য,
দেবতাও এ যুদ্ধ নারিবে নিবারিতে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে বিরাটনগরে
হইয়াছে পাণ্ডব প্রকট। পাঠায়েছে
ধর্ম্মরাজ দূত হস্তিনায়, অন্ধরাজা
চাহি' অধিকার।
জীবিত থাকিতে আমি, সূচাগ্র প্রমাণ
ভূমি, দিতে নাহি দিব দুর্য্যোধনে। ফল—
যুদ্ধ—দেবতা-দানব-ত্রাস রণ। এক
দিকে একাদশ অক্ষৌহিণী—সপ্তমাত্র
অন্যদিকে। একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—
অসংখ্য অসংখ্য মহারথ—

পদ্মা। অন্যদিকে একা ধনঞ্জয় ?

কর্ণ। ভয় পেলে পদ্মাবতী ?

পদ্মা। না প্রভু, সমস্ত বিশ্ব—সমস্ত মানব
যে যুদ্ধের ফল প্রতীক্ষায়, মুক্ত-চক্ষে
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে
যুদ্ধ পরিণাম, কর্ণ-পত্নী পাবে ভয় ?
তবে প্রভু, অনুমতি দাও যদি, বলি।

কর্ণ। বল, কিন্তু কি বলিবে জানি প্রিয়তমে !

পদ্মা। কৌরব মরেছে বহুদিন।

কর্ণ। জানি—জানি। যেদিন কৌরব সভামাঝে
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্ছনা।

পদ্মা। সেদিন ম'রেছে ভীষ্ম, সেদিন ম'রেছে দ্রোণ।

কর্ণ। জানি—জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি।

পদ্মা। জানিয়া করিবে রণ ?

কর্ণ। বড় প্রলোভন। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়।

পদ্মা। শুধু ধনঞ্জয় ? পশ্চাতে তাহার—

কর্ণ। বল, বল—বাসুদেব ?

পদ্মা। দুষ্ট-ধ্বংসকারী জনার্দ্দন।

কর্ণ। জনার্দ্দন আমারো পশ্চাতে প্রিয়তমে !

পদ্মা। বিভুরূপে থাকিতে পারেন তিনি।
এযে নররূপে প্রিয়তম !

কর্ণ। নররূপে বিভু নারায়ণ ! বাসুদেব নারায়ণ ?

পদ্মা। নারায়ণ।

কর্ণ। এই অতি অশ্রদ্ধেয় বাণী
কে তোমা শুনাল পাগলিনী ?

পদ্মা। ব'লেছেন ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস,
ব'লেছেন চির সত্যবাদী পিতামহ,
ব'লেছেন সর্ব্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়।

কর্ণ। ভাল, নারায়ণ অন্তর্যামী। বাসুদেব
যদি নারায়ণ—বাসুদেব অন্তর্যামী।
কর্ণের অন্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।
দ্বিগুণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে
পদ্মাবতী, বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ে
জীবন মরণ যুদ্ধে করিব আহ্বান !
লইব বিদায়—মহারাজ দুর্য্যোধন মোর
প্রতীক্ষায় প্রতিপল করিছে গণনা। প্রস্থানোদ্যত

পদ্মা। পুনরাগমন প্রতীক্ষায় প্রতিপল
আমিও রহিব রাজা সোদ্বিগ্ন অন্তরে।

প্রস্থানোদ্যতা

কর্ণ। (ফিরিয়া) পদ্মাবতী! আমিও শুনেছি ঋষিমুখে
ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ।
বিশ্বাস না করি, প্রীতি করি। আন্তরিক—
শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি করি দুইজনে।
তথাপি তোমারে বলি, শুন পদ্মাবতী,
সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন,
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রাখো—
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নর-নারায়ণে।

প্রস্থান

পদ্মা। এ কেন সন্দেহ!
"হই যদি রাধার নন্দন," "অধিরথ
যদি মোর পিতা!" অন্তর-আকুল করা
সহসা জাগিয়া-ওঠা একি এ সন্দেহ!
সূতপুত্র নহ কি, নহ কি নাথ তুমি!
এই সে অপূর্ব্ব স্নেহ—বাৎসল্য অপূর্ব্ব—
তুল্য যাহা কেবল—কেবল যশোদার!
যশোদার? কেন—কেন এ পাপ সন্দেহ?
সূতপুত্র—প্রিয়তম, সূতপুত্র তুমি।

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—কক্ষান্তর

কর্ণ

বৃষকেতুর প্রবেশ

কর্ণ। কি সংবাদ প্রিয়তম ?

বৃষ। নিজে মহারাজ,
সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা আর মাতুল শকুনি।

কর্ণ। শীঘ্র—শীঘ্র যাও, এই স্থানে লয়ে এস।

বৃষকেতুর প্রস্থান

কেন অসময়ে ? বাধা কি পড়িল যুদ্ধে ?
ভীষ্ম বিদুরের বাক্যে শঙ্কিত হইয়া
অন্ধ রাজা মোর অসাক্ষাতে, পাণ্ডবে কি
তবে—অর্দ্ধরাজ্য দানে করিল স্বীকার !

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ

কর্ণ। স্বাগত, স্বাগত সখা, স্বাগত মাতুল !

শকুনি। কেমন আছ হে অঙ্গরাজ ? ভীমরতি ভীষ্মের কথায় ক্রোধ ক'রে সভাস্থল ছেড়ে চ'লে এলে ! আমাদের কি অবস্থায় ফেলে এলে, সেটা একবার ভেবেও দেখ্‌লে না !

কর্ণ। অনুতপ্ত, মাতুল। সে জন্য সপ্তাহ আমি নিদ্রাশূন্য।

দুঃশা। আমরাও আপনার অভাবে অঙ্গরাজ !

শকুনি। তুমি ত কেবল মাত্র নিদ্রাশূন্য—আর আমি ? আমার অবস্থাটা কি হ'য়েছে বুঝেছ—এই সারা সপ্তাহটা তোমার অভাবে ? নিদ্রা-শূন্য—জাগরণ-শূন্য—উত্থান-শূন্য—পতন শূন্য। ও ! সে যে কি—কি একটা বিরাট শূন্য—

কর্ণ। জীবনে ওরূপ ক্রুদ্ধ কদাচ হ'য়েছি। সভাস্থল ত্যাগের পরই আমার মনে হ'ল, আমি তোমার অনিষ্ট ক'রে ফেলেছি।

দুর্যো। কিছু অনিষ্ট করনি সখা! যতদিন তুমি আছ, ততদিন যেখানেই থাক—কৌরব সভায় কিম্বা গৃহে—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—ওদের আমি সভার মধ্যেই গণ্য করি না!

দুঃশা। আপনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আমাদের সভা।

শকুনি। তবে, ওই দম্ভরজাদের কথায় মজলিসটাকে বিরক্ত না ক'রে তুমি চ'লে এসেছ, সেটা ভালই ক'রেছ। আমার কিন্তু ভাগিনেয়, ওই আক্ষেপটা র'য়ে গেল—ক্রোধের উদ্রেকটা কখন হ'ল না। ওই মজলিসখান দক্ষগুলো—ওই ভীষ্ম, ওই দ্রোণ—ওই দাসীপুত্রটার সম্মুখে আমাকে তীব্র ভাষায় যখন গালি দেয়, তখন মনে হয়, একবার ক্রোধ করি; কিন্তু ক্রোধ ক'রতে গেলেই ওই ক'টাকে পাগল মনে ক'রে হা-হার সঙ্গে সে-যে রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধটা একটা অট্ট-বিরাট হাস্যে পরিণত হয়। অবশিষ্ট অংশ পেটের ভিতরে একটা বিদ্রোহ তুলে রাখে। তাতে লোক মুখকে এমন বক্র ভাবাপন্ন ক'রে ফেলে যে, দর্পণের কাছে গিয়ে নিজেকেই কিছুক্ষণ আমি চিনতে পারি না—

দুর্যো। থাক্, মাতুল, বৃথাবাক্যে আর সময় নষ্ট নয়।

শকুনি। তারপর, বারবার শ্যালক সম্বোধনে গণ্ড চপেটাঘাত ক'রতে ক'রতে মুখ নাসিকা যখন আবার প্রকৃতিস্থ হয়, তখন বুঝতে পারি, আমি জগতে অজেয় ধৃতরাষ্ট্র-শ্যালক শকুনি।

কর্ণ। তারপর? বিশেষ কি প্রয়োজন সখা?

দুর্যো। প্রয়োজন? দারুণ সমস্যা অঙ্গরাজ!

মীমাংসায় অসমর্থ হ'য়ে স-মাতুল
এসেছি তোমার ল'তে বুদ্ধির শরণ।

শকুনি। সমস্যা?—সমস্যা—(হাস্য) আবার এ দগ্ধমুখে,

হাহা-যুক্ত—হোহো যুক্ত—হিহি-যুক্ত হাসি !
সমস্যার সমস্ত মীমাংসা এ মাতুল
ক'রে ত দিয়েছে বৎস, সমস্যার আগে।
এখনো সমস্যা ? বল না, বল না।

দুর্যো। আমাদের সঙ্গে শেষ সন্ধির চেষ্টায়
এসেছে স্বয়ং কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।

কর্ণ। (বিস্মিতভাবে) তারপর ?

দুর্যো। কল্য প্রাতে সভায় প্রস্তাব।

কর্ণ। মনোমদ বাক্য শুনে তার, চাও রাজা
করিতে কি সমর-সঙ্কল্প পরিহার ?

দুর্যো। ভয় নাই, সেদিকে সমস্যা নয় সখা,
সেদিকে তোমার বন্ধু অচল, অটল—
চিরস্থির হিমাদ্রির মত।

কর্ণ। তাই বল। এ সমস্যা অন্যদিকে ?

দুর্যো। বলিতে কি পারি,
সমপ্রাণ, কৃষ্ণের হস্তিনা আগমনে
মনের নিভৃত কোণে চির-লুক্কায়িত
কি বাসনা, সহসা উন্মত্ত হ'য়ে, আজি
আমাকে ক'রেছে আক্রমণ ?

কর্ণ। জানি আমি
হে রাজন্, সুযোগ্য আতিথ্য বাসুদেবে।

দুর্যো। এই, সখা—সুযোগ্য আতিথ্য। জানি আমি
এসেছে সে হস্তিনা নগরে, সভামধ্যে
সবার সাক্ষাতে কটূক্তি শুনাতে মোরে।
সে ধৃষ্টের অন্য কোন নাহি অভিপ্রায়।

কর্ণ। থাকিতেও পারে।

দুর্য্যো। কিছু না কিছু না সখা।
শুধু বাক্যে নিগৃহীত করিতে আমারে।
সে শঠ এসেছে দৌত্যে হস্তিনা নগরে।
কি যোগ্য আতিথ্য কর স্থির।

দুঃশা। মাতুলের—

শকুনি। (দুঃশাসনের মুখে হস্ত দিয়া)
বাস্ত নয়, বাস্ত নয় ভাগিনেয়।
শুন আগে, অঙ্গরাজ কি দেয় উত্তর।

কর্ণ। উত্তর—বন্ধন।

শকুনি। আলিঙ্গন, আলিঙ্গন—

কর্ণ। সুদৃঢ় বন্ধন—নিভৃত অন্ধতামস
হস্তিনার কারাগারে। তার পিতা, মাতা
যেরূপে আবদ্ধ ছিল কংসের ভবনে
মথুরায়।

শকুনি। আলিঙ্গন উপরে আবার—
মামার তৃতীয় আলিঙ্গন। কি বিচিত্র
বুদ্ধির মিলন দেখ দুর্য্যোধন, দেখ
দুঃশাসন। দুর্য্যোধন! মস্তক আঘ্রাণ—
মধুময় দুঃশাসন! শ্রীমুখ চুম্বন। যাও—
বিলম্ব ক'রনা—এখনি যাইয়া বাঁধ শঠে।

দুঃশা। বিস্মিত করিলে মামা!

শকুনি। শুধু মামা? মাতুল-আচার্য্য—যথা গুরু
দ্রোণ। তবে তিনি আচার্য্য অস্ত্রের, আর
আমি, রাজত্ব রক্ষায় শ্রেষ্ঠাস্ত্র—বুদ্ধির!

শুক্রাচার্য্য হ'ত মোর যোগ্য অভিধান,
যদি ঋষি ভাগ্যদোষে না হইত এক
চক্ষুহীন। সমবুদ্ধি প্রিয় অঙ্গরাজ,
আমিও ব'লেছি ওই কথা—ওই কথা
'ব' দন্ত্য-'ন'য়ে 'ধ'য়ে', তাহাতে দন্ত্য-'ন' দিয়ে
খট্টার শ্রীপদ সঙ্গে শ্রীরজ্জু সংযোগে
সপ্রেমে জড়ায়ে রাখা শ্রীগোপী-বল্লভে।

কর্ণ। সঙ্গে ? অনুচর ?

দুর্য্যো। থাকুক অসংখ্য তার,
আমি সখা একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি।

কর্ণ। বন্ধন, বন্ধন রাজা—

শকুনি। বন্ধন—বন্ধন দুর্য্যোধন।

কর্ণ। এ শুভ সুযোগ রাজা, স্বপ্নেও কখনো
আসিবে না। কোথায় আছেন বাসুদেব ?

দুর্য্যো। লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় সে কথা বলিতে।
যোগ্যের অধিক সখা, করিয়াছিলাম
তার পূজা আয়োজন। ভারত-সম্রাট
যে পূজার অধিকারী। সে সমস্ত করি' ত্যাগ,
অতিথি হইল শঠ বিদুরের গৃহে।

শকুনি। অভিপ্রায়—জানুক নগরবাসী
দুর্য্যোধন-দত্ত শ্রেষ্ঠ উপায়ন হ'তে
ভক্ত বিদুরের ক্ষুদ অহো! কি অধিক
কি প্রচণ্ড প্রিয় মোর। শুধু শঠ নহে,
বৎস! বল সমস্ত শঠের শিরোমণি!

কর্ণ। বন্ধন—বন্ধন—এ শুভ সুযোগ সখা,

কিছুতে ক'র না ত্যাগ। যেমনি শুনিবে পঞ্চ
ভ্রাতা কেশব হ'য়েছে বদ্ধ হস্তিনার
কারাগারে, অমনি সকলে, ভগ্নদন্ত
ভুজঙ্গের মত, উৎসাহ-চেতনাহীন
লুণ্ঠিত হইবে ভূমিতলে।

শকুনি। শুন, শুন,
দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, এই ত তোমার
সর্ব্বদা মঙ্গলকামী সখা-যোগ্য কথা।

কর্ণ। বন্ধন—বন্ধন—অর্জ্জুনের হস্ত হ'তে
খসিবে গাণ্ডীব, হতাশ্বাস বৃকোদর
শৃগাল-দষ্টের মত, স্বদেহ-দংশনে,
আপনিই আপনারে করিবে নিধন।

শকুনি। শক্তি ও সহায়-শূন্য রাজা যুধিষ্ঠির,
ছোট দুটি ভাই আর দ্রৌপদীরে ত্যজি'
মুক্ত-কচ্ছ—আবার পলায়ে যাবে বনে।

দুর্য্যো। উপদেশ শিরোধার্য্য সখা। কল্য তুমি
শুনিবে সন্ধ্যায়, গাঙ্গেয়ের 'নারায়ণ'
হস্তপদে বাঁধা—হস্তিনার অন্ধকারায়
লয়েছে আশ্রয়।

কর্ণ। নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পারি?

দুর্য্যো। নিঃসন্দেহে—সুখে—নিশ্চিন্তে ঘুমাও সখা!
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রস্থান

কর্ণ। একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন,
তদুপরি প্রকৃতি তাহার সবিশেষ

জ্ঞাত আছ তুমি। জানিয়াও আজ তুমি
এসেছ স্বয়ং দৌত্যে হস্তিনা নগরে
যদুপতি! এ সাহস যার—কি বলিব—
হয় সে নিতান্ত জড়, নর—নারায়ণ।
ছিল ইচ্ছা, শুনিতে তোমার বাণী; ছিল
ইচ্ছা, দেখিতে তোমায়; জেগেছিল তীব্র
ইচ্ছা দেখিবার, আপন আয়ত্তে পেয়ে
ভীম শক্তিধর ওই দুরন্ত কৌরব
কেমনে তোমায় বন্দী করে। সভাস্থলে
যাব না তো, দেখা তো হ'ল না। বাসুদেব!
যদি তুমি অন্তর্যামী, তোমারে শুনায়ে
এই কথা, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চলি আমি।
এসো নিদ্রে! একি দেবী, বলিতে বলিতে!
সপ্ত রজনীর অদর্শন—তাই কি বাথিতে,
সপ্ত রজনীর ভারে—আঁখির পলক—
করিতে আসিলে আক্রমণ? আহা—আহা!

পর্য্যাঙ্কে উপবেশন

একি স্নিগ্ধ, একি শান্ত জ্যোতি! চারিদিকে
জ্যোতির উৎসব যেন! ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী!
ওগো তন্দ্রা, নিশাথের গভীর গহ্বরে—
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে, এই সব—
চপলা-চঞ্চল দুরন্ত কিরণ-বালা? (শয়ন)
কিসের লাগিয়া পলক ভেদিয়া মোর—
এ উল্লাসে সকলে মিলিয়া আজ তারা—
তারার উপরে নৃত্য করে? তার মাঝে—

ওকি ও সুন্দর, ওকি মধু-রূপ-রেখা !
ওকি বর্ণ, নবীন নীরদ। ওকি আঁখি—
আয়ত—মুখর ! বাসুদেব—বাসুদেব—
এমন—কিশোর—তুমি ?

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কাহার বন্ধন
প্রিয়তম ? শুনিলাম বৃষকেতু মুখে,
বন্ধনের কথা শুনে, বালক ব্যাকুল
হ'য়ে, ছুটে গেছে আমার নিকটে। বলে—
"মা, তুমি সত্বর যাও—পিতারে নিষেধ
কর।" কাহারে বাঁধিতে চাও প্রিয়তম ?

শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দেখিয়া

ঘুমাও—ঘুমাও। সপ্তরাত্রি নিদ্রাহীন—
ঘুমাও—ঘুমাও প্রভু।

কর্ণ। মৃণাল-তন্তুর স্পর্শে

পদ্মাবতী ফিরিল

কম্পিত তোমার তনু—হে কঠোর !
এতই কোমল তুমি !—তোমারে বাঁধিবে ?

পদ্মাবতী উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল

কে বাঁধিবে ? কে বেঁধেছে—কবে ? সেকি ওই—

পদ্মাবতী উল্লসিতভাবে দাঁড়াইয়া

মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহঙ্কার-
রজ্জুমূর্ত্তি দুর্য্যোধন ?

পদ্মা। (চলিতে চলিতে) ঘুমাও, ঘুমাও নাথ। ওগো স্বপ্ন-রাজে

গতিশীল স্বচ্ছন্দ পথিক, চলে যাও,
হ'ক দূর, যত দূর—ফিরাব না আমি। প্রস্থান

ব্রাহ্মণ-বেশী সূর্য্যের প্রবেশ ও কর্ণের শিয়রে দাঁড়াইয়া

সূর্য্য। উত্তিষ্ঠ-স্বপ্নের রাজ্যে, যোগনিদ্রা কর
আলম্বন। স্বপ্ন-চক্ষে দেখ মোরে। উঠ
হে ধীমান্, স্বপ্ন-কর্ণে শুন মোর কথা।

কর্ণ। কে আপনি?

সূর্য্য। চেয়ে দেখ। অপার মমতা-বশে, বৎস,
স্বমণ্ডল মধ্য হ'তে এই মর্ত্ত্যভূমে
আসিয়াছি আমি। হে দাতার শিরোমণি
তোমার ব্রতের কথা, স্বভাব তোমার,
সারা বিশ্বে হ'য়েছে বিদিত। সারা বিশ্ব
শুনিয়াছে, কাহারও নিকটে তুমি ভিক্ষা
নাহি চাও, ভিক্ষার্থীরে রিক্তহস্তে কভু
না ফিরাও। শুনেছে দেবতা, শুনিয়াছে
সর্ব্বদেবতার পতি বাসব। শুনিয়া,
ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশে আসিয়াছে তব গৃহে।

কর্ণ। কি উদ্দেশ্যে ভগবন্?

সূর্য্য। হিত-কামনায় পাণ্ডবের,
ভিক্ষা চাহিবেন তিনি কবচ কুণ্ডল।

কর্ণ। বুঝিয়াছি। কে আপনি?

সূর্য্য। সবিতা।

কর্ণ। আমার ইষ্ট? প্রণতি—প্রণতি আপনারে।

সূর্য্য। পূর্ব্বাহ্ণে হইয়া জ্ঞাত তাঁর
অভিপ্রায়, সাবধান করিতে তোমারে

এসেছি প্রবল স্নেহে। হে বৎস, তোমার
ওই কবচ কুণ্ডল উদ্ভূত অমৃত
মধ্য হ'তে। যতদিন এ দু'টি তোমার
রবে, ত্রিভুবন মধ্যে কেহ না পারিবে
তোমারে করিতে পরাজিত। গাণ্ডীবীর
পশ্চাতে রহিয়া যগুপি দেবেন্দ্র করে
রণ, তাহারেও মানিতে হইবে
পরাভব। তাই বলি, যদি প্রিয়বর
জীবিত রহিতে থাকে বাসনা তোমার,
ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধা
অর্জ্জুনে করিতে পরাজয়, হে মানদ।
দৃঢ় অনুরোধ মম, যেন কোন মতে
দিয়োনা বাসবে ওই কবচ কুণ্ডল।

কর্ণ। জীবিত থাকিতে চাই, অর্জ্জুন-বিজয়
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
তথাপি হে ভগবান, কীর্ত্তিধ্বংসে, ব্রত-
ভঙ্গে, সত্যের আশ্রয় চ্যুত হ'য়ে, পল
মাত্র চাহি না বাঁচিতে, চাহি না অর্জ্জুনে
পরাজিতে।

সূর্য্য। কবচ কুণ্ডল দিবে?

কর্ণ। ভিক্ষা চান দেবরাজ যদি।

সূর্য্য। যেমনি চাহিবে?

কর্ণ। না ব্রাহ্মণ, প্রথমে বিনয়—অনুনয়—
যা আছে আমার, সমস্ত চাহিব দিতে।
গ্রহণ না করেন বাসব, দিব দান—কবচ কুণ্ডল।

কর্ণ। বুঝেছি তা ভগবন্।

সূর্য্য। স্নেহ বশে—

কর্ণ। এ দাস যে ভক্ত আপনার।

সূর্য্য। হে সন্তান, মায়াবশে।

কর্ণ। মায়াবশে!

সূর্য্য। মায়া—তীব্র—অতি তীব্র—দেবতা-হৃদয়-জয়ী!
দৈবকৃত রহস্য সে, গোপনীয় অতি।
ত্রিভুবন মধ্যে জানে শুধু একজন
আর জানি আমি। বাসব জানেনা তাহা।

কর্ণ। বলুন আমারে ভগবন্,—বলুন—
ভক্ত আমি—দাস আমি—আত্মীয় স্বজন—
পত্নী, পুত্র—অন্য কথা কিবা প্রয়োজন—
জীবন হইতে প্রভু প্রিয় যে আপনি,—
কি রহস্য—শুনান আমারে ভগবন্!

(নিদ্রাভঙ্গ ভাব)

সূর্য্য। শুনানো হ'ল না কর্ণ। উত্ত্যক্ত তোমার
নিদ্রা, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে জাগ্রতের
দেশে। শুনানো হ'ল না বৎস, যথাকালে
আপনি শুনিবে। এখন চলিব আমি।
চলিতে চলিতে পুনঃ বলি, স্থিরচিত্তে
শুন মতিমান, সর্ব্বস্ব করিয়া দান,
যদ্যপি রাখিতে পার কবচ কুণ্ডল
রেখো কর্ণ, রেখো কর্ণ, রেখো কর্ণ—রেখো। প্রস্থান

কর্ণ। (উঠিয়া চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে) পদ্মাবতী! পদ্মাবতী!

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কি প্রভু, কি প্রভু!

কর্ণ। অন্বেষণ—শীঘ্র কর অন্বেষণ!

পদ্মা। কারে?

কর্ণ। এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ!

পদ্মা। কই, কোথায়?

কর্ণ। এই গৃহমধ্যে—গৃহমধ্যে—

পদ্মা। (চারিদিকে খুঁজিয়া) কেহই ত নাই। রুদ্ধ সর্ব্বদ্বার—
কে ব্রাহ্মণ? গৃহমধ্যে কেমনে আসিবে?

কর্ণ। খোলো দ্বার—ধরে আন তারে। আছে আছে—
এখনো সে নিশ্চয় নিশ্চয় পুরমাঝে।
যদি না আসিতে চাহে, হাত ধরে তাঁর
অনুনয়ে—চরণে ধরিয়া, পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর প্রস্থান
রহস্য রহস্য—সত্য যদি দেখে থাকি,
হে সবিতা, রহস্য শুনায়ে যাও মোরে।

দ্বিজবেশী ইন্দ্রকে লইয়া পদ্মাবতীর প্রবেশ

স্বাগত—স্বাগত। কিবা প্রয়োজনে প্রভু,
পবিত্র করিলে দীন-গৃহ?

ইন্দ্র। ভিক্ষার্থী এসেছি তব গৃহে অঙ্গরাজ।

কর্ণ। কি প্রার্থনা,
অসঙ্কোচে বলুন আমারে। অন্ন? বস্ত্র?
গোধন? কাঞ্চন? কি তবে? সঙ্কোচ কেন?
গো-শস্য-সম্পদ-পূর্ণ গ্রাম? তাও নয়?
সুবর্ণাভরণ-বিভূষিতা রূপসী ললনা?
তাও নয়? সঙ্কোচ কি হেতু এত দ্বিজ!

ইন্দ্র। ইচ্ছা নয় বলি তব পত্নীর সম্মুখে। *পদ্মাবতীর প্রস্থান*
যথার্থ ই সত্যব্রত যদ্যপি আপনি,
কবচ কুণ্ডল চাহি দান। অন্য নয়—
ওই সহজাত—লগ্ন যাহা তব দেহে।

কর্ণ। অদ্ভুত প্রার্থনা বিপ্র, প্রার্থনা নিষ্ঠুর।
কবচ কুণ্ডল নহে—জীবন আমার।
না না—জীবনও অক্লেশে দিতে পারি—বুঝি
নাহি পারি, কবচ কুণ্ডল দিতে। এসো,
হে বিপ্র, জীবন লহ। প্রার্থনা আমার,
কবচ কুণ্ডল তুমি ক'র না প্রার্থনা।

ইন্দ্র। তবে ফিরে যাই ?

কর্ণ। স্বর্ণ ? প্রমদা ? ধেনু ? সাম্রাজ্য ? পৃথিবী ?

ইন্দ্র। নাহি প্রয়োজন। চাহি কবচ কুণ্ডল।
কবচ কুণ্ডল মাত্র। দাও, থাকি। আর—
না দিতে সম্মত যদি—চ'লে যাই।

কর্ণ। পদ্মাবতী !

পদ্মাবতীর প্রবেশ

শাণিত ছুরিকা। *ছুরিকা আনিয়া পদ্মাবতী কর্ণকে দিল*
দেখিবে ছেদিতে ত্বক ?

পদ্মা। তবে কি জীবন চায় ভিখারী নিষ্ঠুর ?

কর্ণ। তাহ'তে অধিক দেবি,—কবচ কুণ্ডল।
পারিবে কাটিতে ? পারিবে দেখিতে ?

কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া পদ্মাবতী প্রস্থান করিল, কর্ণ ছুরিকাযোগে কবচ কুণ্ডল ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন

ইন্দ্র। ধন্য তুমি দাতৃ-শিরোমণি।

কর্ণ। সন্তুষ্ট বাসব ?

ইন্দ্র। বাসব ! চিনেছ তুমি মোরে ?

কর্ণ। পূর্ব্বেই জেনেছি দেব।

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য তুমি মহাত্মন্, তব তুল্য
দাতা, বীর হয়নি, হবে না ত্রিভুবনে।
বুঝিয়াছি - কেমনে, কাহার কাছে
মম আগমন-বার্ত্তা জানিয়াছ তুমি।
অগ্রাহ্য করিয়া তাঁর স্নেহ-উপদেশ—
এই তব দান ? হে মহান্,
দেবেন্দ্র তোমারে নতি করে।
অগ্রাহ্য করিয়া তব মহত্ত্ব অপূর্ব্ব—
চলিয়া যাইতে নারি আমি। লহ উপহার,
নহে দান—হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলি। (অস্ত্রদান)

কর্ণ। কি এ দেবরাজ ?

ইন্দ্র। 'একঘ্নী' ইহার নাম। যাহারে হানিবে,
সে যদি অমর হয়, তাহারও
তখনি মৃত্যু। লহ উপহার মহাত্মন্ !
আর মোর, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ,
এই তব দেহচ্ছেদে
সৌম্য, সৌন্দর্য্য হানি হবে না তোমার।
সূর্য্য সম দীপ্তি ল'য়ে
লোকচক্ষে হবে তুমি আদিত্য-বিগ্রহ। প্রস্থান

কর্ণ। পদ্মাবতী—পদ্মাবতী !

পদ্মাবতীর প্রবেশ। তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া

স্নেহস্পর্শে মূর্চ্ছাও রক্তাক্ত কলেবর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চারণীগণ

গীত

কোন বেণুতে ব্রজের কানু
জাগিয়েছিলে প্রেমের গান
কোন বেণুতে হাসিয়েছিলে,
কোন বেণুতে কাঁদিয়েছিলে,
কোন বেণুতে নাচিয়েছিলে,
ব্রজ বধূর কোমল প্রাণ ?
ধরাতে এসে কোন বেণুর কানু
গোকুলের পাগল ফুলের
মাতাল রেণু—
দিশাহারা ছুটতো তারা
শ্রীযমুনায় তুলতো উজান বান ?
এখন তোমার এ কোন্ বেণুর সুর ?
হে গোবিন্দ ! এ কি ছন্দ,
কাঁপে বিশ্বপুর !
আকাশ পাতাল—সুরে মাতাল—
মত্ত করাল কাল—
হে গোবিন্দ, এ তোমার কোন্
দীপকের তান !

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—সভামণ্ডপ

কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতি

কৃষ্ণ। আমার একান্ত ইচ্ছা, হে কৌরবপতি,
আবার মিলিত হয় কৌরব পাণ্ডব,
সন্ধি-সখ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে
উভয় কুলের হয় পরম কল্যাণ—
অযথা না হয় এই বীর-কুলক্ষয়।
প্রার্থনা করিতে তাই
ভবৎ-সমীপে আসিয়াছি, মহারাজ।

ধৃত। শুন, দুর্যোধন, কেশবের হিতবাক্য।

দুর্যো। শুনিয়াছি পিতা, কিন্তু বুঝিতে অক্ষম,
কেমনে এ মিলন সম্ভব।

কৃষ্ণ। মহারাজ মনীষী-প্রধান—বুঝাইয়া
দিন পুত্রে এ মিলন সহজে সম্ভব।
সমুত্থিত বিষম আপদ কুরুকুলে।
উপেক্ষা করেন যদি,
কুরুকুল নাশ করি', এ ঘোর আপদ
পরিশেষে পৃথিবী করিবে নাশ।
আপনার ইচ্ছার উপরে
রক্ষা, ধ্বংস করিছে নির্ভর, মহাত্মন্।
আপনি করুন শান্ত নিজ পুত্রগণে,
আমি করি যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত পাণ্ডবে।

ধৃত। শুনিতেছ দুর্যোধন?

দুর্য্যো। শুনিতেছি—শুনিতেছি,
আমার দুর্ভাগ্যবশে পিতা,
আরো কত কাল একথা শুনিতে হবে।

কৃষ্ণ। একদিকে বড় শুভদিন,
অন্যদিকে বড়ই দুর্দ্দিন।
হে মনীষী, কুরু ও পাণ্ডব,
ধর্ম্মার্থে রাখিয়া দৃষ্টি, যদ্যপি আবার
সম্মিলিত হয় পরস্পরে,
কুরু-পাণ্ডবের পতি—ধৃতরাষ্ট্র
হইবেন রাজ রাজেশ্বর—
সর্ব্ব নৃপতির সেব্য অজেয় সম্রাট।

শকুনি। (জনান্তিকে) এখনি আছেন তিনি।

দুঃশা। (জনান্তিকে) সে জন্য মাতুল,
হবেনাকো নির্ভর করিতে তারে
পাণ্ডবের কৃপার উপরে।

ধৃত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন,
আমারো একান্ত ইচ্ছা, আমি চাই শান্তি—
শান্তি চিরস্থায়ী। অনর্থক বিষম বিগ্রহে
কৌরব পাণ্ডব কুল না হয় নির্ম্মূল!

কৃষ্ণ। একাদশ-অক্ষৌহিণী বল
হইবে নিষ্ফল, কোনো চেষ্টা, কোনো যত্নে
পরাজিত হবে না পাণ্ডব।
শান্তি—শান্তি। আদেশ করুন মহারাজ,
আপনার পুত্রগণে সন্ধির স্থাপনে।

ধৃত। কি উপায়ে হয় সন্ধি বল বাসুদেব?

কৃষ্ণ। ন্যায্য প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য
ধর্ম্মরাজে সমর্পণ—সন্ধির উপায়।
অন্য কিছু বলিতে পারি না মহারাজ।
নিস্তব্ধ কি হেতু মহাত্মন্?
আদেশ করুন পুত্রে আমার সম্মুখে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর উপস্থিত
আছেন সভায়। আদেশ করুন পুত্রে
এই চারি মহাত্মা সম্মুখে।
কৌরবের পাণ্ডবের কল্যাণ বাঞ্ছায়
করিতেছি আবেদন। প্রমত্ত পুত্রের
মমতায় যে সব অকার্য্য পূর্ব্বে
ক'রেছেন রাজা, প্রতিকারে এসেছে সময়।
আমন্ত্রণ করি' ধর্ম্মরাজে, ফিরাইয়া
দিন তাঁরে অর্দ্ধরাজ্য, সঙ্গে তাঁর
ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী। অথবা যেরূপ অভিরুচি—
সন্ধি, দ্বন্দ্ব—উভয়েই সমত পাণ্ডব।
ধৃত। সন্ধি—সন্ধি—একমাত্র অভিরুচি সন্ধি।
হিতকামী কেশবের আবেদন
নিষ্ফল ক'রনা দুর্য্যোধন।
দুর্য্যো। অসম্ভব পিতা। সন্ধি-কথা মুখে,
অন্তরে বিগ্রহ-ইচ্ছা ল'য়ে
এসেছেন বাসুদেব আপনার কাছে।
ধৃত। না না, একথা বলিতে নাই দুর্য্যোধন,
বাসুদেব সর্ব্বদা আমার হিতকামী।
দুর্য্যো। আমি নহি প্রমত্ত কেশব,

আমি চিরস্থির—প্রারম্ভে ব'লেছি যাহা,
এখনো তা বক্তব্য আমার। বাসুদেব,
প্রমত্ত যদ্যপি কেহ থাকে—
সে তোমার ঐ ধর্ম্মরাজ!

কৃষ্ণ। উত্তেজিত হইয়ো না ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। দ্যূতরণে পরাজিত,
সর্ব্বস্ব হারায়ে তার, আজি সে নির্লজ্জ,
হৃতরাজ্য ভিক্ষা চায় কৌরবের কাছে।
ভিক্ষাই যদ্যপি চায়, আসুক আপনি,
দন্তে তৃণ করি', অঞ্জলি করিয়া বদ্ধ
মহাত্মা পিতার কাছে করুক প্রার্থনা।

ভীষ্ম। কুলঘ্ন, দুর্ব্বুদ্ধি, কাপুরুষ, কেশবের
ধর্ম্ম-সুসঙ্গত উপদেশ এখনও কর
প্রণিধান! কুমন্ত্রীর পরামর্শে
উত্তেজিত হ'য়ে ক'র না কৌরব কুল ক্ষয়।

দুর্য্যো। বিনাযুদ্ধে
সূচাগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

দ্রোণ। হে রাজন্, কৃষ্ণের ক'র না অপমান,
হিতাকাঙ্ক্ষী গাঙ্গেয়ের শুভ উপদেশ
অগ্রাহ্য ক'র না মোহবশে।
বাসুদেব, ধনঞ্জয়ে দিয়ো না দিয়ো না
অবসর কবচ করিতে পরিধান।
দিয়ো না দিয়ো না নৃপ, প্রশান্ত অর্জ্জুনে
গাণ্ডীবে করিতে জ্যারোপণ।
ব্রহ্মর্ষি ভার্গব, ভীষ্ম, আমি—

পূর্ব্বে যে তোমার কাছে
করিয়াছি সে বীরের তেজের বর্ণনা,
তাহাতে অনেক গুণে তেজস্বী অর্জ্জুন।
একবার যদি ক্রুদ্ধ হয়, দুর্য্যোধন,
তোমার সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা,
মুহূর্ত্তে বিলয় পাবে। কুট-পরামর্শ-দাতা,
সর্ব্বনাশকারী তব দুষ্কৃত্ত বান্ধব—
দুঃশাসন, রাধেয়, সৌবল—
একটিও রবে না জীবিত।

দুর্য্যো। ভীত হ'ন পিতামহ, ভীত হ'ন
আপনি আচার্য্য, আমি ভীত নহি।
ন্যায় যুদ্ধে যদ্যপি জীবন যায়,
লভিব ব্রাহ্মণ, স্বর্গ হ'তে সুখপ্রদ,
ক্ষত্রিয়ের নিত্য প্রার্থনীয় বীর-শয্যা।

কৃষ্ণ। তাহাই হইবে লাভ ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। তথাপি দিব না রাজ্য, পিতা মোর
জীবিত থাকিতে একজন রহিবে ভিখারী—
হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি।
এ ভারতে সম শক্তিধর
দুই রাজা পারে না থাকিতে!
উগ্রকর্ম্মে, ভীষণ বচনে ভীত হ'য়ে
হে আচার্য্য, পিতামহ, রাজা দুর্য্যোধন
বাসবেরো সন্নিধানে শির না করিবে নত।
ন্যায্য রাজ্য? ন্যায্য রাজ্য কার হে কেশব?
ধর্ম্মের ভক্ত ব'লে কর অভিমান

তুমি নিজে বল কৃষ্ণ ন্যায্য রাজ্য কার ?
পিতা মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপ্রধান,
পাণ্ডু ছিল অনুজ তাঁহার ! এই সব
হিতৈষী মিলিয়া আমারে বালক হেরি',
মহাত্মা পিতারে মোর বুঝিয়া দুর্ব্বল,
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য
আমার পৈতৃক ধন হ'তে
নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে ক'রেছে বঞ্চিত।
সেই রাজ্য বিধির কৃপায়
আবার এসেছে ফিরে আয়ত্তে আমার।
যাও ফিরে বাসুদেব, বল যুধিষ্ঠিরে,
হয় সে মরিবে, নয় আমি। বিনাযুদ্ধে—
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি—এক কথা—
দিব নাকো তারে ফিরাইয়া।

বিদুর। উন্মত্তের মত কথা ব'লনা ব'লনা,
দুর্য্যোধন, সর্ব্বদ্রষ্টা কেশব সম্মুখে।
উত্যক্ত করিয়া আবাহনে—
অনিচ্ছুক মৃত্যুরে আনিয়া
দিয়ো না কৌরব-কুল তাহার কবলে।
তুমি মর দুঃখ নাই, মরে দুঃশাসন
দুঃখ নাই। মরিবে শোকার্ত্ত তব পিতা,
জ্বলিবে বংশের শোকে জননী-গান্ধারী।
কেশবের সঙ্গে যাও আছেন যথায়
মহাত্মা পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ, সাদরে লইয়া
এসো তাঁরে হস্তিনায়। চারি ভ্রাতা

মনস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে
আসুন তাঁহার। একশত পঞ্চ ভ্রাতৃ-
মিলন দেখিয়া ধন্য হ'ক ধরাবাসী।
জগতে পরম শান্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত।

ধৃত। এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,
কেশব সত্যই হিতকামী। ইচ্ছা মোর,
তুমিও তা বুঝ দুর্য্যোধন। খুল্লতাত
ধর্ম্মাশ্রয়ী মহাত্মা বিদুর, যে আদেশ
করিল তোমারে, তাই কর। কেশবের
সঙ্গে যাও যথা আছে রাজা যুধিষ্ঠির,
মঙ্গল সংবাদ ল'য়ে পঞ্চ ভ্রাতা সাথে
ফিরে এসো হস্তিনায়।
বাসুদেবে করিয়া সহায়
প্রকৃত শান্তির লাভে এসেছে সময়,
অতিক্রম করিয়ো না প্রিয়তম।
কেশবের সন্ধির প্রার্থনা স্বস্থ মনে
করহ পূরণ—করিয়ো না প্রত্যাখ্যান।
করিলে হইবে পরাজিত।

দুর্য্যো। নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা,
কোন কালে কৌরব না হবে পরাজিত।
কখনো করি না গর্ব্ব পাণ্ডবের মত,
তথাপি এ সভাস্থলে সবারে শুনায়ে
গর্ব্বভরে বলিতেছি আজি, যদ্যপি অপর
কেহ না হয় সহায়, কর্ণ, আমি, দুঃশাসন,
পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি—এই চারিজন—

দেবেন্দ্র বিরোধী হয় যদি,
পিতা, তাহারেও পরাস্ত করিব যুদ্ধে।

দুঃশা। বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ আপনি,
কাকভুষণ্ডীর মত এই সব
সর্ব্বজ্ঞ বৃদ্ধের সঙ্গে কেন তবে বৃথা
তর্ক মহারাজ? এখনো কি বুঝিতে অক্ষম,
কি উদ্দেশ্যে কেশবের হেথা আগমন?
পাণ্ডবের সঙ্গে সন্ধি
না করেন যদ্যপি স্বেচ্ছায়, এই সব
অন্নভোক্তা আপনার, আপনাকে
কেশব সাহায্যে বন্দী করি,
যুধিষ্ঠির সন্নিকটে করিবে প্রেরণ।
বুঝিয়া সতর্ক হ'ন রাজা।

শকুনি। শুধুই কি দুর্য্যোধন?—
সেই সঙ্গে তুমি যাবে, কর্ণ যাবে—
আর যাবে হস্তপদে দৃঢ় বদ্ধ হয়ে
এইসব মহাত্মার চির চক্ষুশূল—
তোমাদের মাতুল শকুনি।

দুর্য্যো। সত্য বলিয়াছ ভাই, এতক্ষণে
বুঝিয়াছি আমি—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র।

ক্রোধভরে প্রস্থান—দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির অনুসরণ

ভীষ্ম। আয়ুশেষ হ'য়েছে তোমার।

ধৃত। কি হ'ল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত?

ভীষ্ম। আরো শুন, মোহগ্রস্ত যে সব ভূপতি

এ অধর্ম্ম যুদ্ধে তব হইবে সহায়,
তাদেরও হ'য়েছে আয়ুশেষ।

ধৃত। কি হ'ল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত ?

দ্রোণ। গুরুজনে অতিক্রম করি',
সভাস্থল করি' পরিত্যাগ
পুত্র তব চলে গেল মহারাজ !

ধৃত। দুর্ব্বৃত্ত অবাধ্য পুত্র,
শুনে না আমার বাক্য, শুনে না কেশব।

কৃষ্ণ। অবশ্য শুনিবে—মহারাজ।
দুর্ব্বৃত্ত জানেন যদি,
অবাধ্য যদ্যপি তব বোধ,
অশক্ত আপনি যদি তাহার শাসনে,
আছেন এখানে বহু হিতৈষী বান্ধব,—
মহামতি পিতামহ, মহাত্মা আচার্য্য
দ্রোণ, কৃপ—প্রত্যেকে অতুল শক্তিধর।
সে সকলে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ,
তাঁহারা করুন বাধ্য
আপনার মদমত্ত দুর্ব্বৃত্ত সন্তানে।
হে মহাত্মাগণ, এখন কর্ত্তব্য যাহা,
নিবেদন করি সকলের কাছে—
সসম্ভ্রমে, বারবার করিয়া প্রণাম,
ওই দুরাচারে না করি' শাসন,
হ'তেছেন প্রত্যেকেই দুষ্কর্ম্মে তাহার
অল্প ও বিস্তর অংশভাগী।
তাই নিবেদন—যা বলিল দুঃশাসন—

বাঁধি ওই চারি দুরাত্মারে,
পঞ্চপাণ্ডবের কাছে করুন প্রেরণ।

ভীষ্ম। কর্ত্তব্য তাহাই বাসুদেব,
কিন্তু হায় আমরা সকলে—
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি'
হইয়াছি ওই অন্ধ রাজার অধীন।

দ্রোণ। আদেশ করুন মহারাজ—
এখনি কেশব, ওই দুর্ব্বৃত্তে বাঁধিয়া
নিক্ষেপ করিয়া আসি—
মহারাজ যুধিষ্ঠির পদতলে।

কৃষ্ণ। অনুজ্ঞা করুন মহারাজ। এই শুভযোগ,
রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। এই
শুভযোগ—আদেশ, আদেশ—মহামতি
দ্রোণাচার্য্যে আদেশ করুন মহারাজ!

ধৃত। বিদুর—বিদুর—ভাই, সত্বর—সত্বর
যাও অন্তঃপুরে, লয়ে এস গান্ধারীরে।
মমবাক্য তার—বিশ্বাস আমার
দুরাত্মার মতি ফিরাইবে। বিদুরের প্রস্থান

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ

কৃপা। কেশব—কেশব!

কৃষ্ণ। কি আচার্য্য?

কৃপা। দুরাত্মারা আসিতেছে বাঁধিতে তোমারে!

কৃষ্ণ। আমারে আচার্য্য?

কৃপা। তোমারে কেশব! সঙ্গোপনে দুই ভাই—
পরামর্শ দাতা ওই দুরাত্মা শকুনি,

দুষ্ট-বুদ্ধি কর্ণের সম্মতি—
রক্ষা কর—আত্মরক্ষা কর বাসুদেব।

কৃষ্ণ। ভয় নাই হে ব্রাহ্মণ—
ধর্ম্মতঃ দূতের কার্য্য করিতে এসেছি,
নিশ্চিন্ত দাঁড়াও প্রভু। পারিবে না—কেহ
পারিবে না নিগৃহীত করিতে আমারে।

ভীষ্ম। দুরাত্মারা সকলি করিতে পারে—
সকল অকার্য্য হে কেশব!

ধৃত। না—না—তা' কি হতে পারে!
এত কি সে মতিহীন হবে জ্যেষ্ঠভ্রাত?

কৃষ্ণ। অবস্থানে যদি ইচ্ছা হয়,
অপেক্ষা করুন পিতামহ,
অথবা প্রণাম মোর করুন গ্রহণ।

ভীষ্ম। জানি আমি তোমার স্মরণে
ঘুচে যায় জীবের বন্ধন,
তথাপি—তথাপি তোমার বন্ধন-কথা
শুনিতে অশক্ত বাসুদেব!

দ্রোণ। আমিও অশক্ত কৃষ্ণ! ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রস্থান

কৃষ্ণ। শুনিলেন মহারাজ, আপনার পুত্র
বাঁধিতে আসিছে মোরে! আপনি করুন
অনুমতি—দেখুন বসিয়া, কে কাহারে
আক্রমণ করে। একাকী আমাকে তারা
অথবা আমিই সে সবারে।
আমার সামর্থ্য আছে,
সে সামর্থ্যে একা আমি, নিগৃহীতে পারি

আপনার সমস্ত কৌরবে।
কিন্তু আমি– কম্পিত হয়ো না মহারাজ,
হেন অধর্ম্মের কার্য্য করিব না কভু।
জানি আমি, আমার নিগ্রহে—
হইবেন কৃতকার্য্য রাজা যুধিষ্ঠির।

কৃপা। কেশব—কেশব!

ধৃত। দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন!

প্রহরী আদি লইয়া দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

দুর্য্যো। বাঁধ, বাঁধ, বাঁধ শঠে—

দুঃশা। বন্ধন—বন্ধন।

শকুনি। (কিঞ্চিৎ করুণভাবে)—ধীরে—অতি ধীরে—
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল অঙ্গ তার!

দুর্য্যো। বাঁধ—বাঁধ। বিলম্ব ক'র না।

দুঃশা। বাঁধ—বাঁধ।

ভীষ্মাদির প্রবেশ

ভীষ্ম। ক্ষান্ত দে—ক্ষান্ত দে—
ওরে ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন!

ধৃত। ওরে বৎস দুর্য্যোধন, এনোনা ও কথা
আর মুখে—কৃষ্ণ আজি দূত।

বিদুরসহ গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। ক'র না ক'র না বৎস, ক'র না ক'র না
এই নৃশংসের কাজ।

জগতের হিতকামী যিনি,
তাঁর প্রতি এরূপ উন্মত্ত আচরণে
ক'র না জগতে স্তব্ধ।

দুর্য্যো। শুনিব না কারও কথা—
শঠশ্রেষ্ঠে করিব বন্ধন।

গান্ধারী। পারিবি না, পারিবি না—
ওরে ও নির্লজ্জ, মতিহীন,
অহঙ্কার-পরবশ, মর্য্যাদা-ঘাতক!
পারিবি না—কেশবে বাঁধিতে পারিবি না।

কৃষ্ণ। একাকী দেখেছ মোরে, তাই বুঝি
বাঁধিতে আমারে অত্যন্ত সাহস ভরে
ছুটিয়া এসেছ দুর্য্যোধন,
কি ভ্রান্তি তোমার!
আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে,
আমি বহু—মুক্তিরূপ—জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।
যেখানে র'য়েছি আমি, র'য়েছে সেখানে
পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি—র'য়েছে সেখানে
রবি, রুদ্র, বসু, ঋষিগণ,
র'য়েছে সেখানে ব্রহ্মা, রয়েছে সেখানে—
এই দেখ—এই দেখ—দৃষ্টি থাকে,
দেখ দুর্য্যোধন, দেখে কর আমারে বন্ধন।

কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন—দৃশ্যের পরিবর্ত্তন

ধৃতরাষ্ট্র! লোক অগোচরে ক্ষণেকের
তরে মুক্ত হ'ক নয়ন তোমার।
এই মম বিশ্বরূপ, করহ দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন

পটাবরণে দেবগীতি
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে— ইত্যাদি

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

গান্ধারী ও দুর্যোধন

গান্ধারী। এখনো সময় আছে, সন্তপ্ত মাতার
অনুরোধ—বাসুদেব-বাক্য রক্ষা কর
দুর্যোধন। এখনো আছেন তিনি
হস্তিনা নগরে, দেবর বিদুর গৃহে।
দুর্যো। কিবা প্রয়োজন?
গান্ধারী। না থাকে তোমার, পতিকুল-নাশ-ভীতা
আমার হ'য়েছে প্রয়োজন। বল বৎস
একবার, আমি নিজে ফিরাইয়া
আনি তাঁরে। সঙ্গোপনে তোমারে লইয়া
সন্ধির প্রস্তাব করি। নিরুত্তর কেন
বৎস? কথার উত্তর দিয়া
নিশ্চিন্ত করহ মোরে। নিশ্চিন্ত করহ তব

আতঙ্ক-ব্যাকুল অন্ধ নিরীহ পিতারে।
বাক্যহীন, স্পন্দহীন—
প্রাণহীন দেহ যেন ল'য়ে
র'য়েছেন কল্য হ'তে তিনি শয্যাগত।

দুর্য্যো। আশীর্ব্বাদ ক'রে মোরে ফিরে যাও মাতঃ,
কর গিয়া আশ্বস্ত তাঁহারে।
সান্ত্বনার কণ্ঠে তাঁরে দাও শুনাইয়া,
পুত্র তব জয়-লক্ষ্মী করিয়া বহন
শীঘ্র ফিরি' আপনারে দিবে উপহার।

গান্ধারী। মন যাহা বলিতে না চাহে, হেন কথা,—
কেমনে কহিব দুর্য্যোধন!
অন্ধ সে নৃপতি—পুত্রস্নেহে আত্মহারা,
স্তোকবাক্যে ভুলাইব কি হেতু তাঁহারে?

দুর্য্যো। স্তোকবাক্য?

গান্ধারী। পুত্র-মমতায় হে সন্তান,
ধর্ম্মার্থ পারি না আমি দিতে বিসর্জ্জন—
অবিশ্বাস্য কথা শুনাইয়া।
হর্ষ-বিষাদের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে
করিতে পারি না স্বামী-হত্যা।
কাম ও ক্রোধের বশে ত্রয়োদশ
সুদীর্ঘ বৎসর ক'রেছ যা পাণ্ডবগণের
অপকার, তোমাদের গর্ভে ধরি'
আমিও হ'য়েছি বৎস' সে পাপের ভাগী।
আমার কল্যাণ, তব পিতার কল্যাণ,
কুরুরাজ্য, কুরুবংশ—সবার কল্যাণে

অনুরোধ করে তব মাতা,
ধর্ম্মরাজে রাজ্য দিয়া সুখী কর তারে।
সুখী হও, নিজে, আত্মীয় বান্ধব সঙ্গে
সুখী কর মাতারে পিতারে।

দুর্য্যো। আবার সে পুরাতন কথা! মা, মা!
নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছি আমি
পাণ্ডবের বধের উপায়।
এ সময় অর্থহীন উপদেশে
বাধা দিতে এসো না আমারে।
যদি আশীর্ব্বাদে ইচ্ছা থাকে, কর।
নহে মাতা, গৃহে ফিরি' লওগে বিশ্রাম।
সমরে হইয়া জয়ী, যেদিন ফিরিব
মাতা—প্রণমিতে চরণে তোমার,
সেইদিন অর্থহীন যত বাক্য আছে
অভিধানে, একান্তে বসিয়া—
নিঃশেষে ঢালিও তুমি সন্তানের কানে।

গান্ধারী। কেমনে হইবে তুমি জয়ী?

দুর্য্যো। যেই দিন জয়-লক্ষ্মী মাথায় বহিয়া
বসাইব সম্মুখে তোমার,
সেইদিন জিজ্ঞাসিয়ো মাতা।

গান্ধারী। মনেও এনো না বৎস,
ভীষ্ম দ্রোণে সহায় পাইয়া
সমরে করিবে তুমি পাণ্ডবে সংহার।

দুর্য্যো। একি অভিশাপ নাকি মাতা?

গান্ধারী। সত্য কথা, নহে অভিশাপ। সভাস্থলে

দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া আমার,—
শুধুই আমার কেন, তোমার পিতার—
তাঁহারেও করি' চক্ষুষ্মান্
গিয়াছেন শ্রীমধুসূদন।

দুর্য্যো। ওহো সেই ভীষণ কুহক!
চক্ষুষ্মতী করেনি তোমারে কৃষ্ণ, মাতা।
পিতারে দেখিয়া অন্ধ, মায়াজাল
করিয়া বিস্তার, তোমারেও অন্ধ ক'রে
চ'লে গেছে শঠ-শিরোমণি।
আমিও মা মায়াবলে
ভ্রমণ করিতে পারি আকাশ মণ্ডলে,
প্রবেশ করিতে পারি রসাতলে। যেতে পারি
ইন্দ্রপুরী অমরায়, ইচ্ছা যদি করি।
কুহকী কৃষ্ণের মত, আমারো শরীরে
অসংখ্য বিচিত্র রূপ করাতে পারি মা
প্রদর্শন। ইন্দ্রজাল, মায়া ও কুহক—
নারী তুমি—তোমাকে দেখাতে পারে ভয়,
গৃহীতাস্ত্র বীর আমি,
সে কুহকে লেশমাত্র ভীত নহি মাতঃ।
যাও মাতা স্বভবনে। শ্রীচরণে অনুরোধ—
জীবন থাকিতে যা পারিব না আমি,
সে কার্য্য হইতে মোরে
আর তুমি আসিও না নিরস্ত করিতে।
আগেই ক'রেছি আমি সমর ঘোষণা।
একপণ—হয় পঞ্চপাণ্ডব সংহার,

নয়, তব শত সন্তানের
বীরাশায্য রণাঙ্গন-ধূলিতে শয়ন।

গান্ধারী। তবে আর কি বলিব! তবে
ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধ কর দুর্য্যোধন।

নেপথ্যে কলরব

দুর্য্যো। অবশ্য করিব মাতা।
হীন নহে সন্তান তোমার।

গান্ধারীর প্রস্থান

ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রবেশ

দুর্য্যো। পিতামহ, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা
আপনার সৈনাপত্য করিয়া শ্রবণ
সিংহনাদে করিতেছে উল্লাস প্রকাশ!
সগর্ব্ব চরণক্ষেপে চ'লেছে তাহারা,
স-তরঙ্গ বিশাল নদীর মত,
কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী-তীরে।
কেন গর্ব্ব? বুঝিয়াছে তারা—
গাঙ্গেয় নায়ক যাহাদের,
নর ত দূরের কথা—কিবা দেব, কিবা
দৈত্য, অথবা উভয় হ'তে এ জগতে
আরও কেহ যদি থাকে শক্তিমান, কোন
মতে পারিবে না তাদের করিতে পরাজয়।
আগে হ'তে জয়-স্বপ্ন সমস্ত রথীর
গতিশব্দে হতেছে মুখর।
তথাপি তথাপি পিতামহ—কৌতূহল—
শুধু কৌতূহল—প্রশ্নের আমার
অপরাধ যদ্যপি না করেন গ্রহণ—

ভীষ্ম। বল বল—ভেবেছ কি মহারাজ,
কার্পণ্য করিব যুদ্ধে ?

দুর্য্যো। পাণ্ডব অত্যন্ত প্রিয় আপনার—

ভীষ্ম। প্রিয় কেন মহারাজ, প্রিয়তম হ'তে
প্রিয়তর। পাণ্ডব-প্রিয়তা মোর মোহ
নহে—ধর্ম্ম। তথাপি আশ্বস্ত হও রাজা।

কর্ণের প্রবেশ

এস, এসহে রাধেয়—
রণক্ষেত্রে গমনের আগে
হ'য়েছিল তোমারে দেখিতে অভিলাষ,
এসেছ সুযোগ্য কালে, দুর্য্যোধনে বলি—
তুমিও শুনিয়া যাও, শুন দুর্য্যোধন—
হ'ক প্রিয়, প্রিয় হতে প্রিয়,
অসীম প্রিয়তা-সেবা সে পঞ্চপাণ্ডব,
যখন প্রতিজ্ঞা করি' লইয়াছি
তোমার সৈন্যের ভার,
কার্পণ্য করিয়া যুদ্ধ করিব না আমি।

দুর্য্যো। নাশিবেন পাণ্ডবে ?

ভীষ্ম। সমর্থ হই যদি।

দ্রোণ। সত্যব্রত গাঙ্গেয়ের উপযোগী কথা।

শকুনি। (দুঃশাসনকে ইঙ্গিত) আরে মূর্খ, এ সমস্ত বৃথা কথা!
সেই-সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বল।

দুঃশাসন দুর্য্যোধনকে ইঙ্গিত করিল

দুর্য্যো। পিতামহ! কৌতূহল—

ভীষ্ম। আবার কিসের কৌতূহল—

দুর্য্যো। অন্য নহে পিতামহ—

ভীষ্ম। বার বার কথার সঙ্কোচে
আমার অবাধ গতি
নিরুদ্ধ ক'র না দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। ইচ্ছামৃত্যু আপনি মহান্—

ভীষ্ম। মৃত্যু-ইচ্ছা এখনো জাগেনি রাজা,
তবে, জীবন হ'য়েছে সুদুর্ভর।

দুর্য্যো। পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী
কতদিনে নাশিতে পারেন পিতামহ ?

ভীষ্ম। যোগ্য প্রশ্ন মহারাজ—এ প্রশ্ন করিতে
সঙ্কোচের কিছু নাহি ছিল প্রয়োজন।
অগ্রেই ব'লেছি—বলি পুনর্ব্বার,
যুদ্ধে না করিব কৃপণতা।
যদি নাহি মরি, এক মাসে
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য করিব বিনাশ।

শকুনি। (জনান্তিকে) ওই গণ্ডগোল দুঃশাসন—
আশার ভিতরে একটা বিষম ছিদ্র
'যদি নাহি মরি।'

দুঃশা। ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ,
মরণে যদ্যপি ইচ্ছা নাহি আপনার
কে বধিতে পারে আপনারে ?

ভীষ্ম। রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীরে যদ্যপি দেখিতে
পাই, অস্ত্রত্যাগ করিব তখনি।
জীবন থাকিতে মহারাজ,
আর স্পর্শ করিব না তাহা। (দুর্য্যোধনাদির হাস্য)

দুর্য্যো। সেই নারীমূর্ত্তি বীর ?

শকুনি। শিখণ্ডী ? দ্রুপদ-পুত্র ? (হাস্য) বৎস দুর্য্যোধন !
সেই অকল্যাণ-দৃষ্টি নারীমুখ রথীটার
বিনাশের ভার আমার উপরে দাও।

দুঃশা। আপনার সম্মুখে সে কোন কালে
উপস্থিত হইতে নারিবে পিতামহ।

ভীষ্ম। যদি পার সুবল-নন্দন,
যদি পার দুঃশাসন, রোধিতে তাহারে—
এক মাস মাত্র কালে,
ভূমিশায়ী হবে ওই সপ্ত অক্ষৌহিণী।

দুর্য্যো। আচার্য্য ?

দ্রোণ। আমারও ওই একমাস রাজা !
পঞ্চাশীতি বরষ বয়স—অতি বৃদ্ধ,—
তথাপি, তথাপি শুন রাজা,
জন্মে নাই হেন যোদ্ধা আজিও ভুবনে,
ন্যায় যুদ্ধে এই বৃদ্ধে বিনাশিতে পারে।

দুর্য্যো। পরম সন্তোষ মহাত্মন,
এ অপূর্ব্ব কথা—দৈববাণী মত
বিশ্বজয়ে করিছে আমারে উত্তেজিত।

দুঃশা। তুচ্ছ সে পাণ্ডব !

দুর্য্যো। তুচ্ছতম তাহাদের সহযোগী নৃপ !
মহাভাগ কৃপাচার্য্য ?

কৃপ। নিজ-শক্তি শত্রু-শক্তি, সমর-গুরুত্ব
সমস্ত বিচারে, মম অনুমান রাজা,
আমি পারি দুই মাসে।

অশ্ব। দশদিনে আমি পারি রাজা।

কর্ণ। আমি কি বলিব মহারাজ ?

দুর্য্যো। বল সখা, এখনো নিশ্চিন্ত নহি আমি।

কর্ণ। আমি পারি পাঁচ দিনে। পঞ্চম দিবস-শেষে
একটিও প্রাণী জীবনের চিহ্ন ল'য়ে
অবস্থিত না রহিবে পাণ্ডব শিবিরে।

ভীষ্ম। আত্মশ্লাঘাকারী হীন সূতের নন্দন,
এখনও দেখ নাই এক রথে
কেশব-অর্জ্জুনে। সহজ-দয়ালু রাধাসুত।
দেখিতেছি হারায়েছ কবচ-কুণ্ডল,
যে তাহা লইয়া গেছে, দেখিতেছি
সে তোমারি দয়া অস্ত্রে তোমারি ভবনে
তোমারে বধিয়া গেছে।
আর তুমি নহ অতিরথ, নহ রথী,
নহ অর্দ্ধরথী—তাই জেনো হে রাধেয়,
আর, রথীপদবাচ্য নহ তুমি।
শুন দুর্য্যোধন, কবচ-কুণ্ডলহারা
এই তব হতভাগ্য সখা,
কুসুম কোমল দেহ ল'য়ে,
রণস্থলে হীন সৈনিকের হীন
অস্ত্রমুখে দাঁড়াতে সমর্থ নহে আর।
কল্য ছিল যে অমর সম
আজি সে সহজ বধ্য।

কর্ণ। সত্য বটে পিতামহ,
সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী—ছিলাম অবধ্য

আমি মানবের। শুধুই মানব কেন!
মানব, দানব, দেবতার—
বিশ্বস্রষ্টা বিধি নহে গণ্যের বাহিরে।
কিন্তু আজ অমূল্য সে দু'টি বিনিময়ে
লভেছি সংহার-শক্তি। ইচ্ছামৃত্যু
শান্তনুনন্দন, আপনারো প্রাণ যদি
ল'তে ইচ্ছা করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু—
সেই দণ্ডে আচ্ছন্ন করিবে আপনারে।
এক রথে কেশব-অর্জ্জুন?
বিঁধিতে যদ্যপি চাই কেশব শরীর,
যদি বিঁধি কেশব-নির্ভর ধনঞ্জয়ে
আর চারি দিনে চারি ভ্রাতা!
পঞ্চম দিবস-শেষে তোমার কেশব
পঞ্চ পাণ্ডবের শোকে
অজস্র অশ্রুর ধারে রচিয়া তটিনী—
ভেসে ভেসে ফিরে যাবে দ্বারকায়।

ভীষ্ম। কি করিব বল দুর্য্যোধন।
যদি এই হীনসূত-প্রলাপে বিশ্বাসে
দিতে ইচ্ছা হয় তারে সৈনাপত্য ভার,
বল, অস্ত্র করি পরিত্যাগ।

কর্ণ। এত হীন নহি পিতামহ, আপনারে
করি' অতিক্রম, আমি হব সেনাপতি।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা যাহা, এখনো সে কথা মোর—
জীবিত রবেন যতদিন গঙ্গাসুত,
রণক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দিব নাকো আমি।

ভীষ্ম। অনুজ্ঞা করহ রাজা, কুরুক্ষেত্রে চাল।

দুর্য্যো। আজ্ঞা আপনার পিতামহ আজ্ঞাবহ
দাস আমি। আপনি যুদ্ধের নেতা—
আমরা সকলে অনুচর। ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রস্থান

দুর্য্যো। শিখণ্ডী বধের ভার লইলে মাতুল?

শকুনি। নারীবধ 'ভার' বলা
বিরাট হাস্যের কথা রাজা। দুঃশাসন-সহ প্রস্থান

কর্ণ। পিতামহ প্রতি ক্রোধে অস্ত্রত্যাগ করি
তোমার বিষম ক্ষতি করিয়াছি সখা।

দুর্য্যো। কেন—কেন সখা?
মাতুল কি শিখণ্ডীরে রোধিতে নারিবে?

কর্ণ। সংশয়—সংশয়—হবে অসম্ভব, যদি
ধনঞ্জয় বাসুদেব রক্ষা করে তারে।
কিন্তু আমি? হায়, পাণ্ডব-বিজয়ে রাজা
অস্ত্র ধরা আমার না হ'ত প্রয়োজন।

দুর্য্যো। বুঝিতে যে অক্ষম রাধেয়—বল বল—
কেন সখা, একথা বলিলে তুমি?
মাতুল কি পারিবে না? দুঃশাসন? আমি?
জয়দ্রথ? অশ্বত্থামা? কৃপাচার্য্য? দ্রোণ?
কেহ পারিবে না?

কর্ণ। 'হীন হীন' ব'লে নিত্য,
ক'রেছিল বৃদ্ধ মোর মস্তিষ্ক চঞ্চল!
কি এক অশুভক্ষণে আত্ম হারাইয়া
করিনু প্রতিজ্ঞা—অস্ত্রত্যাগ রণস্থলে।
তার ফলে—দেবের অবধ্য, মহাপ্রাজ্ঞ,

মহাধনুর্দ্ধর, মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ
ক্ষুদ্র বালকের বাণে হইবে নিহত!

দুর্য্যো। কেহ পারিবে না, আগম রোধিতে তার?

কর্ণ। মনে লয় মহারাজ, আমি ভিন্ন আর
কোনও ধনুর্দ্ধর পারিবে না।

দুর্য্যো। কোন কালে—সংশয় করিনি সখা
তোমার বিক্রমে। তোমার অস্তিত্ব-গর্ব্বে
গর্ব্বান্বিত আমি। আজ একবার—
অনুরোধ—দাও বুঝাইয়া।

কর্ণ একাঘাতিনী শক্তি বাহির করিল

অসংখ্য বিদ্যুৎধারামুখী!
ও-কি অদ্ভুত, অঙ্গরাজ?

কর্ণ। কবচ-কুণ্ডল-বিনিময়ে লভিয়াছি
একবিঘাতিনী শক্তি—দিয়াছে বাসব।
উপদ্রুতা পৃথিবী রক্ষায়—দানব সংহার
কালে—একবার হয় প্রয়োজন।
সমস্ত আকাশ-ভরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
হ'য়ে চূর্ণ, হ'ত যদি সখা,
শিখণ্ডীর দেহ আবরণ,—
শক্তির আঘাত তারা রোধিতে নারিত।

দুর্য্যো। তুলে রাখ, তুলে রাখ সখা!

কর্ণ। তুলে রাখি?

দুর্য্যো। রাখ—রাখ, করযোড়ে অনুরোধ—
হে আমার আত্ম হ'তে প্রিয়—
তুলে রাখ, যতদিন ভিক্ষা নাহি করি।

কেশবের দেহভেদ করি',
একদিনে পাণ্ডব-সংহার নাহি চাই।
পাঁচদিনে—পঞ্চভ্রাতা।

কর্ণ। এই উরস-পিঞ্জরে
রাখিলাম লুকাইয়া রাজা।
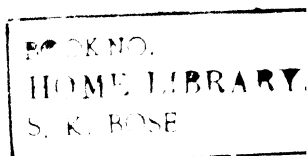
চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—কক্ষ

কর্ণ ও দুঃশাসন

দুঃশা। কি যে হ'ল, বুঝিতে নারিনু অঙ্গরাজ!

কর্ণ। সমস্ত বুঝেছি আমি। মোহিনী-মায়ায়
সবারে ক'রেছে অন্ধ, দেখায়েছে বাজি।
আগে হ'তে মুগ্ধ ভীষ্ম, মুগ্ধ সে বিদুর,
কৃষ্ণ যা দেখিতে বলে, তাই দেখে তারা।
পিতা তব চির অন্ধ—যা শুনেছে কানে,
অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাই ক'রেছে দর্শন।
সব মিথ্যা—মায়া সে মোহিনী—
সকল অস্তিত্ব-শূন্য—একমাত্র সত্য
সেথা, ছিল সে নিপুণ বাজিকর।

দুঃশা। বড়ই বিষণ্ণ আজি পিতা—
হেঁটমুণ্ডে চিন্তায় মগন।

কর্ণ। সত্বর চলিয়া যাও ভ্রাতঃ,
করিয়া আমার নাম—

বিষণ্ণ হইতে নিষেধ করহ তাঁরে।
কল্য প্রাতে ক'রে দাও সমর ঘোষণা।
কৃষ্ণের ওই বিশ্বরূপ বাজি,
সভাস্থলে সবারে শুনায়ে গেল—
হ'য়েছে আসন্ন-মৃত্যু সমস্ত পাণ্ডব।

দুঃশা। তবে যাই ?

কর্ণ। এখনি—বিলম্ব নহে ক্ষণ। অদর্শন-
অবকাশে যদি সন্ধি ক'রে ফেলে রাজা !

দুঃশা। একি অঙ্গরাজ !

কর্ণ। দেখো না দেখো না অঙ্গ—হ'য়েছি, হ'য়েছি,
সত্য—কবচ-কুণ্ডল বিনিময়ে
অমোঘ শক্তির অধিকারী।
দেখো না—দেখো না অঙ্গ মোর, চ'লে যাও—
রাজাকে আশ্বাস দাও, দেখো না—দেখো না
মোরে—আমি অঙ্গরাজ। দুঃশাসনের প্রস্থান

পদ্মাবতীর প্রবেশ

কর্ণ। বিষণ্ণ কি হেতু প্রাণময়ী ? হারায়েছি
কবচ-কুণ্ডল ? দৃষ্টির প্রহার মোর
সহিতে অক্ষম যেবা, ভেবেছ কি
বধ্য আমি রণক্ষেত্রে সে বীরের কাছে ?

পদ্মা। পক্ষপাতী হইল দেবতা ! নরে নরে
প্রতিদ্বন্দ্বী—দিবে রণে যে যার শক্তির
পরিচয়,—মাঝে হ'তে বাদী হ'ল
সব ! ধিক্ দেবতায়—
ধিক্ তার সুরপতি নামে।

নর প্রতি হীন মায়া বশে
ভিখারী সাজিয়া কপট ভিক্ষার নামে,
জীবন লুঠিতে এলো গৃহে—সে তস্কর !

কর্ণ। ধিক্কার দিয়ো না তারে দেবি !
দেবেন্দ্র ক'রেছে দয়া—
করিয়া কবচ-শূন্য উরস আমার।
কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক্।
সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেছে মর্ম্মের পীড়ক
একটি অশান্তি মোর,—
নিত্য নিত্য নিশামাঝে,
নিভৃত চিন্তার এক নিষ্ঠুর প্রহার।
হীন বংশে জন্মিয়াছি আমি—
অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা—
অন্তরে বাহিরে করে ঘৃণা মোরে।
সর্ব্বদা সকলে মিলে কটূক্তি শুনায়
সভাস্থলে। সেই আমি চিরঘৃণ্য—
রাধার নন্দন, আমারে কি হেতু প্রিয়ে
দেবতা-দুর্ল্লভ এই দান ?
কেবা সে দেবতা ? কেন সে দিয়াছে মোরে—
জন্মসঙ্গে এই মোর লজ্জা-অভিশাপ ?
মিত্র নহে সে আমার, ক'রেছে শত্রুতা।
যদি আমি বধিতাম ধনঞ্জয়ে রণে,
পৃথিবী গাহিত—ওই সব অভিজাত
করিত চীৎকার—

আকাশে তুলিয়া প্রতিধ্বনি,
"হীনজাতি সূতপুত্র বধেনি অর্জ্জুনে,
বধেছে তাহার ওই কবচ-কুণ্ডল।"
কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক্—
আছে কর্ণ—আর তার উপাধি—রাধেয়।
এ যদি আমার থাকে, এখনো, এখনো
আমি ভুবনে অজেয় পদ্মাবতী।
রামের সর্ব্বস্ব ল'য়ে আসিয়াছি ঘরে,
এ জগতে এখনো এমন কেহ নাই
রাম-শিষ্যে করে অতিক্রম।

পদ্মা। তাই বল, তাই বল প্রভু,—
আবার উল্লাস আনি প্রাণে।

কর্ণ। উল্লাস—উল্লাস। কর্ণের গৃহিণী তুমি,
বিষাদের স্বরূপ কেমন,
এ জীবনে জানে না যে জন।
বিষণ্ণতা তোমারে দেখিতে আসি',
হাসিতে হাসিতে যাক্ নিজগৃহে ফিরে।

পদ্মা। তথাপি সংশয়—

কর্ণ। সংশয়? কি হেতু প্রিয়ে?
সমরে আমার পরাজয়?

পদ্মা। কোথা হ'তে—কখন কেমন ক'রে আসে—
বুঝিতে না পারি। দূর ক'রে দিতে চাই—
এমন কঠিন ভাবে সময়ে সময়ে
আক্রমণ করে মোর মন—
কোন মতে পরাস্ত করিতে নারি তারে।

কর্ণ। কিসের সংশয় ? যখনি আসিবে সেটা
তোমারে করিতে আক্রমণ,
দৃঢ়স্বরে তখনি শুনাবে তারে,
স্বামী মোর মহীয়সী রাধার নন্দন।

পদ্মা। হায় ! তাই ত বলিতে যাই। কিন্তু নাথ,
বলিবার মুখে, শুনাইতে
দুরন্ত সংশয়ে কে যেন দু'কর দিয়ে
করে মোর ওষ্ঠ আচ্ছাদন। মনে হয়,
সংশয়ের মূল যেন নিহিত র'য়েছে,
প্রিয়তম, তোমার রাধেয়-পরিচয়ে।
মনে হয়, ওই পরিচয়-গর্ভে
তোমার সমস্ত শক্তি রয়েছে নিহিত।
শুধু কি সংশয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়—
থাকে থাকে হৃদয় দলিয়া উঠে জেগে।
মনে হয় দৈবের বিপাকে যদি নাথ,
একবার ভাঙ্গে পরিচয়, তোমার ওই
তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত
কণা হ'তে কণা হ'য়ে
পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে। আর তাহা
একত্র করিয়া এ শক্তি-ভাণ্ডার মধ্যে
(কর্ণের বক্ষে হস্ত দিয়া)
কেহ যেন পারিবে না প্রভু, সে অপূর্ব্ব
শক্তি রাশি পুনরায় করিতে সঞ্চিত।

কর্ণ। মিথ্যা নহে প্রাণময়ী।

পদ্মা। মিথ্যা নহে ? আশঙ্কা আমার তবে সত্য ?

কর্ণ। সত্য। যত কিছু শক্তি মোর
সমস্ত নিহিত ওই 'রাধেয়' সংজ্ঞায়।
পদ্মা। তবে কি—তবে কি—
কর্ণ। সাবধান পদ্মাবতী, মনেও করো না
উচ্চারণ। কখনো কি দেখেছ জীবনে
সে অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ ? দূর হ'তে
তরুণ সন্তানে দরশনে বাৎসল্যে
গলিত অঙ্গ—সুধাধারে ক্ষীরের সঞ্চার—
অন্ধ আঁখি, বাহু সঙ্গে উন্মুক্ত করুণা!
তুমিও ত মাতা পদ্মাবতী,
সত্য বল— তুমিও কি পেরেছ বষিতে
সে অপূর্ব্ব স্নেহধারা অঙ্কস্থ সন্তানে ?
পদ্মা। পারি নাই, দেখি নাই, শুনিয়াছি প্রভু।
কর্ণ। কোথায়—কোথায় প্রিয়তমে ?
পদ্মা। বৃন্দাবনে, যশোদার স্নেহ—
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হ'ত গোপালের শিরে।
কর্ণ। সত্য—আমিও শুনেছি। শুধু আমি কেন,
বিশ্ববাসী শুনিয়াছে সে স্নেহের কথা।
পদ্মা। কিন্তু হায়, প্রিয়তম,
সেই কৃষ্ণ হ'ল শেষে দেবকী-নন্দন।
কর্ণ। জন্মেছে কি মৃত্যুভয় প্রিয়ে ?
পদ্মা। না—না!
কর্ণ। ভেবেছ কি, হীন যোদ্ধামত
জীবনে মানিব পরাভব ?
পদ্মা। না—না! কখন ভাবি না প্রিয়তম।

কর্ণ। চ'লে যাও—নিশ্চিন্তে ঘুমাও প্রিয়তমে !
সকল পুরুষ কৃষ্ণ নয়,
সব নারী হয় না যশোদা।
নারী-শিরোমণি রাধা জননী আমার। পদ্মাবতীর প্রস্থান

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষ। পিতা—পিতা!

কর্ণ। কি—কি প্রিয়তম? বল—বল

(বৃষকেতু কেবল নেপথ্যের দিকে চাহিল)

কি আছে, কে আছে হোথা বল প্রিয়তম।
উল্লাসে বলিতে এলে, এসে মূক মত,—
ওকি বৃষকেতু? উল্লাস নয়নে ঝরে,
অধরোষ্ঠে নাচিছে উল্লাস—কারে দেখে?
বল বৎস, কারে দেখে নিরুদ্ধ নিশ্বাস?

(নেপথ্যে) কৃষ্ণ। যাও প্রতিহারী,
পাইয়াছি প্রভুকে তোমার।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কর্ণ। (অগ্রগমন করিতে করিতে) পদ্মা—পদ্মাবতী!

কৃষ্ণ হস্ত তুলিয়া নিষেধ করিলেন

না—না—না—ছুটে যা, ছুটে যা বৃষকেতু,
ডেকে আন্ তোর জননীরে।
বল্ তারে এসেছে তাহার ঘরে
বিনা নিমন্ত্রণে তার নারায়ণ।

বৃষকেতু ছুটিয়া যাইতে কৃষ্ণ তাহাকে ধরিলেন

কৃষ্ণ। অপেক্ষ—অপেক্ষ প্রিয়তম।
যেয়ো পরে, আদেশ করিব যে সময়।

রহ দ্বারে, দ্বারীরূপে দ্বার আগুলিয়া।
অন্য প্রাণী কেহ যেন না পশে এ ঘরে।

বৃষ। মাকে বলিব না?

কৃষ্ণ। না।

বৃষ। আমি থাকিব না?

কৃষ্ণ। না।

বৃষ। মা যদি আসিতে চান?

কৃষ্ণ। নিষেধ করিবে তাঁরে। বৃষকেতুর প্রস্থান

কর্ণ। তারপর? একি সত্য?
অথবা সে বিরাট স্বপন—
কল্য যাহা দেখায়েছ কৌরব সভায়—
একটি মধুর অংশ তার এই দিব্য
অপরূপ হীন জাতি সূতপুত্র-গৃহে?

কৃষ্ণ। এসেছি আমার আর্য্যে দিতে নমস্কার!

কর্ণ। হে ঐন্দ্রজালিক!
করিতে এসো না মোরে মন্ত্রমুগ্ধ!
আমি কর্ণ, হীন সূত—রাধার নন্দন।

কৃষ্ণ। নহেন আপনি আর্য্য!

কর্ণ। নহি আমি?
সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল ক'র না বাসুদেব!

কৃষ্ণ। কথায় কি হ'ল অবিশ্বাস?

কর্ণ। সত্য-আবির্ভাব তুমি—মধুর হইতে
সুমধুর! মুগ্ধ নর বলে—নারায়ণ!
কিন্তু হে কেশব, ঐ সত্য তোমার আজি
ব্রহ্মাস্ত্রের বলে—

আমার এ মুক্তবক্ষে করিল প্রহার।
বধ্য আজি আমি যেন সবাকার।
আর একবার—শুনাও আমারে বাসুদেব,
নিশ্চিন্ত নিশ্বাসে মরিতে প্রস্তুত হই—
নহি—নহি কি রাধেয় আমি ?

কৃষ্ণ। না, আপনি কৌন্তেয়। কর্ণ বসিয়া পড়িলেন
সত্য বটে মতিমান,
অতি এ বিস্ময়কর কথা।
কিন্তু সত্য—যথা আমি আপন সম্মুখে।
পিতৃস্বসা-গর্ভে তুমি জন্মেছ ধীমান্,
কন্যাকালে জননীর—আদিত্য ঔরসে।

কর্ণ। (উঠিয়া) তারপর ? জানিয়া পরম শত্রু মোরে
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ ? হেসো না—হেসো না—
এ হ'তে সুতীক্ষ্ণ নয় গাণ্ডীবীর বাণ।

কৃষ্ণ। নহে আর্য্য, লইতে এসেছি আপনারে !

কর্ণ। কোথায়—কোথায় কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। যেই স্থানে অনুতপ্তা জননী তোমার,
ব'সে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায়।
মতিমান সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তুমি—
শাস্ত্রমতে পাণ্ডুর তনয়—বৃষ্ণিকুলে
আমি তব ভ্রাতা। সত্যসন্ধ দাতৃশ্রেষ্ঠ
করুণা-নিধান ! তাই আমি আসিয়াছি
নিমন্ত্রণ করিতে তোমারে।
হে আর্য্য, মিনতি মোর—
ফিরে এসো নিজ গৃহে। অধিকার কর

তব—হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্ম্মানুমোদিত
সিংহাসন। যুধিষ্ঠির হ'ন যুবরাজ।
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধরুন মস্তকে।
হ'ক ধনঞ্জয় তব রথের সারথি।
প্রতি দিবসের ষষ্ঠ ভাগে
আসুন দ্রৌপদী তব করিতে অর্চ্চনা।
দু'টি মাদ্রীসুত তব হ'ক অনুচর।

কর্ণ। এত পুরস্কার-প্রলোভন, হে কেশব,
ইষ্ট কোন কালে ধরেনি সম্মুখে!
প্রতিদানে লহ কৃষ্ণ, লহ প্রিয়তম,
এ দীন ভ্রাতার আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
চূর্ণ করি' মর্ম্মস্থল ফুটিয়া উঠিল
যেই স্বপ্নহারা স্নেহ, হে কিশোর,
হে মধুর, কৃতার্থ করিতে মোরে
ধর শ্রীঅধরে! (চুম্বন) পদ্মাবতী!

কৃষ্ণ। (হস্ত উত্তোলন) যাবে না, যাবে না দাদা!

কর্ণ। শুনেছো আমার কথা, দেখেছো আমারে!
হে সর্ব্বজ্ঞ নরোত্তম, প্রকৃতি আমার
এখনো কি তোমার অজ্ঞাত—

কৃষ্ণ। পিতৃষ্বস্রা প্রেরিত হইয়া
করজোড়ে আপনারে করি আবাহন

কর্ণ। জেনেছে কি ধর্ম্মরাজ?
শুনেছে কি মা'র মুখে এ মত্ত কাহিনী?

কৃষ্ণ। শুনিয়াছি আমি। আর এক অন্তরঙ্গ—
শুনেছে বিদুর মহামতি।

কর্ণ। অনুরোধ—যতদিন নাহি মরি আমি,
এ নিষ্ঠুর ইতিহাস শুনায়ো না তাঁরে।
শুনিলে সর্ব্বস্ব ত্যজি', আসিবেন
গলবস্ত্রে পূজিতে আমারে যুধিষ্ঠির।
ঠেলিলাম বাসুদেব, তব অনুরোধ—
পারিব না উপেক্ষা করিতে তাঁরে।
চির-লোভনীয় সঙ্গ যার—
সে যে আজ অনুজ আমার বাসুদেব!
হইবে সঙ্কল্পে মোর প্রচণ্ড আঘাত,
ভয়—কৃষ্ণ, চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণ। পৃথ্বীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়
বাক্য মম কর প্রণিধান।

কর্ণ। রাধেয়—রাধেয় বল ভাই।
হে অদ্ভুত, হে অনন্ত অন্ধকার হ'তে
চক্ষুর নিমেষহারা রূপোচ্ছ্বাস ল'য়ে
ক্ষণ-প্রকটিত দীপ্ত আহার আলোক!
বিয়োগান্ত এ অপূর্ব্ব প্রথম মিলনে
এই লও কৌন্তেয়ের শেষ আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
আবার রাধেয় আমি।
পৃথ্বীর সংহার দশা বলিতেছ তুমি?
রসাতলে কবে সে যাইবে বাসুদেব?
নিষ্ঠুর জননী-ত্যক্ত, সদ্যোজাত শিশু,
অজ্ঞানে অবস্থা বুঝে ভূমিতে পড়িয়া
যে সময় তারস্বরে করিল ক্রন্দন,
বিদীর্ণ হইয়া পৃথ্বী—সীতারে যেমন—

কেন তারে সে সময় লুকালো না কোলে ?
বাসুদেব ! ব'ল না কৌন্তেয় আর মোরে।
আবার রাধেয় আমি।

কৃষ্ণ। জেনেছি যখন ভাই, রাধেয় বলিব
কোন্ মুখে ? মনঃক্ষোভ ল'য়ে
ফিরিয়া চলিনু আর্য্য, দেহ অনুমতি।

কর্ণ। মনঃক্ষোভ ? হ'তেছে তোমার ? কি রূপ সে
প্রিয়তম ? বল কৃষ্ণ, বল ভাই,
কিরূপ তীব্রতা তার ?
স্বর্গ মূল্যহীন-করা উপহার—
ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে অশক্ত আমি।
প্রতিযোদ্ধা জ্ঞানে, এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা—
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস—
আজ সে আমার কৃষ্ণ, কনিষ্ঠ সোদর।
দূর হ'তে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম—এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে !
মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা। বাসুদেব !
মর্ম্ম-ভাঙা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি',
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা !

কৃষ্ণ। আর শুনাব না মহাত্মন্। সদাব্রত, দানব্রত
আদিত্য-নন্দন, রাধার বাৎসল্য স্মরি',
এই যে করিলে তুমি ত্যাগ—পৃথিবীর আধিপত্য,
আভিজাত্য—অস্তিত্ব তোমার এই যে হে
নিক্ষেপ করিলে তুমি চির অন্ধকারে—
হে আর্য্য, প্রণতি করি' বলি আপনারে,
আজি হ'তে দান বাক্য
চিরদিন সংযুক্ত রহিবে তব নামে।

কর্ণ। আবাহন করিবারে, হে বৃষ্ণী-কুঞ্জর,
কোন কালে ছিল না সাহস—
সেই তুমি বিনা নিমন্ত্রণে সূত-গৃহে—

কৃষ্ণ। না আর্য্য, না আর্য্য—আসিয়াছি নিজগৃহে।

কর্ণ। বৃষকেতু!—বাসুদেব সূতপুত্র আমি—
কিন্তু ওই অজ্ঞান বালক?

কৃষ্ণ। সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র—যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন
মাদ্রীর তনয়—পিতৃব্য তাহার হে পাণ্ডব!

বৃষকেতুর প্রবেশ

কর্ণ। বৃষকেতু বল গিয়া মাতারে তোমার—
এসেছে অপূর্ব্ব এক অতিথি তাহার
ঘরে। আবাহন নাহি তার, নাহি বিসর্জ্জন।
গৃহস্বামী বলিলে অতিথি অতিথি বলিলে
গৃহস্বামী।—লয়ে যাও। (মৃদুস্বরে) ভাল কথা!
যখন যাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ো প্রণাম
ভ্রাতঃ, মৃত্যুরূপা মাতারে আমার।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

দ্রৌপদী। দুরাত্মার বন্ধনের ভয়ে,
তুমি নাকি, জনার্দ্দন,
বিরাট হইয়াছিলে কৌরব সভায় ?

কৃষ্ণ। তারা বলে—প্রিয় সখী !

দ্রৌপদী। তারা বলে ! তুমি বুঝি ক'রেছ শ্রবণ,
তাহাদেরি মুখ হ'তে ?
ভীত-চিত্ত দেখিয়া বিরাটে
সলজ্জ হইয়া চির-নির্লজ্জ কৌরব,
সঙ্কুচিত করিল কি বাঁধনের দড়ি ?

কৃষ্ণ। কোন মতে হতভাগ্য সর্ব্বনাশ হ'তে
নিরস্ত হ'ল না প্রিয়সখী।

দ্রৌপদী। কি হেতু কেশব—পার কি বলিতে তুমি ?
মুখে মোর নাহি লেখা, সে ত সখা
দিবে না উত্তর। চোখে মোর আসে অশ্রু—
সাগ্রহে উত্তর তারা করে আচ্ছাদন,
নয়নে কি দেখিছ কেশব ?
দুই ওষ্ঠে কথার ভিতর দিয়া
আমার প্রাণের কথা রেখেছি গোপনে,

প্রাণময়, পড়িতে কি শিখ নাই
সখীর প্রাণের লেখা ?

কৃষ্ণ। তুমি বল, আমি শুনি—বহুকাল পরে
দেখিতেছি তব মুখে পূর্ণ প্রফুল্লতা !
দেখে, ভারে ভারে কি জানি যে কেন সখী,
আসে ধারায় ধারায় অশ্রু।
তোমার লোচন-বিন্দু প্রহরী ব'সেছে
মর্ম্মদ্বারে, আমার রোধিছে দৃষ্টি—বল
প্রাণসখী, শুনি আমি। পারিব না আমি
বহুক্ষণ অবস্থিতি করিতে এখানে—
এখনি রাজার দেবী, আসিবে আহ্বান।

দ্রৌপদী। আগে তুমি বল—বল, বল—
বলিতেই হবে প্রাণসখা !
কি প্রকার সে বিরাট ? কোন্ জগতের
কিরূপ মাটিতে গঠিত হ'য়েছে তাহা ?
গোপীর শাসন ভয়ে ভীতি-বিকম্পিত,
যেই দুটি চাহিত হে সর্ব্বদা সশঙ্ক
চারিধারে, সেই, এই দু'টি ঢল ঢল
আঁখি, বল ননীচোর, কতবড়
হ'য়েছিল ? বহিয়া নন্দের বাধা,
যে কোমল শির-শীর্ষে চিহ্ন পড়েছিল,
বলহে গোপাল, সে মাথা তোমার,
কত দূরে উঠেছিল ? সকলে বলিছে—
বিশেষতঃ জনার্দ্দন, তোমার প্রাণের সখা—

কৃষ্ণ। সখা কি ব'লেছে সখী ?

দ্রৌপদী। বলে—ভাগ্যবান ধৃতরাষ্ট্র, ভাগ্যবতী
জননী গান্ধারী—বিরাট দেখিল তারা।
যে ভাগ্য পাণ্ডব মধ্যে পাইল না কেহ।
এত তার প্রিয় যে পাঞ্চালী,
তারও ভাগ্যে হ'ল না দর্শন।

কৃষ্ণ। দেখিতে কি আছে অভিলাষ?

দ্রৌপদী। বলে—বিস্ময়কে বিস্মিত করিয়া
সহসা জাগিল মূর্ত্তি। সহস্র মস্তক,
সহস্র সহস্র হস্তপদ,
সর্ব্ব দিকে চক্ষু তার,—কর্ণ সর্ব্ব দিকে—
অপূর্ব্ব পুরুষ এক,—কি বিরাট—
স্বদেহে সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করি',
দাঁড়াইল—ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে উঠে গেল শির,
আরও ঊর্দ্ধে, বিশ্বের বাহিরে দশাঙ্গুলি।

কৃষ্ণ। দেখিতে কি ইচ্ছা কর সখী?

দ্রৌপদী। কখন না, কখন না—বাসুদেব, এই
ক্ষুদ্র মর্ম্মস্থল, কত কষ্টে ধ'রে আছি
ওই দু'টি চরণ কমল।
সহস্র সহস্র পদ ওই বিরাটের
রাখিবার স্থান কোথা সখা!
ক্ষুদ্র নারী, মুগ্ধ-দৃষ্টি, বিজ্ঞতা-বিহীন—
তোমারে দেখার সঙ্গে, আনন্দ-পরশে
মুগ্ধ-প্রাণে পশে মাদকতা। রুক্মিণী-বল্লভ,
তোমার বিরাটে আমার কি প্রয়োজন?
ক্ষুদ্র ঘট, স্বল্প জলে তৃপ্তি করি লাভ,

তৃষ্ণা নিবারণে সখা,
কি হেতু যাইব মহাসাগরের তীরে ?

কৃষ্ণ। আমি ত সর্ব্বদা সখী, কিঙ্করের মত
নিযুক্ত হইয়া থাকি তোমার সেবায় !
কিঙ্করীর মত সত্যভামা সখী তব
তুষিতে তোমারে চেষ্টা করে !

দ্রৌপদী। হে পাণ্ডব-নাথ, তুমি জান কেবা তুমি,
তুমি জান আমি কে তোমার। কিন্তু আমি
চিরদিন অগ্নিমন্ত্রে রেখেছি স্মরণে—
সেই দিন। যে বিষম দুর্দ্দিনে আমার
হ'য়েছিল হস্তিনায় ঘৃণিত-লাঞ্ছনা।
কিন্তু সে দুর্দ্দিন কি অপূর্ব্ব স্বস্তি শুভ
এনেছিল ঘনকৃষ্ণ উষ্ণীষে বাঁধিয়া !
হে মধুসূদন, সেই দিন ক'রে গেছে,
তোমাতে আমাতে কি মধুর, কি প্রাণদ,
সম্বন্ধ স্থাপন ! হেঁটমুণ্ডে পঞ্চ স্বামী,
হেঁটমুণ্ডে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ।
পাপহস্তে বস্ত্রাঞ্চলে তীব্র আকর্ষণ,
উৎফুল্ল নয়নে চেয়ে পাপ দুর্য্যোধন,
পার্শ্বে তার দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ ও শকুনি।
কর্ণের সে কুটিল নয়ন
বলিতে লাগিল যেন বিষাক্ত ভাষায়,
"কি পাঞ্চালি, সূতপুত্রে, বরিবে না ব'লে
দম্ভ যে দেখালে স্বয়ম্বর সভাস্থলে,
হে পঞ্চ স্বামীর আদরিণী,

সে দম্ভ কোথায় রেখে এলে ?
আজ তুমি কোথা ?
কোন্ দাসে করিতে এসেছ ভাগ্যবান্ ?"
তখন চাহিয়া দেখি, সব শূন্য—
সর্ব্ব দৃশ্য পলায়েছে দৃষ্টিসীমা হ'তে।
পঞ্চ সিংহ দেহরক্ষী যার,
সে আজ জগতে অসহায়া—একাকিনী !

কৃষ্ণ। সে দারুণ ইতিহাস পুনরুচ্চারণে
কর না কাতর মোরে প্রিয়সখী ! শুনে
কৌরব-বিনাশে, উত্তেজনা বশে
সুদর্শনে হাত দিতে হয় অভিলাষ।

দ্রৌপদী। তাই যে আমার বাঞ্ছা সখা !
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা তুলে, তোমারে যে
কাতর করিতে আমি চাই।
সেইদিনে সম্বন্ধ নির্ণয়—
তুমি কেবা, আমি কে তোমার।
ডাকিলাম—হে বিশ্ব-আত্মন, এসো এসো,
রক্ষা কর, কৌরব-সাগরে ডুবে মরি—
কেহ আসিল না। এস কৃষ্ণ জনার্দ্দন,—
আসিবার চিহ্ন আসিল না।
এসো এসো হে গোপীবল্লভ !
কেবা যেন আসিতে আসিতে ফিরে গেল !
শ্যাম-প্রেম বিলাসিনী—
শুদ্ধ শ্যাম-সুখের কামিনী
গোপী আমি নহি যে কেশব !

আমারে অপরিচিত দেখে বুঝি সখা,
আসিতে আসিতে এলোনা সে।
ডাকিলাম, দীনবন্ধু বিপদ-বারণ!
আরো তীব্র আকর্ষণ—
বস্ত্রাঞ্চল চ'লে গেলো দুরাত্মার করে!
অবশিষ্ট মাত্র মোর লজ্জা-আবরণ।
ডাকিলাম, কোথা আছ লজ্জা নিবারণ?
পূর্ব্বমত, কেহ না আসিল বাসুদেব।
ত্রস্ত হ'ল কটির বসন,
গেল লজ্জা, গেল ধর্ম্ম, সতীত্ব মর্য্যাদা
গেল!—দুই করে তখন আবরি' চক্ষু
উঠিনু ডাকিয়া তারস্বরে,
এলে না—এলে না তুমি, হে পাণ্ডব সখা?
"এই যে এসেছি সখি,
চেয়ে দেখ এই যে সম্মুখে আমি।"
চেয়ে দেখি সত্য—এই হাসি, এই আঁখি,
এই গণ্ড, এইমত তাহে অশ্রুধার।
কিন্তু শান্ত, কি সৌম্য, মধুর!
অত মধু সহিতে নারিল দৃষ্টি মোর,
আবার সে লুকাইল পলক ভিতরে।
ফিরিল বাহ্যজ্ঞান, চেয়ে দেখি—
স্তূপাকার নানাবর্ণ বসনের রাশি
আচ্ছন্ন ক'রেছে সভাস্থল।

কৃষ্ণ। এখন বুঝিনু কৃষ্ণে, তোমারি নিশ্বাস—
সন্ধির সকল চেষ্টা ক'রেছে নিষ্ফল।

দ্রৌপদী। নিশ্বাস—নিশ্বাস—সত্যই ব'লেছ সখা,
অগ্নি-শৈল-জ্বালাভরা আমার নিশ্বাস !
বুঝিতে কি পার নাই জনার্দ্দন,
রুদ্রক্রোধে উন্মত্তের মত সে নিশ্বাস
এখনো ভ্রমিছে সভাস্থলে ?
তারি স্পর্শভয়ে সখা তোমার বিরাট
কোন্ বনে বিরাট গহ্বরে লুকায়েছে।

কৃষ্ণ। এখন বুঝেছি সখি,
সর্ব্বদোষ-পরিমুক্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি রাজা
এত যে করিল চেষ্টা নিরস্ত হইতে
জ্ঞাতিবধে, কোন্ শক্তি সে সমস্ত পণ্ড
ক'রে দিল। বিধাতা সহিতে পারে—
দানব-মানব কৃত সর্ব্ব উপদ্রব,
সহিতে পারে না শুধু—অনাথ ক্রন্দন,
অনশনে জাতির মরণ,
আর পারে না পারে না—কোনমতে—
কার্য্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। একি ! নারী সঙ্গে নিরালায়
এখনো এত কি মর্ম্মকথা !
চ'লে এসো হৃষিকেশ, রাজার আদেশ—
চ'লে গেছে শেষ অক্ষৌহিণী, অভিমন্যু
অবশিষ্ট ছিল, পঞ্চভ্রাতা সঙ্গে ল'য়ে,
লইয়া রাজার আশীর্ব্বাদ, ক্ষণপূর্ব্বে

সেও গেল চ'লে। সর্ব্ব-অবশিষ্ট
তুমি আর আমি। ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্ব-সেনাপতি,
তথাপি আদেশ—আমাকে হইতে হবে
বাহিনীর সর্ব্বপ্রান্তে জাগ্রত প্রহরী।
চ'লে এসো, চ'লে এসো। যখন আসিবে
ফিরে পাণ্ডবে করিয়া জয়দান,
অবশিষ্ট মর্ম্মকথা নির্জ্জনে বসিয়া
শুনাইও প্রাণের সখীরে। যাজ্ঞসেনী,
রাজার ইচ্ছায় তোমারে জানাই আমি,
যতদিন মহারণ নাহি হয় শেষ,
ততদিন দাস দাসী ল'য়ে,
এই উপপ্লব্য নগর-প্রাসাদে ক'র অবস্থান।

দ্রৌপদী। সমাচার ?

কৃষ্ণ। যবে যোগ্য হবে শুনাইতে
হেথায় বসিয়া সমস্ত শুনিবে সখি !

অর্জ্জুন। রণস্থল দেখিতে বাসনা আছে ?

কৃষ্ণ। সখা ! সখীর হইয়া আমি বলি—আছে।

অর্জ্জুন। ভাল, কর্ণ সঙ্গে যেইদিন
হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ মোর, সেইদিন
সখা এসে রাজার শিবিরে
তোমারে লইয়া যাবে, পাঞ্চাল-নন্দিনী।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। ধনঞ্জয় (সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল)

অর্জ্জুন। মহারাজ !

যুধি। এই যে এই যে—তুমিও এখানে কৃষ্ণ আছ ?

কৃষ্ণ। কিবা আজ্ঞা মহারাজ ?

যুধি। সুনিপুণ চর পাঠায়েছিলাম আমি
কৌরব সৈন্যের মধ্যে। অদ্য প্রাতঃকালে
সংবাদ বহন করি' ফিরেছে তাহারা।

কৃষ্ণ। কি সংবাদ মহারাজ ?

যুধি। ভীতিকর।

অর্জ্জুন। কেশবে বলুন মহারাজ !

যুধি। প্রশ্ন ক'রেছিল দুর্য্যোধন পিতামহে,
দ্রোণাচার্য্যে, কৃপাচার্য্যে, আচার্য্য-নন্দনে,
সর্ব্বশেষে কর্ণে—করিতে পারেন তাঁরা
কতদিনে আমার সমস্ত সৈন্য নাশ।
ভীষ্ম ব'লেছেন—একমাসে। গুরু দ্রোণ
ওই একমাসে। দুই মাসে কৃপ।
আচার্য্য-নন্দন—দশ দিনে ; কিন্তু কৃষ্ণ,
ব'লেছে রাধেয়, আমি পারি পাঁচ দিনে।

অর্জ্জুন। মিথ্যা কহে নাই মহারাজ।

যুধি। বাসুদেব ?

কৃষ্ণ। মিথ্যা কহে নাই মহারাজ !

যুধি। পাঁচ দিনে ?

কৃষ্ণ। দৈব যদি না হয় বিরূপ,
পারে এক দিনে। মহারাজ, পাঁচ দিনে
কি হেতু বলিল কর্ণ বুঝিতে না পারি।

অর্জ্জুন। শিক্ষিতাস্ত্র, চিত্রযোধী মহাত্মা সকলে,
কার্পণ্য যদ্যপি তাঁরা না করেন রণে,

পারেন নাশিতে সৈন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে।
কিন্তু একথা শুনিয়া
বিচিন্তিত কি হেতু আপনি ধর্ম্মরাজ?

যুধি। তুমি পার কত দিনে?

অর্জ্জুন। কেশব যদ্যপি ইচ্ছা করে,
একদণ্ডে পারি মহারাজ। তাই কেন,
চক্ষুর নিমিষে। শুধু কি কৌরব-সৈন্য?
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোক নাশিতে পারি।
সত্য—সত্য—জনার্দ্দন যদি ইচ্ছা করে—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান
ত্রিকাল বিনাশে, হে আর্য্য, সমর্থ আমি।

কৃষ্ণ। সখা মিথ্যা কহে নাই, মহারাজ!

অর্জ্জুন। শঙ্কর—কিরাতবেশ—দ্বন্দ্বযুদ্ধ কালে,
মোর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক শস্ত্র
দিয়াছেন মোরে, জগতে ভীষণতম।
যুগান্ত সময়ে, যেইক্ষণ
সর্ব্বভূত সংহারের হয় প্রয়োজন,
করিতেন সেই অস্ত্র প্রয়োগ সংহারী।
জানেন না পিতামহ, জানেন না গুরু,
মনে হয়, সেই অস্ত্র-কথা—
সূতপুত্র স্বপ্নেও শোনেনি মহারাজ।

যুধি। যাও ধনঞ্জয়, বাসুদেবে সঙ্গে ল'য়ে—

দ্রৌপদী। অধীনার নিবেদন, আপনারে স্মরি'
নিশ্চিন্ত হউন মহারাজ।
ধর্ম্মরাজে ধর্ম্ম উপদেশ—

দুরন্ত ক্ষিপ্রতা। তথাপি আদেশ ল'য়ে
এক কথা চাই নিবেদিতে।

যুধি। বল কৃষ্ণে!

দ্রৌপদী। একথা আমার নয়, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ
দেবর্ষির কথা। ভাগ্যবশে শুনিয়াছি।
বলিয়াছিলেন ঋষিরাজ, হোক তোমাদের জয়—
পাণ্ডুর তনয়, যাঁহাদের পক্ষে জনার্দ্দন।
'যেখানে কৃষ্ণের স্থিতি, সেখানে ধর্ম্মের স্থিতি।
যেখানে ধর্ম্মের স্থিতি, জয় সেই স্থানে।'

অর্জ্জুন। কতদিনে পারি আমি নাশিতে কৌরবে,
আমারেই কি হেতু এ প্রশ্ন মহারাজ?
এ প্রশ্ন করুন আপনাকে। আপনি কি
আছেন দাঁড়ায়ে আমার পৌরুষে দিয়া
ভর? প্রকট ধর্ম্মের মূর্ত্তি হে নরপ্রধান,
আপনি যে নিজ বীর্য্য বলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য,
রসাতল চক্ষুর নিমেষে,
উৎসন্ন করিতে শক্তিমান!

যুধি। ভীতি-অপগত ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। ওই শান্ত করুণ দর্শন কখনো যদ্যপি,
মহারাজ, পড়ে কোনো ভাগ্যহীন 'পরে,
তখনি করিতে হবে তারে
জীবনের আশা পরিত্যাগ।

কৃষ্ণ। আমারও ওই কথা মহারাজ। আমি
আরো বলি, সে যদি অমর হয়, ওই রুষ্ট
দৃষ্টির প্রহারে তারেও মরিতে হবে।

যুধি। নিশ্চিন্ত হয়েছি ভ্রাতঃ! প্রস্থানোদ্যত

দ্রৌপদী। আপনি নিশ্চিন্ত।
দাসীরে নিশ্চিন্ত করি' যান মহারাজ।

যুধি। কিরূপে করিব যাজ্ঞসেনী?

দ্রৌপদী। একবার ক্রোধ, ন্যায্য ক্রোধ—কর রাজা,
ওই সব দুরাত্মা উপরে।

যুধিষ্ঠির মৃদু হাসিয়া চলিতে—দ্রৌপদী পথরোধ করিল

দ্রৌপদী। তবে রাজা আমার উপরে।

যুধি। কি হেতু পাঞ্চালী?

দ্রৌপদী। আছে সাক্ষী বৃকোদর—মিথ্যা নহে,
ধর্ম্মরাজ, কতবার অসাক্ষাতে,
রূঢ়বাক্য প্রয়োগ ক'রেছি আপনারে।
একবার হীন জয়দ্রথ-অপমানে,
একবার কীচকের নীচ আক্রমণে,
কতবার, কি আর বলিব মহারাজ,
যতবার মর্য্যাদায় পেয়েছি আঘাত—
ততবার মনে, বাক্যে, সুতীব্র ভাষায়,
এ অপূর্ব্ব ধর্ম্মে আপনার
হে রাজন, দিয়েছি ধিক্কার।
তাই বলি, ধর্ম্ম-অবতার দয়া করি'
করুন—করুন ক্রোধ, ভিক্ষা এ আমার—
একটি বারের তরে, সর্ব্বভাবে
আপনার অযোগ্যা এ জায়ার উপরে।

যুধি। ক্রোধ যদি করি, প্রথম করিতে হয়

আমারি উপরে যাজ্ঞসেনী। রাজধর্ম্ম,
ক্ষাত্রধর্ম্ম করিতে পালন, প্রতিদ্বন্দ্বী
রাজার আহ্বানে, ক'রেছিনু দ্যূতরণ।
পরাস্ত হইয়া যুদ্ধে হারায়েছিলাম,
কৃষ্ণে, সর্ব্বস্ব আমার। সে সর্ব্বস্ব মধ্যে ছিল—
প্রাণাধিক চারিভ্রাতা,
আর ছিলে সেই পঞ্চ প্রাণের বন্ধনী,
ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান,
মূলভিত্তি, মূলশক্তি—তুমি। দ্যূতরণে
আমিই ক'রেছি কৃষ্ণে তোমার লাঞ্ছনা।
যদি বল যাজ্ঞসেনী
এ পঞ্চ প্রাণের তুমি নহ গো বন্ধনী,
আছে তব সখা বাসুদেব,
আর তার প্রিয়সখা—প্রিয় ধনঞ্জয়—
এই দুই প্রিয় হ'তে প্রিয়ের সম্মুখে
একবার ক্রোধ করি নিজের উপরে।

দ্রৌপদী। (পদস্পর্শ) মহারাজ, জ্ঞানহীনা, মতিহীনা—
সত্যই অযোগ্যা আপনার।

যুধি। ওই দেখ কেশবের আঁখি ছল-ছল,
ওই দেখ বিবর্ণ হ'য়েছে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণার্জ্জুন দু'টির কল্যাণে
ক্রোধ যে করিতে আমি পারিনা পাঞ্চালী। প্রস্থান

অর্জ্জুন। মুগ্ধে!
কি কার্য্য করিয়াছিলে বুঝেছ কি তুমি!

কৃষ্ণ। সখী, শীঘ্র যাও, রণ-অভিযান মুখে

শীঘ্র কর চণ্ডিকার পূজা আয়োজন—
সংক্ষুব্ধ হ'য়েছে ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন। ধর্ম্ম যদি হন ক্রুদ্ধ নিজের উপরে,
তখনি ভাঙিয়া যাবে ধর্ম্মকায়া তাঁর।
সঙ্গে সঙ্গে হবে চূর্ণ— কৃষ্ণকে দেখাইয়া
বাক্য যে আমার মুখে আসে না পাঞ্চালী—
এ চারু-নির্ম্মাণ কায়া—এই সুঠাম সুন্দর
তনু—সঙ্গে সঙ্গে—চূর্ণ হ'য়ে যাবে।
যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন,
হ'য়ে যাবে মুহূর্ত্তে নিষ্ফল।

দ্রৌপদী। হে মধুসূদন!

কৃষ্ণ। হাত ধর সখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির-কক্ষ

কর্ণ

কর্ণ। পারিলে না তুমি, যে কার্য্য তোমার পক্ষে
কেবল সম্ভব—অর্জ্জুনের পরাভব—
সেই কার্য্য কোনমতে পারিলে না তুমি।
হে মহান্, সত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা তোমার,
তোমার দেবতা-ত্রাস অস্ত্রের প্রহার,
সমস্ত আদর হ'ল অর্জ্জুনের কাছে।
বাৎসল্য তোমার অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রমুখে

তোমারেও যেন লুকাইয়া,
আঘাতের ছলে, শুধুই করিল যেন
গাণ্ডীবীর গণ্ডস্থলে অজস্র চুম্বন !
আর তুমি ? হে বিশ্বে অজেয় মহাবীর,
এক ক্ষুদ্র বালকের পুষ্পের প্রহারে
আনন্দে হইলে যেন শরশয্যাশায়ী।
যাক্—যুদ্ধ-নাম অভিনয়ে
পড়েছে প্রথম যবনিকা। এইবারে
দ্রোণাচার্য্য। একদিকে বার্দ্ধক্যে, দাসত্বে
নিত্য মৃত্যুকামী দ্বিজ, অন্যদিকে
পুত্র হ'তে প্রিয়, তীব্র তেজস্বী ক্ষত্রিয়।
এবারে দ্বিতীয় যবনিকা। মধ্যে তার
রঙ্গমঞ্চ-ভরা শুদ্ধমাত্র কৌরবের
উত্তপ্ত নিশ্বাস। তারপর ? ভীষ্ম যাহা
পারিল না, দ্রোণ যাহা পারিবে না,
সেই কার্য্য—অর্জ্জুন-বিনাশ—আমি কি পারিব ?
নিশ্চয় পারিব। সেখানে মমতা শুধু
কল্পনায়—দ্রোণাচার্য্য গুরু, দেবব্রত
পিতামহ-ভ্রাতা। এখানে মমতা হায়,
বিধাতা দিয়াছে বেঁধে রক্তের বন্ধনে !
তথাপি পারিব। কেন না পারিব ? হীন—
অতি হীন সূতপুত্র রাধেয় যে আমি।
এই যে বধিয়া এনু সপ্তরথী মিলে,
অর্জ্জুনের সর্ব্বস্নেহাধার অভিমন্যু।
ভূমিস্থ ষোড়শকলা-পূর্ণ শশধর,

শৌর্য্যে, তেজে গাণ্ডীবী হইতে গরীয়ান—
এইত সে মধুর বালকে, অসঙ্কোচে
করিয়া আসিনু ধরাশায়ী।
পুত্রে যদি বধিতে পারিনু,
কেন না পারিব আমি বধিতে পিতারে?
নিশ্চয় পারিব। কেবা সে অর্জ্জুন? সে যে
রাজপুত্র—অভিজাত। আমি হীন জাতি—
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? নিশ্চয়—নিশ্চয়—
নিশ্চয় বধিব আমি তারে! শুন ওগো
বাসবপ্রদত্তা শক্তি—এক বিঘাতিনী!
তুমি যদি কার্য্যকালে, আমারে না কর
প্রতারণা, তোমারি সাহায্য ল'য়ে
নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি বধিব অর্জ্জুনে।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। আবার যে ধনুঃশর হাতে? নিশাকালে
আবার হইল নাকি যুদ্ধ প্রয়োজন?

কর্ণ। শুনিলে না কোলাহল—
ছুটে আসে ভীমোচ্ছ্বাসে রণক্ষেত্র হ'তে?

পদ্মা। কে করিল প্রিয়তম? কোন্ পক্ষ?
কৌরব? পাণ্ডব? অভিমন্যু-বধকালে
শুনেছিনু একবার কৌরব-উল্লাস।
বাত্যাক্ষুব্ধ সাগরের মত—আত্মহারা,
কি উচ্চ—কি মত্ত কোলাহল! তারপর,
আজি সন্ধ্যাকালে। শুনে মনে হ'ল, যেন
উঠিল পাণ্ডবপক্ষ হ'তে। কিন্তু শুনে

বুঝিতে নারিনু, কাহারা করিল,
কেন বা করিল। দেখিলাম মুখ তব
বড়ই গম্ভীর। ভয়ে আমি জিজ্ঞাসিতে
পারি নাই রাজা।

কর্ণ। পাণ্ডবের সে উল্লাস।

পদ্মা। কি হেতু ?

কর্ণ। মরিয়াছে জয়দ্রথ।

পদ্মা। তার বধে—
এমন উল্লাস করিতে পারিল তারা ?
শ্রেষ্ঠ রত্ন বিনিময়ে, ওই হীন, ওই
নীচ, ওই পশু-সম ক্ষত্রিয়ের প্রাণ—
উল্লাস আসিল পাণ্ডবের ? তবে বুঝি
রোদন শুনেছি ?

কর্ণ। না, উল্লাস শুনেছ। তবে জয়দ্রথ-বধে
নয়, জীবন রক্ষায় অর্জ্জুনের।

পদ্মা। কিরূপ, কিরূপ প্রিয়তম ?
এত বড় বীর জয়দ্রথ, যার যুদ্ধে
বিপন্ন হইয়াছিল অর্জ্জুনের প্রাণ ?

কর্ণ। তার সঙ্গে যুদ্ধে নয়, নিজেই গাণ্ডীবী—
বিপন্ন করিয়াছিল আপনার প্রাণ।
প্রিয় পুত্ররত্ন-শোকে অতি মত্ততায়
করেছিল পণ—"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি
জয়দ্রথে বধিতে না পারি, যেথা হবে
অস্ত সূর্য্য, সেথা দাঁড়াইয়া অগ্নি-কুণ্ডে
করিব প্রবেশ।"

পদ্মা। বুঝেছি রাজন্, জয়দ্রথ-জীবন-বিনাশে
পাণ্ডবের আজি, সর্ব্বশক্তি সংগ্রহের
হ'য়েছিল প্রয়োজন।

কর্ণ। তা'তেও হ'ত না পদ্মাবতী। সূচীব্যূহ—
আচার্য্যের অদ্ভুত রচনা, তার মধ্যে
লুক্কায়িত, অষ্ট দ্বারে দিক্‌পাল সম
অষ্ট-সেনানী-রক্ষিত জয়দ্রথ।
প্রাণপণ ক'রে চারি ধারে সর্ব্ব-সৈন্য-
দুর্ভেদ্য—প্রাচীর। উদ্দেশ্য—সন্ধান তার
দিবা মধ্যে কোন মতে না পায় পাণ্ডব।

পদ্মা। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত?

কর্ণ। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত।
অর্জ্জুনের বিনাশের এমন প্রকৃষ্ট
আয়োজন, আর কোনোদিন হয় নাই,
হইবে না, হইতে পারে না পদ্মাবতী।
সিন্ধুরাজে অণ্বেষিতে দেবতা আসিত
যদি, দেবতাও পারিত না একদিনে।
তারপর যুদ্ধ। তারপর যদি পারে,
বিনাশ তাহার। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত।

পদ্মা। কেমন করিয়া, বলিতে কি আছে বাধা?

কর্ণ। (হাস্য) বিলক্ষণ বাধা। আমি বলি, আর,
সাষ্টাঙ্গ প্রণত হ'য়ে তুমি বাসুদেবে,—
'নারায়ণ নারায়ণ' ব'লে বারংবার
ভূমিতে করিতে থাক মস্তক প্রহার।

পদ্মা। করিব না, বলুন আপনি মহাশয়!

কর্ণ। সারাদিন হ'ল যুদ্ধ—ব্যূহভেদ করি'
আচার্য্যকে করি' অতিক্রম, যে সময়
ব্যূহ-কেন্দ্রে উপস্থিত হ'ল ধনঞ্জয়,
সে সময় দণ্ডমাত্র বেলা অবশেষ।
যেখানে র'য়েছে জয়দ্রথ, জগতের
কোন শক্তি সেই স্বল্প কাল ব্যবধানে,
তার কাছে ল'য়ে যেতে নারিত অর্জ্জুনে।
আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল রাজা দুর্য্যোধন,
উৎফুল্ল হইল দুঃশাসন। মত্তভাবে
করিতে লাগিল নৃত্য মাতুল শকুনি।
দেখিতে দেখিতে এলো সন্ধ্যা। সূর্য্য যেন
অস্ত গেল। আমি দেখিয়াছি, দেখেছেন
দ্রোণাচার্য্য। কৃপাচার্য্য ক'রেছে দর্শন।
তাই কেন, সমস্ত কৌরব দেখিয়াছে—
লোহিতবরণ দিনমণি ধীরে ধীরে
অস্তাচল-অন্তরালে ঢাকিল বদন!
কাঁদিয়া উঠিল দ্রোণ, কাঁদিয়া উঠিল
কৃপ! মনে হয়, আমারো আসিল চোখে
জল! মনে হয়, পদ্মাবতী, শোকে ক্ষোভে
আমিও হইনু আত্মহারা। বন-মধ্যে
একাকিনী মহীয়সী পাণ্ডব-মহিষী—
আতিথ্য লইতে গিয়ে যেই নরাধম,
অসঙ্কোচে ক'রেছিল তারে আক্রমণ,
সেই পশু—তার বধে অশক্ত হইয়া
সত্যই কি অনলে পুড়িবে আজি বাসুদেব-

প্রিয়সখা—নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয় !
কিন্তু সত্য, পদ্মাবতী সাক্ষী কোটী নর—
এলো সন্ধ্যা। বহ্নিকুণ্ডে করিবে প্রবেশ
ধনঞ্জয়, সকলে দেখিতে গেলো ছুটে।
গেলো দুর্য্যোধন, দুঃশাসন। হতভাগ্য
সিন্ধুরাজ কৌতূহল নারিল বারিতে।
অর্জ্জুনের মরণ দেখিতে সেও গেলো ছুটে।

পদ্মা। তুমি ?

কর্ণ। ছি !—এ তোমার জিজ্ঞাসা পদ্মাবতী !

পদ্মাবতী পদধারণ করিল

সমস্ত ভুবনে যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র
প্রতিদ্বন্দ্বী যেবা, আমি কি দেখিতে পারি
সেই শোচনীয় মৃত্যু তার ? কিন্তু, কিন্তু—
সাবধান পদ্মাবতী, বলিব আশ্চর্য্য
কথা, শুনে উতলা হয়ো না যেন।

পদ্মা। বল, বল তুমি। অথবা তোমার ইচ্ছা।
আমি আছি স্থির।

কর্ণ। চারিদিকে উৎফুল্ল কৌরব—
উল্লাস-মত্ততা শুধু আঁখিতে বাঁধিয়া
অগ্নিকুণ্ডে ঘেরিয়া দাঁড়াল। কাল-হত
সিন্ধুরাজ, নিঃসন্দেহ পার্থের মরণ
দেখিতে যেমন এলো কুণ্ডের সমীপে,
অমনি—আশ্চর্য্য—পুনঃ সূর্য্যের প্রকাশ !
আর কোথা যাবে সিন্ধুরাজ ? সেই অষ্ট
দিক্পাল সম অষ্ট রথীর সম্মুখে,

সবার সামর্থ্য করি' ভেদ,
ধনঞ্জয় জয়দ্রথে করিল বিনাশ।

পদ্মা। অত্যাশ্চর্য্য কথা বটে!

কর্ণ। কেহ বলে—উল্কার প্রবাহ রবি-
রশ্মি-আগমন-পথ রোধ ক'রেছিল!
কেহ বলে—অস্তমুখে রাহু-আক্রমণ!
কিন্তু অনেকেই বলে, সূর্য্যে ঢেকেছিল
সুদর্শন।

পদ্মা। আমিও তাহাই বলি প্রভু—
ঢেকেছিল সুদর্শন।

কর্ণ। ঢাকুক, তথাপি
নর তোমার কেশব! সত্য যতদিন,
নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন,
বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব
বাসুদেবে। মানব, মানব—তবে রাণী,
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব্ব মানব!
ধরণীতে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হ'তে আজিও পর্য্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।

পদ্মা। তিনিই ত নারায়ণ।

কর্ণ। বেশ প্রিয়তমে, তোমার সে নারায়ণে
প্রণাম করিয়া এবারে বিদায় যাচি আমি।

পদ্মা। (সহাস্যে) ওকি নাথ! নিজে সত্য না করি নির্ণয়,
শুদ্ধমাত্র নারীর কথায়, তাঁরে
নারায়ণ বলি মস্তক করিলে অবনত!

কর্ণ। প্রিয়তমে, এ প্রশ্নের উত্তর যদ্যপি
হয় দিতে, পোহাইয়া যাবে রাত্রি।
আজ যদি জীবন লইয়া ফিরে আসি,
শুনাইব কালি।

পদ্মা। একি কথা হে রাজন্!

কর্ণ। শুনিলে না—কোলাহল?—না—না, ওতো নহে
কোলাহল! ও যে আর্ত্তনাদ! শুন, ওই
পদ্মাবতী, কৌরবের মরণ চীৎকার—
কুরুসৈন্য ছত্রভঙ্গ যেন!

পদ্মা। সত্যই ত আর্ত্তনাদ!
কেবা যেন মহারথী পড়েছে, ঝঞ্ঝার
মত, কৌরব সৈন্যের মাঝে! কে পড়িল
নরনাথ? কার মহাশক্তি করিতেছে
বিহ্বল কৌরবে?

ক[illegible]। বুঝিতে নারিলে নারী?
আপনি অর্জ্জুন। বধ করি জয়দ্রথে,
হয় নাই কিছুমাত্র ক্রোধের নির্ব্বাণ
তার। তাই, মহাপ্রলয়ের মূর্ত্তি ধরি',
কৌরবের সৈন্য মধ্যে, প্রবেশ ক'রেচে
ধনঞ্জয়। আর্ত্তনাদ—আর্ত্তনাদ! শুধু
মৃত্যু যেন কহিছে কাহিনী! বুঝিছ না
পদ্মাবতী, বাহিনী মথিয়া ধনঞ্জয়
রণক্ষেত্রে খুঁজিছে আমারে? রহ রাত্রি
অপেক্ষায়। থাকে যদি জীবন আমার,
প্রভাতে হইবে দেখা। ওকি পদ্মাবতী,

ওকি প্রিয়তমে, মরণের আশঙ্কায়
মোর, এইমত বিষণ্ণ হইলে তুমি!
ছি—ছি, ওকি কর পদ্মাবতী! আমি কর্ণ,
তুমি কর্ণ-জায়া, মূর্ত্তিমতী দয়া! তুমি
দানশক্তি রূপ ধ'রে করেছ আমার
এই হৃদয় আশ্রয়। তোমার সেই ইষ্ট
নারায়ণে—যদি আজ প্রাণ মোর দিই
উপহার, তুমি কি সামান্যা নারী মত
স্বামী-শোকে বিলুণ্ঠিতা হইবে ভূতলে?
না—না পদ্মাবতী, আমারে আশ্বাস দাও।

পদ্মা। তোমার যে পরাজয়, কল্পনায় আমি
আনিতে পারি না প্রভু!

কর্ণ। আনিতে পার না তুমি,
আনিতে পারি না আমি। কিন্তু রাণী,
নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত। তাই বলি—
শুনি বিস্মিত হয়ো না, বিপন্ন হয়ো না—
যদি মরি আমি, হৃদয়ের সর্ব্বজ্বালা
মুখের হাসির তলে রেখ লুকাইয়া।
আর, যদি মরে ধনঞ্জয়—পদ্মাবতী,
অধিক সম্ভব তাহা। এই রাত্রিকালে
সত্য যদি সেই আসি' থাকে রণস্থলে,
জীবিত পার্থের মুখে আর প্রাতঃসূর্য্য
করিবে না কিরণ বর্ষণ—থাক্ সঙ্গে
জনার্দ্দন তার, থাক্ তার চারিধারে

দেবতা-প্রাকার। সত্য, এ আমার মিথ্যা
দম্ভ নহে প্রিয়তমে!

পদ্মা। আর, যদি হ'ন ধনঞ্জয় রণশায়ী?

কর্ণ। বড়ই কঠিন সে উত্তর! প্রতি শব্দ
তার মর্ম্মভেদী! তুমি নির্জ্জনে বসিয়া,
দেবতা, মানবে লুকাইয়া, এমন কি
সন্তানে তোমার, অজস্র অশ্রুর ধারা
দিয়ে কৌন্তেয়ের করিও তর্পণ।
বড় প্রহেলিকা—নহে প্রিয়তমে?

পদ্মা। বড় প্রহেলিকা প্রিয়তম।

কর্ণ। দেখিতেছ? অস্ত্র বাহির

পদ্মা। ও কি অদ্ভুত অস্ত্র?

কর্ণ। নাম এক-বিঘাতিনী শক্তি, বাসব দিয়াছে
উপহার। অর্জ্জুনের বধে এই শক্তি
সর্ব্বস্ব আমার। যে দিন হইতে আমি
গ্রহণ ক'রেছি অস্ত্র, সেই দিন হ'তে
প্রতি রাত্রিকালে, মনে করি, পদ্মাবতী,
এই অস্ত্র সঙ্গে ল'য়ে যাব রণস্থলে,
বধিতে অর্জ্জুনে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য রাণী,
শয্যাত্যাগ কালে যেমনি করিতে যাই
ইষ্টের স্মরণ, অমনি কেমন ক'রে
তোমার কেশব আসি' সম্মুখে দাঁড়ায়।
নবীন নীরদ-শ্যাম সেই আবরণে,
ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন, দূরে, দূরে—
সুদূর পশ্চাতে। অমনি এ অস্ত্র-কথা

মুছে যায় স্মৃতি হ'তে। আজ পাছে ভুলি,
তাই পদ্মাবতী, আগে হ'তে এই অস্ত্র
বক্ষের পঞ্জর সঙ্গে ক'রেছি বন্ধন।
কি দেখিছ চারিদিকে রাণী? আজ আর
তোমার কেশব আসিবে না।
যদি আসে, সখার মরণ তার
নিরোধ করিতে পারিবে না।

পদ্মা। অর্জ্জুনের মৃত্যুর কল্পনা যদ্যপি আনিল
হাসি তব মুখে, তবে মরণে তাঁহার
কাঁদিতে আদেশ কেন করিলে রাজন্?

কর্ণ। হাসি! যা দেখিলে প্রিয়তমে,
এ হাসি আমার নয়। হাসিল নিয়তি
আমার মুখের মধ্য দিয়া!

পদ্মা। আবার সে প্রহেলিকা!

কর্ণ। আর তোমা' চলেনা গোপন,
বলিবার আর বুঝি হবে না আমারো
অবসর। প্রিয়তমে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শুন—ধনঞ্জয় দেবর তোমার।

পদ্মা। একি বল প্রিয়তম!
উন্মত্ত কি হ'লে তুমি?

কর্ণ। বিমাতার গর্ভজাত নহে প্রিয়তমে,
আমার অনুজ—সহোদর। দ্রৌপদীর
মত, পাণ্ডুরাজ-স্নুষা তুমি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব-মহিষী।

পদ্মা। নহ—নহ—নহ তুমি—

কর্ণ। কুন্তী-পুত্র আমি!

পদ্মাবতীর মূর্চ্ছিতবৎ ভূমিতে শয়ন, নেপথ্যে দূরে আর্ত্তনাদ

কে আছে বাহিরে? বৃষকেতু, বৎস বৃষকেতু!

বৃষকেতুর প্রবেশ

শীঘ্র কর মায়ের শুশ্রূষা।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অঙ্গরাজ, অঙ্গরাজ।

কর্ণ নিস্তব্ধ হইতে ইঙ্গিত করিল

রজনী প্রভাতে, একটিও প্রাণী বুঝি
না রহে জীবিত কৌরবের। রণক্ষেত্রে
সাক্ষাৎ পশেছে বুঝি কাল।—একি একি!

কর্ণ। অসুস্থ হ'য়েছে রাণী, চল দুঃশাসন,
ওদিকে দেখো না আর। আর্ত্তনাদ শুনে,
অগ্রেই প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ায়েছি আমি।

দুঃশা। এ সঙ্কটে এসো পরিত্রাতা। জ্ঞানশূন্য
মহারাজ, বুদ্ধিহারা সর্ব্ব সেনাপতি।

কর্ণ। ভয় নাই ভাই, সত্য যদি কাল আসে,
অদ্য রাত্রে এই হস্তে কালের সংহার।
বৃষকেতু, মায়ের শুশ্রূষা কর। চল—
নিশ্চিন্ত আমার সঙ্গে চল দুঃশাসন। উভয়ের প্রস্থান

বৃষ। মা—মা!

পদ্মা। (উঠিয়া) হাঁরে বৃষকেতু, যাইবার কালে,
গিয়াছিল—কি তোরে বলিয়া জনার্দ্দন?

বৃষ। ব'লেছি ত তোমারে জননী!

পদ্মা। ভুলে গেছি, বল্ শুনি আর একবার।

বৃষ। "সুনিদ্রিতা মাতা তব, বৎস,
প্রবুদ্ধ ক'র না তাঁরে। জাগিবেন যবে
তিনি, বলিয়ো তাঁহারে, সাক্ষাৎ করিতে
সঙ্গে তাঁর, প্রতিশ্রুত রহিলাম আমি।"

পদ্মা। তোরে কি বলিয়া গেল?

বৃষ। বলিলেন মোরে—
"জগতে দাতার শ্রেষ্ঠ তোমার জনক,
দক্ষিণার লোভে আমি অতিথি হইনু
তাঁর ঘরে। রিক্তহস্তে চলিনু ফিরিয়া।
প্রতিশোধ ল'তে তাই শুন বৃষকেতু,
লইলাম তোমারে দক্ষিণা। আজি হ'তে
জেনে রাখ, যেখানেই কর অবস্থান,
আমার—আমার বস্তু তুমি।"

পদ্মা। প্রাণাধিক, এখনো কাঁপিছে অঙ্গ,
ল'য়ে চল মোরে, শয্যায় বসিয়া,
শুনাব তোমারে আমি এক গল্পকথা—
এক শ্রেষ্ঠ কুহকীর।

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—একপার্শ্ব

দুর্য্যোধন ও দ্রোণ

দুর্য্যো। মূর্ত্তিমান ধনুর্ব্বেদ—আপনি থাকিতে
সেনাপতি, দুরন্ত রাক্ষস ঘটোৎকচ
আমার সমস্ত সৈন্য করিবে নির্ম্মূল ?

দ্রোণ। কি করিতে বল মহারাজ ?

দুর্য্যো। কি করিতে বলি আমি ?
হায়, কুক্ষণে করিয়াছিনু,
আপনি ও পিতামহ—দুই বৃদ্ধ 'পরে
সমস্ত—সমস্ত মোর শক্তির নির্ভর।

দ্রোণ। ধিক্ দুর্য্যোধন, অথবা আমারে ধিক্,
শুদ্ধ দু'টি উদরান্ন লাগি' এতকাল
দাসত্ব ক'রেছি কৌরবের। দুর্য্যোধন পদ ধরিল
যাহা কেহ আনিতে পারে না কল্পনায়,
তোমার তুষ্টির জন্য তাহাও ক'রেছি
আমি। চক্রব্যূহ করিয়া রচনা—জালে
ঘিরে বধিয়াছি সিংহশিশু—তার
জনক হ'তে বুঝি, রাজা, বহুগুণে
শক্তিমান সে বালক অভিমন্যু। আর,
অদ্য দিবাভাগে, পূর্ণরূপে করিলাম
অর্জ্জুনের বধের ব্যবস্থা। হতভাগ্য
জয়দ্রথ, আলোক-পিপাসী পতঙ্গের

মত, উন্মত্ত ছুটিয়া স্বেচ্ছায় অনলে
দিল ঝাঁপ। পণ্ড হ'ল প্রয়াস আমার,
তব ভাগ্যদোষে রাজা।

দুর্য্যো। ক্ষমা—ক্ষমা, গুরু,
ঘটোৎকচ-উপদ্রবে বুদ্ধিহীন আমি।
বলুন উপায়, নহে আজি রাত্রিশেষে
একটিও সৈন্য মোর রবে না জীবিত।
বলুন বলুন মহাত্মন, কি উপায়ে
সে রাক্ষসে করি প্রাণহীন।

দ্রোণ। কামচারী নিশাচর,
আমাদের রাত্রি তার দিন। কোথা হ'তে
কোথা যায়, কোথায় মিলায়—সুবিশাল
কুরুক্ষেত্রে অন্বেষিয়া তারে, বধ তার,
এ বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব কি মহারাজ?

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি। কিন্তু বুঝেও বুঝিতে আমি
সাহস করিতে নারি গুরু। তাহ'লে কি
কৌরব নির্ম্মূল হবে?

দ্রোণ। বুঝিয়াছি রাজা,
এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য তোমার। পড়ে যদি,
হিড়িম্বা-নন্দন সম্মুখে আমার জেনো,
তখনি হইবে তার লীলা অবসান!
জানে সে আমারে। জানে—সম্মুখ-সংগ্রামে,
আমার বাণের মুখে, মায়াবী রাক্ষস
কোন মায়া লুকাতে নারিবে। সেই হেতু,
সযত্নে সে আমারে করিয়া পরিহার,

ঘুরিতেছে রণক্ষেত্রে আমা হ'তে দূরে,
দিক হ'তে দিগন্তরে।

দুর্য্যোধন মস্তকে হস্ত দিয়া বসিলেন

কি করিব রাজা,
আশ্বস্ত করিতে আমি পারি না তোমারে।
যুধিষ্ঠির নিরোধ ক'রেছে মোর পথ,
সঙ্গে তার ভীম ও নকুল—সহদেব।
বিনাশ অথবা রাজা পরাস্ত না করি'
চারিজনে, চৌরমত আমি ত পারি না
যেতে, বধিতে সে হিড়িম্বা-নন্দনে!

দুর্য্যো। আশা শেষ!
দ্রোণ। কেন? সব রথী একত্র হইয়া—
অভিমন্যু-বধকালে যেরূপ ক'রেছ—
কর তারে আক্রমণ।
দুর্য্যো। করিয়াছিলাম গুরু।
দ্রোণ। করহ আবার। পার্থ-পুত্র-বধ-
কালে ক'রেছিলে সপ্তবার, ভীম-পুত্র-
বধে কর তিনবার।
দুর্য্যো। তারপর গুরু?
দ্রোণ। তারপর? সর্ব্বশক্তি করিয়া সংগ্রহ
বধিব সে দুরাত্মা রাক্ষসে।
দুর্য্যো। যদি গুরু, আসে সে সম্মুখে!
যদি নাহি আসে? যদি সে দুরাত্মা,
এখন যেমন, আপনার
বাণের প্রক্ষেপ হ'তে দূরে দূরে ফেরে?

দ্রোণ। যেখানে দাঁড়ায়ে তুমি, এই স্থান হ'তে,
দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে, তাহার সমস্ত
মায়া ক'রে দিব ভস্মে পরিণত। রাজা,
তখন যে কেহ, তুমিও, অক্লেশে তারে
পারিবে বধিতে।

দুর্য্যো। গুরুদেব, কৃপা,—কৃপা—
এ অধম শিষ্যে কর কৃপা।

দ্রোণ। কি বলিতে চাও?

দুর্য্যো। (উঠিয়া) আর কি বলিব? এখনি—এখনি এই স্থান
হ'তে গুরু, করুন সংহার দুরাত্মারে।

দ্রোণ। কোনমতে পারি না তা' রাজা!
রণ-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞানে রাখি অভিমান,
নীতি-বিগর্হিত যুদ্ধ ক'র না প্রত্যাশা
মোর কাছে। যাও, বলিলাম যা তোমারে,
স্থিরচিত্তে করি' প্রণিধান, কর তাহা।
তৃতীয় বারের যুদ্ধে, বিফল যদ্যপি
হও রাজা, প্রতিশ্রুতি রহিল আমার,
যে কোন উপায়ে তারে; করিব বিনাশ।

দ্রোণের প্রস্থান—দুর্য্যোধনের উপবেশন

শকুনির প্রবেশ

শকুনি। ওই সব বক-ধার্ম্মিকের কথা শুনে,
নিরাশ কি হেতু দুর্য্যোধন! ওঠো—ওঠো।
পাঁজিতে যাদের ধর্ম্ম ভরা, কোনো কালে
তাহাদের দিয়া হয় কি ভারতযুদ্ধ
জয়? আজি অশ্লেষা, কাল সে ভীষণ

মঘা—তেরোস্পর্শ তার পরদিন। ওই
ওখানে দাঁড়ায়ে যুধিষ্ঠির, সেইখানে
কোদাল-দন্ত-বার-করা ভীম—এই সব
করি' অতিক্রম, কখন কি যেতে আছে—
ভীমের সে ধর্ম্মপত্নী হিড়িম্বা পুত্রের
সঙ্গে করিতে সংগ্রাম! আরে ছি ছি, যদি
জানিতাম, এই সব ভক্তবিটলগুলা,—
আচার্য্য বামুন, এ যুদ্ধে নায়ক হবে,
তা'হলে কি বাপের সে কয়খানা হাড়
অতি তেজে মাটিতে নিক্ষেপ করি? নাও,
ওঠো বৎস, সমস্ত তোমার চিন্তা-ভার
আমার উপর দাও—আমি নিজে থাকি
ব'সে, এইখানে গালে হাত দিয়া। শুধু
চিন্তাবাণ ছুঁড়ে, এইখানে ব'সে ব'সে—
সাত অক্ষৌহিণী, আর সকৃষ্ণ-পাণ্ডব,
এবং তাদের বংশ, যেখানে যে আছে—
পাঠাব যমের বাড়ী। ওঠো বৎস, ওঠো—
আবার কিসের চিন্তা? করিয়া এসেছি
সে দুরাত্মা রাক্ষসের বধের ব্যবস্থা।

দুর্য্যো। সত্য হে মাতুল—সত্য? (উঠিলেন)

শকুনি। তুমি কি আমার
রহস্যের বস্তু প্রিয়তম! আসিতেছে
অঙ্গরাজ, সঙ্গে ল'য়ে একঘ্ন সে বাণ!

দুর্য্যো। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত!

শকুনি। কিন্তু বৎস সাবধান,

পাঠিয়েছিলাম দুঃশাসনে। সত্যকথা—
কাহারে করিতে হবে বধ—ব'লেছিনু
অঙ্গরাজে করিতে গোপন। জান তুমি
সঙ্কল্প তাহার, সেই একঘ্ন সায়কে
বধিবে সে ধনঞ্জয়ে। কথার কৌশলে
তাই, শিখায়ে দিয়াছি দুঃশাসনে, যেন
কোনমতে প্রকাশ না করে তার কাছে
হীন রাক্ষসের নাম। তাই বলি,
সাবধান, আগে হ'তে ঘটোৎকচ-নামে
নিরুৎসাহ ক'র না তাহারে।

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি, কিন্তু হে মাতুল, তারপর?

শকুনি। (হাস্য) তারপর—
সে প্রশ্ন প্রভাতে—যদি এই রাত্রিকালে
তুমি আমি বাঁচি। এখানে লুকায়ে আছ,
ভেবেছ কি আছ তুমি, সে অর্দ্ধ-রাক্ষস
মায়াবীর দৃষ্টি-অগোচরে? ওদিকের
কাজ শেষ ক'রে ধরিবে তোমার স্কন্ধ,
কথাটা বুঝেছ দুর্য্যোধন? ওই—ওই—
আর্ত্তনাদ যেন এইদিকে আসে ছুটে।
ওদিকের কাজ বুঝি—বুঝেছ, বুঝেছ—
বৎস দুর্য্যোধন! বুঝি কেন, আর্ত্তনাদ
ভেদ ক'রে ওই যে আসিছে হুহুঙ্কার—
আর, বুঝি কেন, ওদিক নিঃশেষ—যাক্
ভয় নাই—আসে কর্ণ—যাহা বলিবার
বল তারে এইবার।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। আসিয়াছি সখা।

দুর্য্যো। সখা অঙ্গরাজ, দক্ষিণ বিপন্ন আজি।
রণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইতে, একদিন
একটি ক্ষণেরও তরে, এমন বিপদ
আসে নাই কৌরবের।

কর্ণ। বুঝিয়াছি রাজা, বিপদ যে নিদারুণ,
ব'লেছে আমারে দুঃশাসন।

দুর্য্যো। সবারে অভয় দাও সখা!

কর্ণ। সর্ব্বঅস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি।

দুর্য্যো। তথাপি অভয়—বল সখা, সে দুরন্ত
শক্রকে না করিয়া নিধন, ফিরিবে না?

কর্ণ। কি হেতু তোমার কথা বুঝিতে না পারি
আজ সখা? স্পষ্ট বল, কাহারে বধিতে
হবে?

শকুনি। স্পষ্ট বল, স্পষ্ট বল দুর্য্যোধন! যে যেখানে
আছে হে তোমার আপনার, সে সবার
হ'তে আরো আপনার ওই মহামতি।

দুর্য্যো। ঘটোৎকচে।

কর্ণ। ঘটোৎকচে! নহে—ধনঞ্জয়?

দুর্য্যো। নহে ধনঞ্জয়।

কর্ণ। মহারাজ,
আমি যে তাহারি বধ সঙ্কল্প করিয়া
পত্নীর নিকট হ'তে লয়েছি বিদায়!

দুর্য্যো। দুর্দ্ধর্ষ সে রাক্ষসের তুলনায় তুচ্ছ

ধনঞ্জয়, তুচ্ছ ভীম, নগণ্য নগণ্য
অন্য পাণ্ডবের রথী। ভীমার্জ্জুনে নাহি
ভয়, আমিই তাদের সমর্থ করিতে
পরাজয়।

কর্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) চল মহারাজ।

দুর্য্যো। চল, রক্ষা কর মোরে সখা।

কর্ণ। এই যে প্রস্তুত রাজা!
তোমার তুষ্টির তরে সমস্ত দিয়াছি।
অবশিষ্ট যা আছে আমার, তাহা আজি
নিঃশেষে তোমারে দিব দান। কর্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান

শকুনি। (হাস্য) "নিঃশেষে তোমারে দিব দান!" তাহ'লেই এখন নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। আজকের রাতটা ত কোন রকমে কাটুক, তারপর কালকের চিন্তা কাল।

বিকর্ণের প্রবেশ—তাহাকে দেখিয়া শকুনির
ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ

বিকর্ণ। ভয় নেই মামা, আমি বিকর্ণ।

শকুনি। আরে রাম রাম, গেল কর্ণ, এলো বিকর্ণ। তুমি যে এখানে হঠাৎ? কি মনে ক'রে বৎস?

বিকর্ণ। বিশেষ কিছু মনে ক'রে নয় মামা, তুমিও যেভাবে এখানে উপস্থিত হ'য়েছ, আমিও সেইভাবে উপস্থিত—প্রাণভয়ে পলায়ন। দেখলুম এই পলায়ন ভিন্ন সেই ভীষণ রাক্ষসের হাত থেকে নিস্তার পাবার অন্য কোনও উপায় নেই।

শকুনি। যা ব'লেছ বৎস বিকর্ণ, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আত্মরক্ষার যত অস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে, এই পলায়ন-অস্ত্রের তুল্য আর কোনটাই

নয়। তা—তা—হাঁ, দেখ বৎস বিকর্ণ, তোমাকে একটি কাজ ক'রতে হবে।

বিকর্ণ। বল মামা!

শকুনি। তুমি তোমার ভায়েদের মধ্যে সবার চেয়ে ধার্ম্মিক কিনা, তাই তোমাকে ব'লছি।

বিকর্ণ। বল।

শকুনি। উত্তম, তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রহরীর কার্য্য কর তো, আমি একবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হই। তারপর তোমাকে ব'লছি!

বিকর্ণ। সেটা শিবিরে গিয়ে হও মামা। এখানে মগ্ন হ'লে সে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস চুলের মুঠি ধ'রে তোমাকে ভাসিয়ে তুলবে। শুনলুম, সে তোমাকে অন্বেষণ ক'রছে।

শকুনি। সত্য? বিকর্ণ, একথাটাতে কি মিথ্যার কিঞ্চিৎ সংযোগ নেই?

বিকর্ণ। এ জীবন-সঙ্কটে মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি মামা!—শুনলুম, সে ব'লেছে, তুমি আর কর্ণ—এই দুইজন হ'তেই পাণ্ডবদের যত দুর্দ্দশা। সুতরাং তোমাদের দুইজনকে বধ না করে সে যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত হ'চ্ছে না।

শকুনি। তবেই ত গোলটা একটু বিশেষ চক্রাকারেই বাধালে—সেই অসভ্য বর্ব্বর অর্দ্ধ-রাক্ষস! তবে, বৎস! আগে কাকে?

বিকর্ণ। আগে তুমি, তারপর কর্ণ।

শকুনি। তাহ'লে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা একটু দ্রুত ভাবেই প্রয়োগ ক'রতে হ'ল দেখছি।

বিকর্ণ। অত দ্রুত নয় মাতুল, অত দ্রুত নয়। আত্মরক্ষার এত আগ্রহ যে, আমাকে চোখের নিমেষেই ভুলে গেলে!

শরজাল, কখন যে কোথা হ'তে আসে,
সৈন্যধ্বংস করি', আবার কোথায় যায়,
কেহই বুঝিতে নাহি পারে। তাই আমি
তোমারে বলিতে আসিয়াছি। কালোচিত
কার্য্য ক'রে স্থির, সত্বর যাহাতে মরে
রাধার নন্দন, শীঘ্র কর সম্পাদন।

অর্জ্জুন। কেশবে জিজ্ঞাসি', এখনি উত্তর আমি
দিব মহারাজ। ততক্ষণ ফিরে যান
রণস্থলে। সংগ্রামে নায়ক-শূন্য সেনা
কায়শূন্য জড়সম—মরিবে নিষ্ঠুর
ভাবে শক্র-শরে। বিজয়ের মুখে হবে
বিধ্বস্ত পাণ্ডব।

যুধি। তোমার আশ্বাস-বাক্যে ফিরিলাম ভ্রাতঃ। প্রস্থান

কৃষ্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কেশব—কেশব!—

কৃষ্ণ। সখা, দেখেছি—বুঝেছি। বুঝে,
ছুটিয়া এসেছি নির্ভয় করিতে ধর্ম্মরাজে।

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

যাও ভাই,
তোমরা দু'জনে করিয়া জীবন পণ
পৃষ্ঠরক্ষা করিবে রাজার।

নকুল। (জনান্তিকে) সহদেব! 'করিয়া জীবন পণ!'

সহ। শুনিয়াছি ভাই
বুঝেছি, সঙ্কুল যুদ্ধ আজি। নকুল ও সহদেবের প্রস্থান

কৃষ্ণ। এইবারে সখা,
সর্ব্বভাবে নিশ্চিন্ত হইনু আমি।

ভীমের প্রবেশ

দাদা বৃকোদর! রাক্ষস সে অলায়ুধ—
বধিয়া এসেছ তারে?

ভীম। আমি বধি নাই বাসুদেব।
বধিয়াছে তারে ঘটোৎকচ—
বধিয়া—সে রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হ'তে
আমারে ক'রেছে রক্ষা।

কৃষ্ণ। এক কথা দাদা,
তুমি কিংবা তোমার সন্তান। শক্তি তার
উদ্ভূত ত তোমা হ'তে। যাক, এইবারে
নিবেদন—বড়ই কি ক্লান্ত তুমি?

ভীম। সব ক্লান্তি গেছে চলে,
তোমারে দেখিয়া বাসুদেব।

কৃষ্ণ। তবে মোর অনুরোধ—গিযাছে বালক
দু'টি রাজার পশ্চাতে। সে সবার ভার,
দিতেছি মধ্যম দাদা আপনার 'পরে।

ভীম। চলিলাম বাসুদেব। প্রস্থান

অর্জ্জুন। একি জনার্দ্দন, কি করিলে?
আমার যে কাঁপিতেছে প্রাণ! কর্ণ সঙ্গে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পাঠাইলে ধর্ম্মরাজে!

কৃষ্ণ। শুধু ধর্ম্মরাজ কই সখা?
তার সঙ্গে আর তিন ভ্রাতা।

অর্জ্জুন। বাসুদেব,

কখনো তোমার কার্য্যে করিনি সন্দেহ।
তোমার ইচ্ছায় সখা, কার্য্য করি আমি!

কৃষ্ণ। জানি আমি সখা। তুমিও শুনিয়া রাখ,
আজ তুমি একদিকে—আর পত্নী, পুত্র,
সমস্ত বান্ধব অন্য দিকে—তুলাদণ্ডে
পরিমাণে, হে বিজয়, তুমি গুরুতর।

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। হে আর্য্য, অদ্ভুত সংগ্রাম লীলা আজি।
স্বচক্ষে দেখিয়া, উভয়ে সংবাদ দিতে
আসিতেছি আমি। কর্ণের অদ্ভুত যুদ্ধ—
কোথা হ'তে কেমনে আসিছে শররাজি,
ধারায় ধারায়—জলপ্রপাতের মত—
চলে যেন, বিদ্যুতের বেগে, ভাসাইয়া
পাণ্ডব-বাহিনী স্রোত-মুখে। মধ্যে তার
পড়িয়াছে ধর্ম্মরাজ।

অর্জ্জুন। কেশব—কেশব!

কৃষ্ণ। অপেক্ষা—অপেক্ষা। হে সাত্যকি, আজ্ঞা নহে—
এ আমার অনুরোধ। একদিন ছিল
দুর্য্যোধন, তব সখা প্রাণ হ'তে প্রিয়—
তোমার সে বাল্যের সখারে, বাণপুষ্প
উপহারে, তোমারে করিতে হবে আজি
এমন তর্পণ, যেন কোন মতে রাজা
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে নাহি পারে সূতপুত্রে
সাহায্য করিতে। যাও, মুহূর্ত্ত সময়
না করি' অপেক্ষা হেথা, চ'লে যাও।—

সাত্যকি। যথা আজ্ঞা। তবে চলিতে চলিতে পড়ে
গেল মনে প্রভু, সূতপুত্র আজি
ধনঞ্জয়ে কেবল করিছে অন্বেষণ।

কৃষ্ণ। সে ব্যবস্থা শীঘ্রই করিব প্রিয়তম।
যে রথের সারথ্য ল'য়েছি আমি,
শীঘ্রই সাত্যকি, সখার সে কপিধ্বজ
দেখা'বে স্বমূর্ত্তি ওই বীরের সম্মুখে। সাত্যকির প্রস্থান

অর্জ্জুন। দেখাবে কেন, বাসুদেব,
এখনি দেখাও। কর্ণে বধ করি,'
ধর্ম্মরাজে, নিশ্চিন্ত করিয়া দিই আমি।

কৃষ্ণ। ব্যাকুল হ'য়ো না সখা, সত্বর পূরাব
আমি সে ইচ্ছা তোমার।—এসো বৎস
ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচের প্রবেশ

ব্যাকুল দৃষ্টিতে আছি আমি
দাঁড়াইয়া তোমায় দেখার প্রতীক্ষায়।

ঘটোৎ। (প্রণাম) আজ্ঞা করুন—দাস উপস্থিত। কৌরব বেটাদের একদিক খেয়ে এসেছি। হ-অ-অ।

কৃষ্ণ। দেখেছি বৎস।

ঘটোৎ। আলায়ুধ বেটাকে মেরে বাবাকে রক্ষা ক'রেছি। হ-অ-অ। সময়ে উপস্থিত না হ'লে বাবাকে বেটা মেরে ফেলেছিল।

কৃষ্ণ। তাও শুনেছি।

ঘটোৎ। হ-অ-অ! তাও শুনেছেন? এরই মধ্যে আপনাকে কে শোনালো প্রভু?

কৃষ্ণ। তোমার পিতাই শুনিয়েছেন বৎস।

অর্জ্জুন। পূর্ব্ব হ'তেই তুমি প্রিয় আছ, তোমার পিতার জীবন রক্ষা ক'রে তুমি আমাদের প্রাণের বস্তু হ'লে বৎস।

ঘটোৎ। হ-অ-অ! এইবারে শকুনি বেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই বেটা হ'তেই বাবাদের যত কষ্ট ভোগ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। শুধু শকুনি? আর কর্ণ?

ঘটোৎ। ঠিক ঠিক! তা হ'লে শকুনিকে মেরে আবার কর্ণকে মারতে হবে। হ-অ-অ!

কৃষ্ণ। না বৎস, আগে—নাশ ক'রতে হবে কর্ণকে। তোমার পিতৃ-পিতৃব্যদের দুর্দ্দশার সেই হ'চ্ছে প্রধান কারণ।

ঘটোৎ। বটে, বটে!

কৃষ্ণ। শকুনিকে বধ ক'রতে তোমার মত বীরের প্রয়োজন হবে না। কর্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করাই তোমার মত বীরের কর্ত্তব্য। যদি তাকে বধ করতে পার, তা হ'লে তুমি জগতে শ্রেষ্ঠ বীর ব'লে গণ্য হবে।

ঘটোৎ! বটে বটে! তা হ'লে আগেই কর্ণ। হ-অ-অ!

কৃষ্ণ। সর্ব্বাগ্রেই কর্ণ। কর্ণ বিপুল তেজে আমাদের সৈন্য আক্রমণ ক'রেছে। যত শীঘ্র পার, তার গতিরোধ কর। ঘটোৎকচ, আমি যা ব'লছি, তা শোন। এই যুদ্ধে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় এসেছে।

ঘটোৎকচ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিল

অর্জ্জুন। আমার মতের আর প্রতীক্ষা করিতে হবে না বৎস। সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য মধ্যে তুমি, সাত্যকি, আর ভীমসেন—এই তিন জনই আমার মতে এখন সর্ব্ব-প্রধান। তাঁরা দুই জনেই আবদ্ধ! তা হ'লে, যখন বাসুদেবের ইচ্ছা, তখন তুমিই এই রজনীতে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ঘটোৎ। কর্ণ-কর্ণ-কর্ণ। হ-অ-অ! শুনুন—আপনারা সন্তানের নিবেদন। আপনাদের বংশে জন্মেছি, তবু যখন শত্রুরা আমাকে রাক্ষস ভিন্ন বলে না, তখন আজকার যুদ্ধে রাক্ষসের মতই ব্যবহার ক'রবো। যে বীর তাকেও মারব, যে ভয়ে হাত জোড় ক'রবে তাকেও মারব। কাউকেও ছেড়ে দেবো না! আর কর্ণের সঙ্গে এমন যুদ্ধ ক'রবো যে, চিরকাল বড় বড় অক্ষরে আপনাদের পুঁথিতে আমার এই ঘটোৎকচ নামটি লেখা থাকবে। হ-অ-অ। প্রস্থান

অর্জ্জুন। করিলে কি বাসুদেব?

কৃষ্ণ। কর্ত্তব্য বুঝেছি যাহা, করিয়াছি সখা।
এ ভারত-যুদ্ধে গৌরব করিতে লাভ,
সকলেরি আছে সম অধিকার সখা।

অর্জ্জুন। তারপর—আমি?

কৃষ্ণ। আছে গুরুতর কার্য্য তব। ভুলেছ কি
মতিমান্ সেই দিন, রাজা দুর্য্যোধন—
যে দিন তোমার সঙ্গে বরিতে আমারে
রণযজ্ঞে, গিয়াছিল দ্বারকায়?
তুমি বরিয়া লইলে সারথিরে।
কুরুরাজ লইল আমার নারায়ণী
সেনা। তারা আমারি শক্তিতে শক্তিমান—
তুমি ভিন্ন অবধ্য অন্যের।

অর্জ্জুন। চল, বুঝিয়াছি বাসুদেব।

পঞ্চম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—অপর পার্শ্ব

কর্ণ, সম্মুখে নতমস্তকে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব—
দূরে নতমস্তকে একান্তে উপবিষ্ট ভীম

কর্ণ। সার্থক ধারণ মোর শর-শরাসন,
যার ফলে চারিভ্রাতা সম্মুখে আমার।
লজ্জা কি, লজ্জা কি সহদেব? রণশাস্ত্রে
এখনো নিতান্ত অজ্ঞ তুমি। হে নকুল,
তুমি বা কি হেতু নতশির?—মাথা তুলি'
দেখ মোরে। হে প্রচণ্ড অভিমানী, যদি
প্রকাশ্যে জাগহে লজ্জা আমারে করিতে
নমস্কার, কর মনে মনে। আর, কর
সেই সঙ্গে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, ওই তব
অল্প বিদ্যা ল'য়ে, আর কভু দাঁড়াবে না
মম সম সুপ্রবাণ যোদ্ধার সম্মুখে।
হীন আভিজাত্য-গর্ব্ব' কখন প্রকৃত
কার্য্যে কোন কালে সাহায্য করে না, এই
জ্ঞান ল'য়ে জ্যেষ্ঠের ধরিয়া কর, যাও,
হে বালক, শিবিরে ফিরিয়া। চ'লে যাও
যুধিষ্ঠির, তোমারে দিলাম অব্যাহতি।
আনন্দ হইত পূর্ণ, যদি ধনঞ্জয়
সাহস করিত আজি তোমাদের মত
করিতে আমার সঙ্গে দ্বৈরথ-সংগ্রাম।
আত্মশ্লাঘাকারী ভীরু, আমার নির্দ্দয়

হস্তে নিধনের ভয়ে রোধিতে আমার
গতি, তোমাদের করেছে প্রেরণ। আর
নিজে, যুদ্ধ-ছল করি', পলাইয়া গেছে
এ বিশাল কুরুক্ষেত্রে, কোন্ দূর দেশে।
চ'লে যাও ধর্ম্মরাজ। যদি ইচ্ছা হয়, এই
হীন সূতপুত্রে করি' নমস্কার, দিয়ে
যাও তারে, বিজয়ীর প্রাপ্য অধিকার।

নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান নমস্কার না করিয়া
নকুল প্রস্থান করিতেছিল

অশিষ্ট নকুল!

নকুল। আমি নহি ধর্ম্মরাজ। যাক্ প্রাণ, হীন,
সূতপুত্রের সম্মুখে শির না করিব নত।

কর্ণ। (হাস্য) যাও, তোমার প্রণাম,
আমার নিকটে মূল্যহীন। নকুলের প্রস্থান
তুমি কি করিবে সহদেব?

সহ। নিজে ধর্ম্মরাজ প্রণাম করিলা যারে,
হ'ক সে অধম শূদ্র—সূত—আমি তাঁরে
করিনু প্রণাম। (প্রণাম)

কর্ণ। (শশব্যস্তে) যাও ভাই, শীঘ্র যাও—
তুলে লও ধর্ম্মরাজে নিজ-রথে। ভগ্নরথ,
নিরস্ত্র তোমার জ্যেষ্ঠ। যদি দেখে রাজা
দুর্য্যোধন, তখনি করিবে বন্দী—যাও!
রাজ্যলোভে সংগ্রামের এত যে ক'রেছ
আয়োজন, সমস্তই পণ্ড হবে। সহদেবের প্রস্থান

আর তুমি ?
—কি করিবে বৃথাগর্ব্বী বৃকোদর ?
মনে আছে ? যে দিন প্রথম, তোমাদের
রঙ্গস্থলে করিয়া প্রবেশ, ক্রীড়াযুদ্ধে,—
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সম্মুখে—
করিয়াছিলাম আমি অর্জ্জুনে আহ্বান ?
পাইয়া আমার পরিচয়, দুর্ব্বাক্য
ব'লেছিলে মোরে—"ওরে হীন সূতপুত্র,
অস্ত্র ধরা কার্য্য তোর নয়—অস্ত্র ফেলে
বল্‌গা ধর্‌ হাতে"—মনে আছে ? বুঝেছ কি
এইবার, সেই হীন সূতপুত্র কত
শক্তিধর ? বুঝেছ কি মহাশক্তিশালী
ভীমসেন, তোমারে যে দলিত করিয়া
জড়মত নিশ্চেষ্ট করিতে পারে, তার
হস্তে বল্‌গা কিংবা অস্ত্র পায় শোভা ?
বল ধুরন্ধর।

ভীম। যে কথা ব'লেছি, হীন সূত,
মৃত্যু-ভয়ে করিব কি তার প্রত্যাহার ?
হীন হ'তে আরো হীন তুই। যুদ্ধে করি'
অধর্ম্ম আশ্রয়, আমারে স্তম্ভন বাণে
নিশ্চেষ্ট করিলি !

কর্ণ। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম যুদ্ধ,
ধর্ম্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরে করিও জিজ্ঞাসা।
স্থূলবুদ্ধি উদর-সর্ব্বস্ব বৃকোদর,
তুমি কি বুঝিবে ? শরমুখে করিয়াছি

স্নেহের আরোপ। হতভাগ্য বুঝিল না,
জীবন্ত পরশ তার শিথিল করিয়া
অঙ্গ তব, করিয়াছে নিশ্চেষ্ট তোমারে ?

ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ

অশিষ্ট ক্ষত্রিয়, উঠে যাও। হীন প্রাণ
লইয়া তোমার, কিছুমাত্র গর্ব্ব নাহি
মোর। যাও, তোমারেও দিনু অব্যাহতি।

ভীম। এ হ'তে অধিক নয় মৃত্যুর যন্ত্রণা !
দেরে, হীন সূত, মৃত্যু দে—মৃত্যু দে মোরে।

কর্ণ। তা হ'তে অধিক দিব যন্ত্রণা তোমায়।
হে দাম্ভিক ক্ষত্রিয়-নন্দন,—এই নাও—

ভীমের গণ্ডে চুম্বন করিলেন

তাইত, তাইত ভীমসেন। বজ্রসম
করেছ কঠোর দেহ, কিন্তু গণ্ড
তব এত সুকোমল ! যাও এইবার।
আভিজাত্য-গর্ব্বে তব দিলাম আক্ষেপ-
চিহ্ন। যতদিন জীবিত রহিবে, রেখো
জ্বলন্ত স্মৃতিতে তুলে। নতমস্তকে ভীমের প্রস্থান
মা, মা ! কোথা আছ ?
একবার দেখা দিয়ে প্রফুল্ল কর মা
মোরে ! মর্ম্মভেদী বাণ, ঘন বরষার
ধারামত, ছুঁড়েছি আকাশে। তারা ফিরে
আসি', তোমার এ মাতৃহারা সন্তানের
মুক্ত মর্ম্মে করিছে পীড়ন। তুমি ছাড়া

আর যে মা, পারিবে না কেহ, নিবাইতে
সে অনল-জ্বালা। আসিতে কি পারিবে না ?

কুন্তী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

না—না—তুমি কেন ? তোমারে চাহি না আমি
দেখিতে—নিয়তিরূপা—ওগো চ'লে যাও।
চাহিয়া দেখিতে কৃতজ্ঞতা। পথরোধ
ক'রে তাঁর—যাহার বাৎসল্যে পুষ্ট আমি—
দাঁড়ায়ো না—দাঁড়ায়ো না—ওগো—মাতা !

মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান

মাতা ? মাতা—মৃত্যু-মূর্ত্তি—সে আমার মাতা ?

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অঙ্গরাজ !
কর্ণ। এই যে সম্মুখে তব ভ্রাতঃ !
দুঃশা। আসিতেছে ঘটোৎকচ বধিতে আমারে।
কর্ণ। ভুলে গিয়েছিনু আমি—বধিতে এসেছি
ঘটোৎকচে, ভুলে গিয়েছিনু দুঃশাসন। উভয়ের প্রস্থান

শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

শকুনি। ওই যায়—ওই যায়—যাও দুর্য্যোধন,
ওই—ওই দেখিছ না ? ওই চ'লে যায়
যুধিষ্ঠির ! রথ-শূন্য—অস্ত্র-শূন্য। হেন
শুভযোগ—আর কি কখন পাবে ? যাও, যাও।—
দুর্য্যো। সত্য হে মাতুল, এমন সুযোগ
আর ত কখন আসিবে না !

শকুনি। যাও যাও বৃথাবাক্যে বিলম্ব ক'র না।
সহদেব-রথে যদি একবার করে
আরোহণ, আর তারে পাইবে না।

দুর্য্যো। কিন্তু হে মাতুল—

শকুনি। বল বল—শীঘ্র বল।

দুর্য্যো। বেঁধে যদি আনি তারে,
তারপর কি করিব ?

শকুনি। এনে দিবে আমার নিকটে।
আবার করিব—মূর্খ ভাগিনেয়,
বুঝিছ না—আবার করিব পাশা-ক্রীড়া।

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি, আবার পাঠাবে তারে বনে।

শকুনি। দুর্য্যোধন, আবার যদ্যপি
তারে পাই, যাবৎ-জীবন দেশান্তর।

দুর্য্যো। অপেক্ষা—অপেক্ষা—হে মাতুল, জেনো স্থির,
বন্দী করি' আনিয়াছি যুধিষ্ঠিরে। প্রস্থান

শকুনি। ধর্ম্মরাজ (ঈ)
বটে তুমি যুধিষ্ঠির ! একটি বারের
তরে, দুর্য্যোধন-মুখ হ'তে, বহির্গত
হ'ল না ত তোমার নিধন-কথা। যাক্,
যদি হয় পূর্ণকাম দুর্য্যোধন—যদি
ধর্ম্মরাজ, সে তোমারে বাঁধিয়া আনিতে
পারে, এ ভারত-যুদ্ধে, সর্ব্বজয়ী হব
আমি। আবার খেলিব পাশা—রাজা,
আবার পাঠাবো তোমা' বনে।
(নেপথ্যে চাহিয়া) ওকি হ'ল ?

ও কে আসে, দুর্য্যোধনে নিরুদ্ধ করিতে !
ওরে পাশা, বৃথা আশা, হ'ল না পাণ্ডব
পরাজয়। দূর ছাই—দশ-ছয় ষোল !
তবে সব গেল—ষোল কলা পূর্ণ হ'ল !
পিতৃ-অস্থি, এতদিন পরে তোর
গেল প্রয়োজন। চল্ এইবারে তোরে
নিক্ষেপ করিয়া আসি হিরণ্বতী জলে। প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্য্যোধন ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলে সখা,
এমন সুলভ ন'ন রাজা যুধিষ্ঠির ?
নিরস্ত্র দেখিয়া তারে, প্রমত্ত-উল্লাসে
ছুটেছিলে তাহারে করিতে বন্দী ! কই,
সে মহাপুরুষ কোথা, আর, কোথা তুমি ?
বুঝ নাই হতভাগ্য, অলক্ষ্যে তাহার—
কতশত অনুচর, ধর্ম্মের নির্দ্দেশে,
তাহার জীবন রক্ষা করে ?

দুর্য্যো। হে সখে সাত্যকি, ধিক্
ক্ষাত্র-ধর্ম্মে, ক্ষাত্র-পরাক্রমে। একদিন
ছিলে যে আমার তুমি প্রাণ হ'তে প্রিয়।
আমিও ছিলাম বুঝি তাই—

সাত্যকি। বুঝি কেন, তাই ছিলে সখা—
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।

দুর্য্যো। লোভে; মোহে আজি সেই
তোমাতে আমাতে এ বৈরিতা।

সাত্যকি। বিচিত্র! কিন্তু সখা সত্য যদি
তোমারে বলিতে হয়, বৈরিতা পশেছে
শুধু বাণে—নহে মনে।

দুর্য্যো। যাই হ'ক শুনি'
আনন্দে বিদায়-মুখে দিতেছি তোমারে
শর-পুষ্প উপহার। শর নিক্ষেপ

সাত্যকি। আমিও দিতেছি লহ—প্রতিদান। শর নিক্ষেপ

—দৃশ্যান্তর—

মৃত ঘটোৎকচ—পার্শ্বে কর্ণ

কর্ণ। চ'লে গেলি এক-বিঘাতিনী? এক ক্ষুদ্র
নগণ্য, বর্ব্বর রথী—তারে বধ ক'রে
বধের রহস্য ক'রে গেলি? স্বপ্নে লেখা,
আলোকের মত, বদ্ধ চোখে দিয়ে দেখা,
মুক্ত চোখে আঁধারে মিলালি? দিয়েছিলি
কি আশ্বাস, শৈল-বিদারণ-শক্তিধরী,
ক'রে গেলি কি নিরাশ, বল্মীকের পিণ্ড
চূর্ণ করি'! এই জীর্ণ-স্তূপ অন্তরালে,
দেখে যেন সে শৈল মহান—মুখে হাসি—
বুঝেছে সে আজ নিরাপদ। মহাশক্র
আমি তার, অতি তুচ্ছ তৃণ উৎপাটিতে,

ক'রেছি এ বজ্রবাহু ক্ষত। চোখে আসে
জল! কেন আসে? আসে কি বিষাদে? না না,
কখনো যা আসে নাই, কি হেতু আসিবে
তাহা আজি? উল্লাস—উল্লাস! ওই শৈল-
অন্তরালে ওই যে অপূর্ব্ব দুটি আঁখি—
ওই যে কারুণ্যপূর্ণ—ভাসায়ে তুলেছে
অন্ধকারে, যুগ যুগান্তের আত্মীয়তা—
কত কথা বিশ্রব্ধ আলাপে—মধু-ভরা
সম্পর্কের কত ইতিহাস—ওই বটে।
কাঁদানো পরশ নিয়ে—ওই বটে—আসিয়াছে
বিকল করিতে মোরে! উল্লাস—উল্লাস। প্রস্থান

দুঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ

দুঃশা। ম'রেছে—ম'রেছে—ম'রেছে

সকলে (উল্লাস করিতে করিতে) ধন্য বীর অঙ্গরাজ।

দুঃশা। চল, তাঁকে আজ কাঁধে ক'রে আমাদের নৃত্য ক'রতে হবে। ঘটোৎকচ মরেছে।

সকলে। ঠিক—ঠিক! চল, নৃত্য ক'রতে হবে—তাঁকে কাঁধে ক'রে, চল—চল।

দুঃশা। মামা—মামা, ম'রেছে—ম'রেছে।

শকুনি। আগে আমাকে কাঁধে ক'রে নৃত্য কর্ বেটারা। মেরেছে কে? রাগে আমি বাপের গোহাড় ক'খানা জলাঞ্জলি দিয়ে এলুম—মাথায় হাত দিয়ে পাকা একটি দণ্ড এই রাক্ষসটার বধোপায় চিন্তা ক'রলুম—ওকি আর বাঁচতে পারে!

সকলে। তবে মামাকেও কাঁধে কর্—

শকুনি। আরে না—না—রহস্য ক'রছিলুম—রহস্য। নে—নে, এখন ছুটে চল্—সৈন্য মধ্যে সংবাদ দে—রাজাকে সংবাদ দে। ওরে, এত উল্লাস—মনে হ'চ্ছে নিজেই যেন আমাকে কাঁধে ক'রেছি।

সকলের প্রস্থান। নেপথ্যে উল্লাস

অর্জ্জুনের প্রবেশ. পশ্চাতে কৃষ্ণ

অর্জ্জুন। এ কিরূপ বাসুদেব? কি হেতু কৌরব
সহসা করিল এই প্রমত্ত উল্লাস?
একি—একি—হে কেশব একি সর্ব্বনাশ!
ঘটোৎকচ নিহত সমরে।

কৃষ্ণ। (সোল্লাসে) সত্য কথা? মরিয়াছে ঘটোৎকচ?

অর্জ্জুন। ওই যে সম্মুখে তব, সখা!
কি হ'ল কেশব—কি দুর্দ্দৈব
ঘেরিল পাণ্ডবে! কাল গেল অভিমন্যু,
আজ ঘটোৎকচ। অসহ্য, কৃষ্ণ,
শোকের উপরে শোক উন্মত্ত করিল
মোরে। কে বধিল মহাবীরে বল কৃষ্ণ,
অভিমন্যু-বধে বধিয়াছি যেই মত
জয়দ্রথে—ঘটোৎকচ-বধে, সেইমত
বধ করি দুরাত্মারে!

কৃষ্ণ। অপেক্ষা - অপেক্ষা প্রিয় সখা—
সর্ব্বাগ্রে আনন্দ করি, পরে
বলিব তোমাকে, কে বধেছে ঘটোৎকচে।

শঙ্খধ্বনি

অর্জ্জুন। (সবিস্ময়ে) ওকি কর!

কৃষ্ণ। এই যে দেখ না, করিতেছি শঙ্খধ্বনি।
কি দেখিছ বিস্মিত নয়নে ধনঞ্জয়!
উল্লাসে চরণ রহে না রহে না স্থির—
অপেক্ষা—প্রাণের সখা, ক্ষণেক নাচিয়া
লই আমি।

অর্জ্জুন। বাসুদেব, নিশ্চয় প্রমত্ত আজ তুমি।

কৃষ্ণ। প্রমত্ত—প্রমত্ত—আনন্দের
প্রমত্ত উচ্ছ্বাস সখা, প্রমত্ত ক'রেছে
মোরে। ঘটোৎকচ মরিয়াছে। বধিয়াছে
তারে কর্ণ। নিদ্রাশূন্য এত কাল গেছে
মোর নিশা। আজ আমি নিশ্চিন্ত ঘুমাব

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন, তব কার্য্যে করিয়া সন্দেহ
হইয়াছি অপরাধী আমি। তবু সখা,
বল মোরে—বড় কৌতূহল—পুত্রবধ
দেখে, কি কারণে উল্লাস তোমার?

কৃষ্ণ। আজ নিজ প্রাণ
দিয়ে কর্ণ-শরে, ক'রে গেছে
হিড়িম্বানন্দন তোমার জীবন রক্ষা।

অর্জ্জুন। আমার জীবন রক্ষা!

কৃষ্ণ। তাই কেন সখা,—তোমার—আমার।
অঙ্গরাজ যে ভীষণ অস্ত্রবলে ছিল
বলীয়ান, সে অস্ত্রের প্রহার সহিতে,
ত্রিজগতে নাহি ছিল নাহি ছিল শক্তিমান্।
সে যদি করিত ইচ্ছা বধিতে আমারে,
হইত আমার মৃত্যু—বধিতে তোমারে,

হইত তোমার মৃত্যু। গাণ্ডীব দূরের
কথা, রক্ষিতে নারিত সুদর্শন।

অর্জ্জুন। এত বড় বীর কর্ণ?

কৃষ্ণ। ছিল, আর নাই—
এইবারে বধ্য সে তোমার।
এত বড় বীর পূর্ব্বে আসেনি ধরায়।
সহজাত কবচ-কুণ্ডল-ধারী—ছিল
নররূপে সে অমর। কেবল—কেবল—
দানে দাতৃশিরোমণি নিঃস্ব করিয়াছে
আপনারে। তথাপি তথাপি—একমাত্র
বধ্য সে তোমার। তাও সখা, যোগ্য কালে—
যখন তখন নয়। চল, বলিতে বলিতে
ইতিহাস, শিবিরে ফিরিয়া, অবশিষ্ট
রাত্রিকাল নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লই সখা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী

(যুধিষ্ঠির শয্যায় শয়ান, দ্রৌপদীর পদসেবা)

যুধি। হ'ল না পাঞ্চালী ! শুধু লাভ—মর্ম্মস্থলে
আঘাতের উপর আঘাত। কাল গেল
অভিমন্যু, আজ ঘটোৎকচ। দুই পার্শ্ব
হ'তে মোর, দুইটি পঞ্জর গেল খসি—
আর যে মস্তক আমি তুলিতে পারি না
যাজ্ঞসেনী !

দ্রৌপদী। মর্ম্মকথা বলি মহারাজ,
অভিমন্যু-মৃত্যু-কথা শুনে, দুই করে
বক্ষ ধরে, ছুটে গিয়েছিনু আমি, দিতে
সান্ত্বনা সুভদ্রা ভগিনীরে ! ঘটোৎকচে
নিহত শুনিয়া, মনে হ'ল ঠিক যেন
হারায়েছি গর্ভস্থ সন্তানে মহারাজ।
দ্বৈতবনে সেবা তার—ক্লান্ত মৃতপ্রায়
দেখে—আমারে বহন—করিতে আমার
তুষ্টি, রাশি রাশি উপায়ন আনয়ন—
জীবন থাকিতে ভুলিতে যে পারি না হে
মহারাজ ! কোনো মাতা গর্ভস্থ সন্তান

হ'তে সেবার করে না প্রত্যাশা। সেই
অনুপম শক্তিধর সন্তান আমার—
আমারে ফেলিয়া গেছে চ'লে। দাঁড়াইলেন

যুধি। উঠিলে যে যাজ্ঞসেনী ?

দ্রৌপদী। আসিছেন ধনঞ্জয়—সঙ্গে বাসুদেব।

যুধি। পার্শ্ব-কক্ষে লওগে বিশ্রাম।

দ্রৌপদীর প্রস্থান

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ

এস দেবকী পুত্র, এস ধনঞ্জয়। তোমাদের মঙ্গল ত ? বড় আনন্দ, বড় আনন্দ কেশব, বড় আনন্দ ধনঞ্জয়, তোমাদের দেখে। তোমরা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছ। ধনঞ্জয় কর্ণকে কি বধ ক'রেছ ? বল—বল ভাই, নিরুত্তর থেকো না। বল বাসুদেব। আমি কর্ণ সংহারের ইতিহাস শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে তোমাদের প্রতীক্ষা ক'রছি। বল—বল, মৌন থেকো না।

অর্জ্জুন। সূতপুত্রের সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল ?

যুধি। সাক্ষাৎ ? জীবনে যা কখন হয়নি, কর্ণের সম্মুখে পড়ে আজ আমার তাই হ'য়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যা আমার ক'রতে পারেন নি, কর্ণ আমার তাই ক'রেছে। আমার রথধ্বজ ছিন্ন ক'রেছে, পার্ষ্ণি সারথি অশ্ব—সমস্ত হত্যা ক'রেছে। আর—আর বল্‌তে কষ্ট হ'চ্ছে ধনঞ্জয়, আমাকে ধ'রে আমার প্রতি এমন পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে যে, রণাঙ্গনে আমার মৃত্যু হয়নি ব'লে আমি আক্ষেপ ক'রছি। শুধু আমি নয় ধনঞ্জয়—আমি, ভীম, নকুল, সহদেব—

অর্জ্জুন। চার জনকেই পরাস্ত ক'রেছে ?

যুধি। পরাস্ত কেন ধনঞ্জয়, বন্দী। তারাও যে যার শিবিরে শুয়ে, আমারই মত মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে।

কৃষ্ণ। শুনে কিন্তু আশ্চর্য্য হ'চ্ছি মহারাজ, আপনাদের আয়ত্তে পেয়ে কর্ণ আপনাদের বধ ক'রলে না কেন ?

যুধি। কেন ক'রলে না বাসুদেব? যেদিন ক্রীড়াযুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে প্রথম তাকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ ক'রতে দেখেছিলুম, সেইদিন থেকেই তার ভয়ে আমি অস্থির ভাবে জীবন অতিবাহিত ক'রছি। তার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর আমি নিদ্রিত বা সুখী হ'তে পারিনি। বিনিদ্রিত অবস্থাতেই আমি তার স্বপ্ন দেখেছি! তার ভয়ে ভীত হ'য়ে আমি যেখানে যেতুম, সেই স্থানেই দেখতে পেতুম, সে যেন আমার অগ্রে চ'লেছে। তাকে দেখলেই মনে হ'ত, এত বড় ধনুর্দ্ধর আর পৃথিবীতে আসে নাই।

কৃষ্ণ। আপনার অনুমানে ভ্রম ছিল না মহারাজ!

যুধি। ছিল না—ছিল না, না বাসুদেব? কিন্তু দুর্য্যোধনের সেই নিতান্ত মিত্র সূতপুত্র আমাদের আয়ত্তে পেয়ে বিনাশ ক'রলে না কেন?

কৃষ্ণ। তাতে কি আপনি দুঃখিত?

যুধি। দুঃখিত? বল কি কৃষ্ণ! সূতপুত্রের কৃপায় প্রদত্ত জীবন বহন ক'রছি—এর অপেক্ষা দুঃখ কি আর হ'তে পারে? অসহ্য বাসুদেব, জীবন অসহ্য হ'য়ে প'ড়েছে। কখন তার প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু আজ হ'য়েছে। তার মৃত্যুর ইতিহাস না শুনে আর আমি শান্তি পাব না। বল ধনঞ্জয়, বিলম্ব ক'র না, কেমন করে তুমি তাকে বধ ক'র্লে। শুনলুম, রণক্ষেত্রে তোমাকেই কেবল সে অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। তোমাকে পাবার জন্য সে প্রদর্শককে হস্তী, অশ্ব, গো, সুবর্ণময় রথ পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা ক'রেছিল। আমাকে শুনিয়ে তোমার প্রতিও সে পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে। এইবারে বিশ্রাম নিতে নিতে আমাকে বল, সেই সর্ব্ব যুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য মহারথকে কেমন ক'রে তুমি বিনাশ ক'রলে।

অর্জ্জুন। এখনো পর্য্যন্ত তাকে বিনাশ করতে পারিনি মহারাজ!

যুধি। কি ব'ললে গাণ্ডীবী?

অর্জ্জুন। এখনো পর্য্যন্ত তাকে বিনাশ করবার সময় পাইনি। আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলুম!

যুধি। তবে কি নিমিত্ত তুমি আমাকে দেখতে এলে?

অর্জ্জুন। শুনলুম, কর্ণের অদ্ভুত পরাক্রমে আমাদের বহু সৈন্য আজ বিনষ্ট হ'য়েছে। আমাদের কোনও যোদ্ধা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি! শুনলুম আপনিও তার বাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে শিবিরে ফিরে এসেছেন। তাই যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি।

যুধি। তোমাকে ধিক্ ধনঞ্জয়। দ্বৈতবনে তুমি আমার কাছে সত্য ক'রে বলেছিলে না, "আমি একাকীই কর্ণকে বধ ক'রব!"

অর্জ্জুন। এখনো ত সত্যভ্রষ্ট হইনি মহারাজ! কর্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হ'য়ে ত আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসিনি!

যুধি। নিশ্চয় পরাজিত। মৃত্যু-ভয়ে যখন রণক্ষেত্রে আজ তার সম্মুখে তুমি উপস্থিত হ'তে পারনি, তখন তুমি পরাজিত নও ত কি? তার সঙ্গে যুদ্ধে যদি তুমি সমকক্ষ নও জানতে, তখন সে কথা পূর্ব্বে বলনি কেন? আমি কর্ণ-বধের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'রতুম।

অর্জ্জুন। সমকক্ষ নই, এরই মধ্যে আপনি জানলেন কেমন ক'রে? আজ রাত্রি-প্রভাতে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ব স্থির ক'রেছি। আপনি আসুন, রণস্থলে আমাদের উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। সূতপুত্রকে যদি আমি বিনাশ না ক'রতে পারি, তাহ'লে মিথ্যা অঙ্গীকারকারীদের যে হীন গতি, তাই আমার লাভ হবে।

যুধি। এখনো সেই অসারগর্ভ মূল্যহীন বাক্য-বিন্যাস! ধিক্, ধিক্—শত ধিক্ তোমাকে। আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তোমার নিতান্ত অন্যায় হ'য়েছে।

অর্জ্জুন। কি হেতু আপনি আজ এরূপ উত্তেজিত মহারাজ? আমি যে বুঝতে পারছি না!

যুধি। উত্তেজনা? কর্ণ সমস্ত রণক্ষেত্রে তোমাকে অন্বেষণ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তুমি আমাকে দেখবার ছল ক'রে, তার ভয়ে সমর ক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এলে! আবার বল্‌ছ, কি হেতু আমি উত্তেজিত? যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পলায়ন অপেক্ষা, পঞ্চমমাসে গর্ভে বিনষ্ট হওয়া কিম্বা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করাই তোমার উচিত ছিল! যাও, যদি বুঝে থাক—কর্ণকে বধ ক'রতে তুমি অপারগ, তাহ'লে তোমার অপেক্ষা সুনিপুণ অন্য কোনও বীরকে গাণ্ডীব প্রদান কর।

অর্জ্জুন। (শিহরিল) কেশব—কেশব!

যুধি। তোমার গাণ্ডীবকে ধিক্, তোমার বাহুবলকে ধিক্, তোমার ওই অগ্নিদেব-প্রদত্ত কপিধ্বজ রথকেও ধিক্। যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ—ধর্ম্মরাজ— কৃষ্ণের প্রস্থান

অর্জ্জুন ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিয়া প্রস্থান করিলেন। অসি হস্তে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁর অসি ধারণ করিলেন

অর্জ্জুন। কর পরিত্যাগ, নহিলে মর্য্যাদা যাবে।

দ্রৌপদী। বাসুদেব—বাসুদেব!

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। কি কি সখী?

যাও কৃষ্ণে, তুষ্ট কর ধর্ম্মরাজে তুমি। দ্রৌপদীর প্রস্থান

একি সখা ধনঞ্জয়, এই অসময়ে

খড়্গ কেন করিলে গ্রহণ? প্রতিদ্বন্দ্বী

এখন তোমার এখানে ত কেহ নাই!

একি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, বহ্নিকণা

বিচ্ছুরিত রক্ত দৃষ্টি হ'তে! ধর্ম্মরাজ-
তিরস্কারে, হে মানদ, মনে কি তোমার
সত্যই উঠেছে জেগে তীব্র অভিমান?

অর্জ্জুন। হে কেশব, জান তুমি আমার উপাংশু
ব্রত—যে মোরে বলিবে, ত্যজিয়া গাণ্ডীব
অন্য হস্তে দিতে, বিনাশ করিব তারে!

কৃষ্ণ। চলিয়াছ তাই ইষ্ট জ্যেষ্ঠেরে নাশিতে!

অর্জ্জুন। সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হ'ব?

কৃষ্ণ। ধিক্ ধিক্ সখা,
ধিক্কার তোমারে শতবার। দেখিয়া তোমারে
এতাদৃশ রোষ-পরবশ, মনে হয়,
যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ-নিকট হইতে
পাও নাই কভু উপদেশ। সত্য বটে
ধর্ম্মভীরু তুমি, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত
তত্ত্ব নহ অবগত। ধর্ম্মনাশ-ভয়ে
করিতে ছুটিয়াছিলে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত
হেন কার্য্য ধনঞ্জয়, পৃথিবীতে—
একমাত্র তুমি যার হইবে উপমা!

অর্জ্জুন। হে সর্ব্বতত্ত্বের দ্রষ্টা, এখনো ত আমি
বুঝিতে নারিনু কিবা তব উপদেশ!
আমারে কি সত্যভ্রষ্ট হ'তে বল তুমি?

কৃষ্ণ। তা কেন বলিব? তবে কিনা ধনঞ্জয়,
সত্য-তত্ত্ব বড়ই দুর্জ্ঞেয়। এ জগতে
অনেক অসত্য নিত্য সত্য মূর্ত্তি ধরি'
মানবে করিছে প্রতারিত। আত্মজ্ঞান

বিনা, কেহ না করিতে পারে হে পাণ্ডব—
সত্যের নির্ণয়। মিথ্যা যদি সত্য মূর্ত্তি
ধরে, সেখানে করিতে হয়, মিথ্যা দিয়া
মিথ্যার বিনাশ। গাণ্ডীব-ধারণ সঙ্গে
সত্য ক'রেছিলে যেই দিন, বল দেখি
সত্যাশ্রয়ী, স্বপ্নেও কি ভেবেছিলে তুমি,
এ নিষ্ঠুর বাক্য-- ধর্ম্মরাজ-মুখ হ'তে
হইবে বাহির? স্মরণ করহ বীর।
যদি না ভাবিয়া থাক, মিথ্যা হয়েছিল
ভাই প্রতিজ্ঞা তোমার। যদি ভেবে থাক,
এখনি বধহ ধর্ম্মরাজে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব, বাসুদেব,
পাণ্ডবের পিতা মাতা তুমি, আমাদের
গতি ও আশ্রয়। এইবারে রক্ষা কর
ধর্ম্মরাজে, আমারে, তোমারে—জানো যদি
আমার মরণ সঙ্গে, তোমারো এ
চারু দেহ লয়। যাও সখা, বুঝিয়াছি—
মিথ্যা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিনু আমি।
প্রতিজ্ঞার কালে, সত্য, উঠে নাই মনে,
তাই কেন, কোন কালে ভ্রমেও জাগেনি
মনে, এ নিষ্ঠুর তীব্র বাক্য ধর্ম্মরাজ-
মুখ হ'তে হইবে বাহির।

কৃষ্ণ। কখনো যা করনি জীবনে, তাই কর—
ধর্ম্মরাজে কর অপমান। অশ্রদ্ধার
বাক্যের প্রয়োগে মৃতকল্প ক'রে দাও

তাঁরে। দেহ নাশে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু নহে,
মৃত্যু অপমানে। ওই আনিয়াছেন তিনি,
কর্ণ-কৃত অপমান, অসহ্য হ'য়েছে
তাঁর, দেখিছ না—এখনও শান্তি-চিহ্ন
ফুটে নাই মুখে? প্রথমে উত্ত্যক্ত কর
বাক্য-বাণে, তারপর দুইজনে মিলি'
চরণ ধারণ! তোমার প্রতিজ্ঞা তাতে
রক্ষা হবে সখা।

দ্রৌপদী সহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

দ্রৌপদী। অনর্থক আপনার
দুঃখ মহারাজ! না করিয়া তিরস্কার
তৃতীয় পাণ্ডবে, আদেশ করুন তাঁরে।
বলুন রাজন্, "যতক্ষণ কর্ণে তুমি
করিতে নারিবে ধরাশায়ী, ততক্ষণ
এ শিবিরে দেখিতে আমারে আসিও না।
আর, যদ্যপি অশক্ত হও তুমি,
ওমুখ আমারে আর দেখায়ো না।"

অর্জ্জুন। আমি—আমি
কেন আসিব না যাজ্ঞসেনী! সূতপুত্রে
বধ, ইচ্ছা সে আমার। ওই দুর্ব্বলতা-ভরা
নারী-বুদ্ধি রাজার আদেশ অশ্রদ্ধেয়
বুঝিতেছি আজি। হে দুর্ব্বল-প্রকৃতিক,
যত অনর্থের মূল তুমি। তোমা হ'তে
দ্রৌপদী-লাঞ্ছনা, তোমা হ'তে রাজ্য-নাশ—

এ মহা ভারত-যুদ্ধ, এই সব গুরুজন,
এই সব আত্মীয়-বিনাশ—একমাত্র
তুমিই কারণ তার। না দেখে নিজের দোষ,
রণক্ষেত্র হ'তে পলাইয়া, দ্রৌপদীর
শয্যায় বসিয়া—নির্লজ্জের মত তুমি
আমারে করিলে তিরস্কার! ধিক তোমা'—
অত্যন্ত নিষ্ঠুর তুমি, তোমার নিকটে
অবস্থানে, আমরা কেহই নহি সুখী।

দ্রৌপদী। একি কথা শুনি—কার মুখে! কৃষ্ণ-সখা
ধনঞ্জয় তুমি! আর তুমি? সত্য কি
দাঁড়ায়ে সম্মুখে মোর দেবকী-নন্দন?
একজন করে গুরু-অপমান, অন্য
জন সে দুর্ব্বাক্য স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া
শুনে! অবনত মস্তকে ভূপতিত হইলেন

যুধি। সংক্ষুব্ধা হ'য়ো না প্রিয়তমে! সত্য
বলিয়াছে ধনঞ্জয়। সত্য—সত্য, যত
অনর্থের মূল আমি। হে অর্জ্জুন, এক
বর্ণ মিথ্যা নাই উক্তিতে তোমার। সত্য,
অত্যন্ত অসৎকার্য্য করিয়াছি আমি।
একমাত্র আমি, তোমাদের সকলের
দুঃখের কারণ। নিতান্ত ব্যসনাসক্ত,
আমি মূঢ়, ভীরু, অলস ও কাপুরুষ।
আমাদের কুলনাশে আমিই কারণ!
অতএব ওই খড়্গে এখনি আমার
কর মস্তক ছেদন। কিম্বা যাই চ'লে

বনে। কি হেতু তোমরা আর থাকিবে হে
অধীন আমার? সুখী হও তুমি। রাজা
হ'ক ভীমসেন; কিন্তু ভ্রাতঃ, আর তুমি
তীব্র বাক্য ব'ল না আমারে। সহ্য আমি
করিতে নারিব আর। প্রস্থানোদ্যত

দ্রৌপদী। কোথা যান মহারাজ? বনে?
আমি সঙ্গে যাব প্রভু—সঙ্গে লও,—
দাসীরে তোমার সঙ্গে লও। এই সব
ধর্ম্মবেত্তা মহাত্মার কাছে, আমিও যে
থাকিতে অশক্ত মহারাজ! প্রস্থানোদ্যত,

কৃষ্ণ। আর কেন প্রাণহীন মত দাঁড়াইয়া
সখা, এসো..—দুইজনে দুইটি চরণ
ধরি' আনি ফিরাইয়া মহাত্মায়।

উভয় কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের পদধারণ

ফিরিয়া আসুন মহারাজ!

অর্জ্জুন। আসুন ফিরিয়া মহারাজ!
হে ইষ্ট, রক্ষিতে ধর্ম্ম, দুর্ব্বাক্য ব'লেছি
আপনারে। দাস প্রতি প্রসন্ন হইয়া
করুন—করুন তারে ক্ষমা।

যুধি। বাসুদেব, ওঠো।
ধনঞ্জয় ওঠো! প্রসন্ন হ'য়েছি আমি।

কৃষ্ণ। আমারি ইচ্ছায় মহারাজ, সখা
তীব্র বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে আপনারে।
অবিদিত নহে আপনার, গাণ্ডীবীর
সে উপাংশু ব্রত, যে বলিবে তারে

গাণ্ডীব অন্যের হস্তে করিতে প্রদান,
তখনি সে তাহারে বধিবে।

যুধি। এতক্ষণে
বুঝিয়াছি প্রিয়তম, কর্ণ-অপমানে
সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিনু আমি।
উঠ প্রিয়, উঠ প্রাণাধিক, সত্যই যে
বধ্য আমি! কৃপা করি, কেশব আমার
করিয়াছে, তাই এই মৃত্যুর বিধান।

কৃষ্ণ। করিয়া গুরুর অপমান, অনুতাপে
আত্মহত্যা ইচ্ছা যদি জাগে মনে, সখা,
নিজের প্রশংসা কর রাজার সম্মুখে।
গুরুজন-অপমান মৃত্যুর সমান।
সেই মত স্বগুণ-কীর্ত্তন—আত্মহত্যা
হ'তে ভিন্ন নহে। করিয়াছ গুরু-বধ,
এইবার আত্মহত্যা কর ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। কেশব আদেশে বলি, করুন শ্রবণ—
মহারাজ, এক পিনাকী শঙ্কর ভিন্ন
মম তুল্য ধনুর্দ্ধর কেহ নাহি আর।

যুধি। বলিতে হবে না আর প্রিয়। বলিতেছি,
কেশব-সম্মুখে, নিষ্পাপ—নিষ্পাপ তুমি।

কৃষ্ণ। উভয়েই শ্রীচরণে অপরাধী মোরা—
প্রসন্ন হইয়া, হে আর্য্য, করুণ ক্ষমা।

যুধিষ্ঠিরের উভয়কে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ

অর্জ্জুন। এইবারে অনুমতি চাহি মহারাজ,
নিশা-শেষে কর্ণ-বধে করিব প্রয়াণ।

প্রতিজ্ঞা আমার—রণে—কর্ণকে না করি'
নিপাতিত, কবচ না করিব মোচন
দেহ হ'তে।

কৃষ্ণ। আমারো প্রতিজ্ঞা মহারাজ,
পৃথিবী করিবে অদ্য কর্ণ-রক্ত পান।

যুধি। আয়ু-বৃদ্ধি অরাতি-বিনাশ, শোক-ক্ষয়—
হ'ক জয় লাভ। দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

অর্জ্জুন। আর কেন বাসুদেব?
আবার প্রস্তুত কর রথ।

কৃষ্ণ। অগ্রসর হও না সখা।

অর্জ্জুনের প্রস্থান, বাসুদেব প্রস্থানোদ্যত, পশ্চাৎ হইতে দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের হস্ত ধরিলেন

দ্রৌপদী। বাসুদেব!

কৃষ্ণ। বল, প্রিয়সখী।

দ্রৌপদী। এ কি দৃশ্য দেখিলাম আজি। এখনো যে
বিস্ময়ে আতঙ্কে অবসন্ন হৃদিস্থল!
দেখি নাই কখন ত হেন যুধিষ্ঠির,
স্বপ্নেও দেখিতে সাহস নাই, হেন
ধনঞ্জয়! এও কি তোমার কোন লীলা?

কৃষ্ণ। জিজ্ঞাসিলে যদি, তবে শুন! আজ যারে
বধিতে হইবে রণস্থলে, তার তুল্য
ধনুর্দ্ধর আসেনি ধরায়। শুধু তাই
কেন, শুধু ধনুর্দ্ধর কেন সখী, কর্ণ
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর (ও) উপরে দয়াবান।

দ্রৌপদী। এতাদৃশ সূতপুত্র ?

কৃষ্ণ। এতাদৃশ কর্ণ। ইহা হ'তে
আরো সখি আশ্চর্য্যের কথা, একমাত্র
আমি ভিন্ন.—অবশ্য আমারে যদি তুমি
মনে-মুখে বল অন্তর্যামী—

দ্রৌপদী। অন্তর্যামী তুমি নারায়ণ!

কৃষ্ণ। আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কেহ নাই, বাহির দেখিয়া তার
অন্তর বুঝিতে পারে। দৃষ্টি অন্ধ-কারী
জ্যোতিষ্ক-প্রধান সবিতার বক্ষস্থলে
কেয়ূর-কুণ্ডল বাণ, শঙ্খ চক্রধারী
লুক্কায়িত মহাপুরুষের মত, ওই
অপূর্ব্ব পুরুষ, সকলের দৃষ্টি 'পরে
ভ্রমিতেছে আপনারে লুকাইয়া। আজি,
রণস্থলে সেই মহাবীরের সংহার।
একমাত্র বধ্য ক অর্জ্জনের বাণে—
তাও যদি সখা মোর কায়ে, বাক্যে, মনে,
সত্যের আশ্রয় করে। কণামাত্র মিথ্যা
যদি লুক্কায়িত থাকিত অন্তরে তার,
গাণ্ডীবের শত আকর্ষণে, কৃষ্ণে, ওই
মহাপুরুষের অঙ্গ হইত না ক্ষত।
ধর্ম্মরাজ-আচরণে. তোমারি মতন
সখি, মাঝে মাঝে সখার হৃদয়মাঝে
জাগিত বিদ্বেষ, কিন্তু প্রকাশ করিতে
কোনকালে সাহস আসেনি তার। আজ

জ্যেষ্ঠের কৃপায়, মুক্ত পার্থ সেই পাপ
হ'তে। তার ফলে, আজ—কি তোমারে বলি
যাজ্ঞসেনী— (সমাধিস্থ হইলেন)

দ্রৌপদী। ও-কি—ও-কি! জনার্দ্দন, হীন নারী,—
এ সংক্ষোভ বুঝিতে না পারি—শুনিবার
নয় যদি শুনিতে না চাই।
কোথা গেলে তুমি? ফিরে এসো—ফিরে এসো।
চরণে দুলিছে বসুন্ধরা—কাঁপে তারা,
কাঁপে তীব্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী—ছুটে বায়ু
মত্ত ঝঞ্ঝামত—আকাশ দুলিছে ওই—
ফিরে এসো নারায়ণ!—এ বিশ্ব জগত
যেন লুকাইছে নিজের উদরে। এই ভীম
বিশালতা মাঝে, আমি একা—হে গোবিন্দ,
ফিরে এসো—ফিরে এসো। স্তব্ধ গম্ভীরতা
ল'য়ে আসিতেছে আমারে ঘেরিতে মৃত্যু।
ফিরে এসো সখা, ফিরে এসো আপনাতে।

কৃষ্ণ। (মুদ্রিতচক্ষে) এসেছি, এসেছি আমি। এই যে সম্মুখে—
মাথা তোলো, খোল চক্ষু—হে অভিমানিনী!

দ্রৌপদী। আমাকে ত নয় সম্বোধন! কেবা তুমি
ওগো ভাগ্যবতী? কোথা তব ঘর? কোন্
অজ্ঞাত প্রদেশ হ'তে, পরম-পুরুষে
তুমি, এমন করিলে আকর্ষণ? আমি
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পলক-বিহীন চোখে
খুঁজিয়া না পাই তাঁরে। এত ভালবাসা—
তবু আমি বিনিক্ষিপ্তা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে!

কৃষ্ণ। কিছুই না চাও? হে মানদে,
তবে কেন এ আগ্রহে আমারে করিলে
আকর্ষণ? যা চাহিবে—আজ,
যে প্রার্থনা উঠিবে তোমার মনে।—বল!
পারিলে না? তবে লহ মোর নমস্কার।
নমস্কার! জান না কি নমস্যা আমার
তুমি? তবে? আবার নমস্কার।—(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)
(বুত্থিত হইয়া) ওই ওঠে শঙ্খধ্বনি সখি—ডাকে সখা
ব্যাকুল আহ্বানে। আর কথা কহিব না,
চলিলাম কর্ণবধে; বলিবার যদি
কিছু থাকে, কর্ণের জীবন শেষ করি'
নির্জ্জনে বসিয়া তোমারে শুনাব সখি।
এখন চঞ্চল আমি—বিদায়, বিদায়। প্রস্থান

দ্রৌপদী। আর কথা শুনিতে সাহস কোথা মোর!
কর্ণ-বধ-পূর্ব্বে সখা, আমাকেও বধি'
গেলে তুমি। মৃত আজ ধর্ম্মরাজ, মৃত
ধনঞ্জয়—সেই সঙ্গে মরিল পাঞ্চালী।
স্বয়ম্বর সভাস্থলে—তোমারি সম্মুখে
ওই পুরুষ-প্রধানে হীন সূত ব'লে
করিয়াছি অপমান আমি। বুঝিয়াছি
কোথা গিয়েছিলে কৃষ্ণ। ওগো ভাগ্যবতী
সূত-কন্যা, ওগো নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী,
প্রণিপাত করি আমি তোমার উদ্দেশে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ণ-শিবির

বৃষকেতু

গীত

আমার নয়ন জলে ভাসছে দু'টি রাঙ্গা পা।
আমার দেখা দেখি আমি,
পরের দেখা দেখাবো না॥
দেখছি আমি ওই যে নাচে,
যাচ্ছে দূরে, আসছে কাছে—
সোনার ছবি ভাঙ্গে পাছে
নয়ন জল আর মুছবো না।
পাগল আমায় বলুক লোকে কারো কথা শুনবো না॥

প্রস্থান

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। বলে কিনা—"মাথা তোল হে অভিমানিনী।"
কি হেতু তুলিব মাথা? কেন না হইবে
অভিমান? শ্রেষ্ঠরথী, গরিষ্ঠ তাপস,
সত্যাশ্রয়ী, দাদার অগ্রণী—তাই কেন?
নাইবা হইল স্বামী তপস্বী-প্রধান,
নাইবা হইল শ্রেষ্ঠদাতা—নরদেহে,
হে মায়া-মানুষরূপী, স্বামী যে আমার
মানব-সম্পর্কে সদা নমস্ত তোমার!
জ্ঞানমূর্ত্তি, হে বিধিজ্ঞ, হে পাণ্ডব-সখা,
এ কথা কি তোমারে বুঝাতে হবে? তুমি—
সেই তুমি ওগো—নিত্য স্বরূপে প্রকাশ,

দিলে কিনা তব জ্যেষ্ঠে—গরিষ্ঠ পাণ্ডবে
এতকাল সম্পর্ক-গোপন উপহার!
ক'রেছিনু সত্য—সত্য অভিমান। কেন?
ধর্ম্মরাজ, ভীমার্জ্জুন না জানুক তারা,
তুমিত' জানিতে প্রেমময়। ওই সত্য—
স্বামীরে আমার যদ্যপি বলিতে ছিল
বাধা, আমারে বলিতে কি দোষ ছিল হে
বাসুদেব! আমিতো—তুমিতো জানো, সদা
সর্ব্বক্ষণ তোমার মিলনাকাঙ্ক্ষী দীনা
ভ্রাতৃজায়া! 'কি চাই মানদে!' কি চাহিব?
হে কপট, সত্যই কি ভেবেছিলে তুমি,
তোমার নিকটে ভিক্ষা মেগে লব আমি
দেবরের পরাজয়?

বৃষকেতুর প্রবেশ

আয় বৃষকেতু,
আয় কাছে, আরো কাছে, বক্ষের ভিতরে
প্রাণাধিক! কি হেতু বিষণ্ণ ওরে শিশু?

বৃষ। মা, মা! প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো, কই, কোথা
তোমারে মা দেখা দিতে এলো বাসুদেব?

পদ্মা। বাসুদেব-বাক্য মিথ্যা কভু হয় না রে!
দেখিতে কি ব্যাকুল হইলি বৃষকেতু?

বৃষ। ব্যাকুল হ'য়েছি মাতা। হ'তেছে সঙ্কুল
যুদ্ধ। দূর হ'তে শুনিলাম আমি, পিতা
এমন করিছেন রণ, পাণ্ডব-কটকে

উঠিয়াছে আর্ত্তনাদ—"বাসুদেব! রক্ষা
কর তোমার পাণ্ডবে!"

পদ্মা। বলুক—বলুক—তারা,
শোন্ বৃষকেতু, বলি তোর কানে কানে।
দেবতা না শুনে—আরো কাছে—ওরে
আরো কাছে—তুইও বল্‌রে শিশু উর্দ্ধে
চেয়ে, যুক্তকরে "বাসুদেব! রক্ষা কর
তোমার পাণ্ডবে!"

বৃষ। উন্মাদিনী হ'লে মাতা!

পদ্মা। না রে বৎস, পাণ্ডব-গৃহিণী আমি, কেন
হব উন্মাদিনী? পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ—
সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর
মহাত্মা পিতার!

বৃষ। একি বল—একি বল—
প্রবল আতঙ্কে কাঁপে হৃদয় আমার—

পদ্মা। বৃষকেতু! এসেছিল!

বৃষ। কে মা—বাসুদেব?

পদ্মা। কুহকী—কুহকী—এসেছিল বৃষকেতু,
বেঁধে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধনে।

বৃষ। ওকি—ওকি—কোলাহল—মাতা—

পদ্মা। উঠুক—উঠুক বৎস।
উঠুক সে প্রবল গর্জ্জনে—শোন্—শোন্—
ওরে প্রাণাধিক। পাণ্ডবের সুত তুমি!
ভয় কি—ভয় কি!—পাণ্ডব-উল্লাস-সঙ্গে
উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার।

ওরে বৎস, পিতা তব ত্রি-জগত মাঝে
যেখানে যা ছিল তার, সমস্ত করিয়া
গেছে দান। অবশিষ্ট একমাত্র তুমি।
আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণে
সমর্পণ। উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার
জয়—কার পরাজয়? আয়, দেখে আসি—
মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন!

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ

কর্ণ। কেন মরিল না, কেন মরিল না, কেন
মরিল না ধনঞ্জয়? মিথ্যা কি আমার
শিক্ষা? মিথ্যা কি ঋষির বাক্য? মৃত্যু নিজে
পরশিতে ধনঞ্জয়ে হ'ল কি শঙ্কিত?
না—না—ওকি দৃশ্য—অদ্ভুত—অচিন্ত্য!
আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব! দেবের (ও) যা' সাধ্য বহির্ভূত,
বাঁচাতে সখারে তুমি সে কার্য্য করিলে!
ওই নমনীয় দেহে ধ'রে কি বিশ্বের
ভার, হে কৃষ্ণ, করিলে তুমি কপিধ্বজে
ভূতলে প্রোথিত! নহে জীবন-মরণ-

সন্ধিক্ষণে, কে রক্ষা করিল ধনঞ্জয়ে ?
তুমি—নিস্ফল করিয়া—তুমি, হে কেশব;
আমার সন্ধান মৃত্যু-বাণ। স্পর্শে যার—
দেবেন্দ্র লুটাতো ভূমিতলে, বায়ুস্পর্শে
মরিত মানব—সেই বাসুকী-প্রদত্তা
শক্তি—জ্বালাময়ী নাগের নিশ্বাসে—গেলো
ভৈরব হুঙ্কারে শূন্যে ছুটে, ফিরো এলো
শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া !
প্রয়োগে বিভ্রম নয়, শৈলেন্দ্র-হৃদয়
মত লক্ষ্য মোর স্থির, সোদর-মমতা
পারে নাই করাঙ্গুলি করিতে কম্পিত !
মহাশক্তি—নাগদত্ত—রামমন্ত্র-বলে
নিয়তি-প্রেরণামত চির জাগরিত—
তথাপি না মরিল অর্জ্জুন। পরিবর্ত্তে
মরিলাম আমি। কে আমি ? কিরূপ আমি !
মৃত্যু ও আমার মধ্যে ছিল কি অলঙ্ঘ্য
ব্যবধান !—কোন্ ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া
আমারে করিল মৃত্যু গ্রাস ?—জন্ম—জন্ম !
অছিদ্র আম্রের মধ্যে লুক্কায়িত কীট-
ভ্রূণমত—জন্ম—জন্ম ! এক বালিকার
ভুল—মত্ত কৌতূহল এক দেবতার,
কিশোরীর কৌতূহলে নির্লজ্জ লালসা !
জন্ম—জন্ম—একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল
ওইখানে ! তাই আজ ওরে ও মরণ !
মগ্ন-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত ভুলিয়া

ব'সে আছি। ওরে ও মরণ—বিস্মরণে
জন্ম তোর! তুই এলি—জন্মের লাঞ্ছনা-
স্মৃতি মুছাতে নারিলি! চারিদিকে শূন্য—
মধ্যে আমি। আমার অন্তরে প্রবেশিয়া
ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা! বাসুদেব!
পার কিহে তুমি এই মর্ম্মহীন, ঘন,
স্তব্ধ শূন্যে বিদলিতে? পার কি করিতে
পূর্ণ তারে? যদি পার—

কৃষ্ণের প্রবেশ

কে তুমি? এসেছ—এসেছ জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। জনার্দ্দন নহি আমি ভাই—
আমি কুন্তী-ভ্রাতা বসুদেব-সুত কৃষ্ণ।

কর্ণ। সঙ্গে?

কৃষ্ণ। কেহ নাই।

কর্ণ। তব সখা ধনঞ্জয়?

কৃষ্ণ। আমি আসিতে দিইনি তারে।

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথীর এ পতন লাঞ্ছনা—
এখানে আসিয়া দেখা হ'ত কি উচিত
আর্য্য?

কর্ণ। তুমি ত এসেছ কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। আমি—আমি—কাঁদিতে এসেছি!

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ, মগ্ন-রথ
বীর উপাধান, ভূমিতল—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শয্যায় শয়ান, ভূলুণ্ঠিত দেহ ল'য়ে
অমর আত্মীয় চারিধারে—এত বড়
আনন্দের দীর্ঘ রাত্রি সম্মুখে আমার—
এ অপূর্ব্ব শুভক্ষণে আসিলে কেশব
ভ্রাতারে কপট অশ্রু দিতে উপহার !

কৃষ্ণ। বীরত্বের, অভিমানী কর্ণের মরণ
দেখিতে, ফেলিতে চক্ষুজল, আসি নাই
ভ্রাতঃ ! পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে
আঁখি। আজি দাতাকর্ণ চ'লে যায় নিঃস্ব
ক'রে তারে।

কর্ণ। কি বলিয়া করিব তোমারে
সম্বোধন।—ভগবান ?

কৃষ্ণ। তব স্নেহাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা।

কর্ণ। তুমি ভগবান।

কৃষ্ণ। ওকি কথা ভাই !
মানুষ কি হয় ভগবান ?

কর্ণ। ভগবান হয় ভগবান।
কিন্তু ভাই, ভগবান ইচ্ছা যদি করে, (অধরে হস্তদান)
এই মত—প্রাণাধিক, ঠিক এই মত
মূর্ত্তি ধরে। এই মত নবীন নীরদ বর্ণ,
এই মত চির-চঞ্চলতা মাঝে স্থির
নীরজ-আয়ত দু'টি আঁখি—কিন্তু কই,
কোথা বনমালা বনমালী ?

কৃষ্ণ। প্রেমস্পর্শ দাও ভাই বুকে,
হ'ক মুণ্ডমালা বনমালা

কর্ণ। (আলিঙ্গন) এই লহ
ভাই স্পর্শ—এ ইচ্ছা তোমার। অষ্টাদশ
অক্ষৌহিণী সম্মুখে আমার, মাথা দিয়া
পড়িয়াছে ধর্ম্মের দুয়ারে, কুরুক্ষেত্র
হ'ক পুষ্পোদ্যান—প্রফুল্ল কুসুমমাল্য
তোমারে করুক আলিঙ্গন।

কৃষ্ণ। ভাই—ভাই!

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ? কোথা তুমি? সহসা উঠিলে
কি কারণ?

কৃষ্ণ। আসিছেন রুদ্রমূর্ত্তি লয়ে ভীমসেন।

কর্ণ। আসিতেছে? বুঝিয়াছি কেন
আসিতেছে। যদ্যপি জীবিত দেখে মোরে,
অজ্ঞান নিষ্ঠুর বাক্য অজস্র শুনাবে।
শুনা কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। না আর্য্য, না ভাই, কদাচ কর্ত্তব্য নয়!
সে যে মাত্র জানে আপনারে,
হীন সূত—রাধার নন্দন—দুর্য্যোধন
হ'তে তুমি যে অধিক শত্রু তার!

কর্ণ। দাও ভাই কর-পদ্ম, শীঘ্র দাও—
হৃষীকেশ! এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম্ম
অধিকারে, যা' ক'রেছি, যা' বলেছি, যাহা
কিছু ক'রেছি স্মরণ, সমস্ত, সমস্ত—
আমার সমস্ত ল'য়ে, আমাকে তোমার
করে দিলাম সঁপিয়া।

কৃষ্ণ। দাও ভাই দাও—

আদিত্যমণ্ডল হ'তে তোমারে হারায়ে
অপূর্ণ ছিলাম সখা। হে চির-গোপন !
অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ—
পরিপূর্ণ আমি।

কর্ণের সমাধি, ভীমের প্রবেশ

ভীম। কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। এই যে সম্মুখে আপনার।

ভীম। বটে, বটে—সত্যই ত এই যে সম্মুখে তুমি।
কৃষ্ণ, অত্যন্ত উল্লাসে ঘটেছে দৃষ্টির হানি !
হীন-রাধা-পুত্র আজ পড়েছে সমরে।
দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, যদি দেখে থাকো,
কোথা সেই নীচাত্মার ভূলুণ্ঠিত দেহ।

কৃষ্ণ। মরেছে যখন "হীন সূত", দেহ দেখে
তার, লাভ কি কৌন্তেয় আপনার ?

ভীম। আছে—
আছে লাভ। জান না, জান না ভাই তুমি,
সে দুরাত্মা করেছে আমার কি লাঞ্ছনা।
আকর্ষিয়া—গলে দিয়া ধনুকের ছিলা,
গণ্ডে মোর ক'রেছে চুম্বন। অপবিত্র
ওষ্ঠের পরশ মাখায়ে দিয়াছে সেথা
অসংখ্য বৃশ্চিক-জ্বালা। এখনো সে জ্বলে।
দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত দিয়াছি প্রলেপ,
তবু, কৃষ্ণ, উগ্র তাপে এখনো সে জ্বলে।
দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, বিষ দিয়া করি

বিষক্ষয়—সে দুরাত্মার রক্ত দিয়া
মুছে লই জ্বালা।

কৃষ্ণ। ওই যে সম্মুখে ভ্রাতঃ—মগ্ন-চক্র রথে
পৃষ্ঠ দিয়া, স্মৃতিচ্যুত শররাজি
আসন করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে, সমাধিতে
মগ্ন ওই—ওই যে ওই যে মহাযোগী।

ভীম। একি কৃষ্ণ, জল ভারাক্রান্ত
কেন আঁখি! কি আশ্চর্য্য! কার শোকে? ওই
পাণ্ডবের চিরশত্রু রাধার নন্দন
কাতর কি করিল তোমারে!

সহদেবের প্রবেশ

সহ। দাদা, দাদা! সত্বর শিবিরে এস ফিরে।

ভীম। কেন—কেন সহদেব?

সহ। ঘটিয়াছে দুর্ব্বোধ্য ঘটনা—
কর্ণের নিধন-বার্ত্তা শুনি মূর্চ্ছাগতা—
ভূপতিতা মাতা! কোন মতে ফিরিছে না
জ্ঞান! ভাসিছে পাঞ্চালী নয়নের জলে,
হেঁটমুণ্ডে ধর্ম্মরাজ ব'সে পদতলে,
পার্শ্বে তাঁর দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ধনঞ্জয়।

নকুলের প্রবেশ

ভীম। নকুল—নকুল! মৃতা কি জীবিতা মাতা?

নকুল। হ'লে মৃতা হ'তেন জীবিতা। জীবনের
সঙ্গে গাঁথিয়া মরণ জেগেছে জননী।
আসিছেন ধর্ম্মরাজ, পাঠা'লেন মোরে

পূর্ব্বে তার সাবধান করিতে তোমারে।
হে আর্য, রাজার আজ্ঞা—কোন মতে যেন
অশ্রদ্ধার বাণী বহির্গত নাহি হয় কর্ণের উদ্দেশে।

ভীম। কি রহস্য বাসুদেব?

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রবেশ, যুধিষ্ঠির কর্ণের পদতলে বসিলেন

যুধি। হে অগ্রজ, হে রাজর্ষি, হে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব,
পঞ্চাম্বুজ পঞ্চদাস তব পদতলে,
একবার নিম্ন কর আঁখি।

ভীম। কে অগ্রজ, কে অগ্রজ?
পাণ্ডব-অগ্রজ—রাধাসুত!

কৃষ্ণ। কৌন্তেয় কৌন্তেয়, বৃকোদর! দাও শ্রদ্ধা—
কর প্রণিপাত পদতলে!

সকলে কর্ণের পদতলে বসিলেন, কর্ণ বুত্থিত হইলেন

কর্ণ। সারা বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়া, একবার
দাঁড়াও সম্মুখে ভীমসেন! একবার
স্নিগ্ধ নেত্রে চাহ মোর পানে। মনে কর
দৃঢ় ধারণায়, এ জগতে আছ মাত্র
তুমি আর আমি। ধরাত্যাগ-মুখে, ইচ্ছা
শুনা'তে তোমারে এক বিচিত্র কাহিনী।
কাহিনী বিচিত্র—কাহিনী বিষাদ-পূর্ণ।
সেই বিষণ্ণতা কেবল কৌন্তেয়-ভোগ্য।
অবশ্যই রাখিয়াছ জলন্ত স্মরণে
সেই দিন—যে দিন আমার সঙ্গে যুদ্ধে,
হে অতুল-বীর্য্য-অভিমানী, হ'য়েছিল

মর্ম্মচ্ছেদী দুর্দ্দশা তোমার! মর্ম্মচ্ছেদী—
মনে হয় যন্ত্রণায় তার, তুমি মৃত্যুদাতা
দেবতার কাছে বারংবার ক'রেছিলে
মরণ কামনা! মর্ম্মচ্ছেদী সে দুর্দ্দশা—
ভগ্ন-রথ, ভগ্ন-ধনু হতাশ্ব-সারথী,
হস্তচ্যুত, চূর্ণীকৃত, দূর-ক্ষিপ্ত গদা—
মগ্ন-আঁখি আলেখ্য-নিশ্চল—সর্ব্বশক্তি
রুদ্ধ দেহ-গৃহে—অস্তিত্ব-প্রকাশ-শক্তি
ছিল মাত্র মুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের পথে!
সে নিশ্বাস মৃত্যুদাতা দেবতার কাছে
কেবল চেয়েছে মৃত্যু। তথাপি জানিতে
তুমি, তোমার জীবন—শুধু কি তোমার?—
থাকুক সে কথা—ওই তোমার জীবন
এই বজ্র-মুষ্টি মধ্যে ছিল অবস্থিত।
নিশ্চয় জানিতে তুমি সামান্য পেষণে—
পিপীলিকা-বিনাশ-ইঙ্গিত মত, অতি
ক্ষীণ অঙ্গুলি প্রহারে, আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু
আসি' নিঃশব্দে করিত তোমা' গ্রাস। কিন্তু
বৃকোদর, মৃত্যু আসিল না। হে প্রচণ্ড
রাধেয়-বিদ্বেষী, মরণের পরিবর্ত্তে
পড়িল তোমার গণ্ডে নিয়তি-রহস্য
আবরিয়া, দেবতা মানবে লুকাইয়া—
পড়িল তোমার গণ্ডে পিপাসা-রচিত
এক স্নেহের প্রহার। রাধেয়-বিদ্বেষে
নষ্ট-বুদ্ধি বৃকোদর, মধুর মাধুর্য্য

তার বুঝিতে অক্ষম হ'লে তুমি। তীব্র
রাধেয়-বিদ্বেষ ফুৎকারে—ফুৎকারে
সে অমৃতে, সে মর্ম্ম-মথিত স্নেহরসে—
সেই অধর-পরশে করিল যন্ত্রণা-
ভরা বিষে পরিণত। শুনহে পাণ্ডব,
এইবার সে অধর-স্পর্শ ইতিহাস।
এক কুমারীর এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে
ক'রেছিল এক শিশু ধরণী আশ্রয়।
নিষ্ঠুর সমাজ-ভয়ে, জননী তাহার
পারিল না তুলিতে তাহারে অঙ্কে—দিল
বিসর্জ্জন। বুঝি সে তটিনী, ভীমসেন,
জন্ম ল'য়েছিল তার নয়নের জলে।
সেই জল-স্রোতে ভাসিয়া চলিল শিশু।
তীরে দাঁড়াইয়া ওই অভাগিনী মাতা,
ভেসে যায় সম্মুখে তাহার নবোদিত
মাতার মমতা—'কোথা আছ কে দেবতা,
রক্ষা কর সন্তানে আমার,'—ভীমসেন,
মুগ্ধা জননীর সেই তীব্র কাতরতা
আশীর্ব্বাদ রূপ ধ'রে বালকে করিল
মৃত্যুঞ্জয়ী। ভেসে ভেসে চলিল সে, ভেসে
ভেসে উঠিল সে আর এক জননীর
অনন্ত বাৎসল্য-ভরা কোলে! হ'য়েছিল
সে অজেয়, হ'য়েছিল সে অমর সম।
কিন্তু ভাই, কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে
অকস্মাৎ দেখিল সে, জীবন-মরণ

যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, তীক্ষ্ণ বাণ
ধরিয়াছে—বিদীর্ণ করিতে বক্ষ মত্ত-
প্রতিজ্ঞায়—তাহার অনুজ সহোদর!
মনুষ্যত্ব তথাপি করিল উত্তেজনা,
অভিমান ভ্রাতৃবধে করিল প্রেরণা।
কিন্তু ভাই, অমরত্বে করিয়া আশ্রয়
যতবার তুলিতে গেছে সে মৃত্যুশর,
অমনি তাহারে দিতে বাধা—ওই ওই—
আবার আকাশে প্রিয়তম—ওই সেই
দরবিগলিত আঁখি, ম্লানতা-রূপিনী;
ভিক্ষার অঞ্জলি-ধরা, যেন কত চৌর্য্য-
অপরাধ-কৃপা, আমার কৌমার্য্যময়ী
মাতা। ওই—ওই তীব্র মাতৃ-আবির্ভাবে
অমরত্ব বিলায়েছি, অস্তিত্ব সযত্নে
লুকায়েছি, এ অন্তরে বিস্মৃতি ঢেলেছি
ভারে ভার! তার ফলে ক্ষুধার্ত্ত মেদিনী-
গ্রস্ত-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত সঁপিয়া—
কই? বাসুদেব—বাসুদেব,
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর!
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ!

যবনিকা

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের অমর লেখনীনিঃসৃত সুধাধারা

ঐতিহাসিক নাটক

আলমগীর্	...	২-৫০	গোলকুণ্ডা	...	১-২৫
চাঁদবিবি	...	১৲	পদ্মিনী	...	
বঙ্গে রাঠোর	...	১-২৫	আহেরিয়া	...	১৲
বিদুরথ	...	১৲	রঞ্জাবতী	...	১৲
প্রতাপ-আদিত্য	...	২-৫০	খাঁজাহান	...	০-৭৫

গীতি-নাটক

আলিবাবা	...	১৲	কিন্নরী	...	১৲
জয়শ্রী	...	১৲	প্রমোদরঞ্জন	...	০-৫০
পলিন (সিস্তানের রাণী)		০-৫০	বরুণা	...	০-৫০
জুলিয়া	...	০-৫০	বেদৌরা	...	০-৫০

রামানুজ (ধর্ম্মমূলক নাটক)...১-২৫

পৌরাণিক নাটক			কল্পনামূলক নাটক		
ভীষ্ম	...	২-৭৫	বাদ্‌সাজাদী	...	১৲
নর-নারায়ণ	...	২-৭৫	রত্নেশ্বরের মন্দিরে	...	০-৭৫
সাবিত্রী	...	২৲	বাসন্তী	...	০-২৫
মন্দাকিনী	...	০-৭৫	দৌলতে দুনিয়া	...	০-৭৫
রাধাকৃষ্ণ	...	০-২৫	রঘুবীর	...	২-৫০

অতি উৎকৃষ্ট—উপন্যাস—সুদৃশ্য বাঁধাই

নারায়ণী (সচিত্র)	...	২৲	চাঁদের আলো (সচিত্র)	...	১৲
নিবেদিতা	...	২-৫০	পুনরাগমন	...	১-৫০
গুহামুখে	...	১-৫০	বিরামকুঞ্জ (গল্পলহরী)	...	০-৭৫
গুহামধ্যে	...	১-৫০	পতিতার সিদ্ধি	...	২-৫০

দুর্গা (সচিত্র বাঁধাই, গল্পচ্ছলে মা-দুর্গার কাহিনী)... ০-৭৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট :·· কলিকাতা-৬